উইমেন্ ইম্প্যাক্ট নেট্ওয়ার্ক

মহিলাদের শিষ্যত্বের সহায়িকা

উপস্থাপন
অ্যাসোসিয়েশন্ ফর্ ইণ্টারন্যাশনাল
ডিসাইপেলশিপ্ অ্যাড্ভ্যানস্মেণ্ট **(AIDA)**
ইন কোলাবরেশন্ উইথ্ **এডুকেশনাল রিসোর্সেস্**

নাম _____

স্থান _____

রাজ্য _____

তারিখ _____

WIN DISCIPLESHIP MANUAL

Copyright © Association for International
Discipleship Advancement (AIDA)
New Delhi, India
2013

এই সহায়িকাটি উইমেনস্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্কের জন্য (*WIN*) একটি পাঠ্যপুস্তক, যা মহিলাদের খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যা হওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা প্রতিষ্ঠা বা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান জানায়(তারপর অবিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের কাছে পরিচালিত করতে এবং বিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিষ্যায় পরিণত করার জন্য উপদেষ্টা হওয়ার উদ্দেশে সাহিত্য এবং ব্যবহারিক কৌশলের মাধ্যমে তাদের প্রস্তুত করা হয়, যাতে তারা অন্য মহিলাদের ওপর কর্মশক্তি(সম্পন্না, বাইবেল সম্মত মানসিক গঠনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

এখানে সেই সমস্ত নামগুলো প্রদত্ত হল যারা এই মহিলাদের শিষ্যত্বের সহায়িকাটির জন্য উপাদানগুলো লিখেছেন

রেভাঃ শান্তা রাবাতে
মিসেস্ রেহন্ডা ড্রাগোমির
মিসেস্ ক্যারোলীন আকবর
মিসেস্ শেবা বাইজু
মিসেস্ মার্থা স্পার্কস্
রেভাঃ স্টিফেন লীভারসেজ্
রেভাঃ রোল্যাণ্ড বাওম্যান
রেভাঃ পল্ ব্রাউন
রেভাঃ স্টিফেন রাবাতে

বিক্রি(র জন্য নয় ব্যক্তি(গত বিতরণের জন্য

সূচীপত্র

উৎসর্গ

১। মহিলাদের শিষ্যত্বের জন্য আদেশ..... ৫

২। একজন শিষ্যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ১১

৩। বৈথনিয়ার মরিয়ম এক উত্তম শিষ্যা.....১৯

৪। একজন শিষ্যার জীবনধারা.....২৫

৫। খ্রীষ্টে থাকা ৩৫

৬। শিষ্যা এবং তার সম্পর্কসমূহ ৩৯

৭। শিষ্যা এবং আত্মা-জয়কারিণী ৪৮

- আত্মা-জয়ের কারণসমূহ, ৪৯
- আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য, ৫১
- পাঁচ-অঙ্গুলীর সাহায্যে সুসমাচার প্রসার, ৫৩
- রোমীয় পুস্তক থেকে পরিত্রাণের উপায়, ৫৫
- শব্দহীন বইয়ের মাধ্যমে পরিত্রাণের কথা, ৫৬

৮। শমরীয়া স্ত্রীলোক

একটি আত্মা-জয়কারিণী/সাক্ষ্য.....৬২

৯। নয়মী এবং রূত

উত্তম শিষ্যত্বের জন্য পরামর্শদান.....৬৮

১০। প্রিষ্কিল্লা এক শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী ৭৪

১১। ড্যামেন নেটওয়ার্ক এবং এর সদস্যাগণ ৮০

১২। একটি ড্যামেন্ ইম্প্যাক্ট দল পরিচালনা করা ৮৪

পরিশিষ্ট ৮৯

উৎসর্গ

২০০৯ সালের ১৩ই আগষ্ট থেলমা ''মামা'' ব্রাউন প্রভুর কাছে গমন করেন, এটা ছিল তাঁর ৯০তম জন্মদিনের ঠিক একমাস আগে। মাত্র ১৩ বছর বয়েস থেকে তিনি একজন পালক হিসাবে প্রভুর সেবা করতে শু(করেছিলেন, এবং কলেজ উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তিনি তাঁর স্বামী, ডঃ উইলস কে. ব্রাউনের সঙ্গে আফ্রিকার মিশনারী হিসাবে ৪৫ বছর কাজ করেছিলেন।

মামা ব্রাউন ভারতে AIDA মহিলাদের জন্য কনফারেন্সের পরিচর্য্যা কাজ শু(করেন। শেষ তিন বছর পূর্বে অগ্নাশয়সংত্র(ান্ত ক্যানসার রোগে আত্র(ান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নেপাল, বাংলাদেশ, মায়নামার সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করে সা(্যদান এবং সুসমাচারের কাজের জন্য মণ্ডলীর মহিলাদের প্রস্তুত করেছিলেন। **বেদিতে** তাঁর উপস্থিতি এক মহান অনুপ্রেরণা এবং বার্তা ছিল।

এই মন্তব্যগুলো প্রকাশ করে যে কীভাবে তাঁর জীবন অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল

''আমি শিখেছি যে মামা ব্রাউন যদি এই বয়েসে প্রভুর সেবা করতে পারেন, তবে আমিও যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন পরিস্থিতিতে এবং যে কোন বয়েসে প্রভুর সেবা করতে স(ম হবো।''(রেভাঃ জেনি থমাস, হিমাচল প্রদেশ)

''আমি স্থির করেছি যে মামা ব্রাউন যদি সাতসমুদ্র অতিত্র(ম করতে পারেন এবং প্রভুর জন্য কাজ করতে পারেন, তবে আমাদেরও চার্চের মধ্যে কাজ করা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ।'' (রোশানি ফিলিপ, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ)

'' মামা ব্রাউনকে সারাদিন বসে থাকতে দেখে, আমাদের সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে দেখে, আমিও সুসমাচার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যধিক উৎসাহিত হয়েছিলেন।'' (ক্যারোলীন আকবর, নাগপুর, মহারাষ্ট্র)

*মামা ব্রাউনের শেষ বাণী প্রচারের কথাগুলো ছিল এরকম, **''সুসমাচার প্রসারের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এটা এখনও প্রতি(ত অবস্থায় আছে। এই পৃথিবীতে আমাদের মহত্তম কাজ হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করা, পে(অথবা পশ্চিমবঙ্গ অথবা প্রভুর বাক্য শ্রবণের জন্য প্রতী(ত যে কোন দেশে আমাদের প্রভুর বাণী প্রচার করতে হবে। মনে রাখবেন, কাজটা শেষ হয়নি। সুসমাচার প্রসারিত করার জন্য যা কিছু করণীয়, আপনি যখন তা করবেন, তখন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবেন।''***

বাস্তবিক সুসমাচার প্রসারের কাজ এখনও শেষ হয়নি! যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যেকটি শিষ্য/শিষ্যা অবশ্যই তাঁর সা(ী হবেন। একজন প্রকৃত শিষ্যার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি অন্যদের খ্রীষ্টের কাছে পরিচালিত করবেন। আমরা প্রার্থনা করি যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ সামর্থ্যের দ্বারা - তাঁর জন্য অধিক ফলবহন করার উদ্দেশে প্রত্যেকমহিলা কর্মী (WIN-এর সদস্যা) একজন আত্মা-জয়কারিণী হবেন (যোহন ১৫ ১-২,৬)।

১ মহিলাদের শিষ্যত্বের জন্য আদেশ

মূল পদ ১ করিন্থীয় ৯ ১৯

''কারণ সকলের অনধীন হইলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম, যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি।''

শিষ্যদের কাছে যীশুর শেষ আদেশ ছিল, ''... তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর...'' (মথি ২৮ ১৯)। শিষ্য কথাটির অর্থ হচ্ছে শি(ার্থী যাদের শি(া দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিক, বাইবেলের অন্যান্য বিভিন্ন সংস্করণগুলোতে পদটিকে এইভাবে বলা হয়েছে, **''যাও..., এবং সমুদয় জাতিকে শি(া দাও।''** ২০ পদটিতে এই শি(া দানের উদ্দেশ্যটিকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ করা হয়েছে **''আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শি(া দেও।''** তারাই যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য যারা কেবল তাঁর শি(াগুলো শেখেন না, কিন্তু পালন করেন। যেহেতু তাঁর শি(াগুলো মহান আদেশকে অন্তর্ভুক্ত(করে, প্রকৃত শিষ্য হচ্ছেন সেই সমস্ত লোকেরা যারা চূড়ান্তভাবে অন্যদের শিষ্য করেন এবং তিনি যা কিছু দিয়েছিলেন সেই সকল বিষয় তাদের পালন করতে শি(া দেন।

যীশুর পার্থিব পরিচর্য্যাকালীন সময়ে বিস্তর জনতা আরোগ্য লাভের জন্য তাঁর চারপাশে একত্রিত হতো (মথি ৮ ১৬)। বিস্তর জনতা তাঁকে অনুসরণ করেছিল কারণ তারা তাঁর অলৌকিক কাজ দেখেছিল (যোহন ৬ ২)। যারা তাঁকে অনুসরণ করতো, তারা তাঁর শিষ্য হতে এবং তাঁর কাছ থেকে শি(া গ্রহণ করতে চাইতো। স্পষ্টতঃই অধিকাংশ লোকই তাঁকে ছেড়ে চলে যেতো (যোহন ৬ ৬৬)। যাইহোক, তাঁর প্রকৃত শিষ্য ছিলেন তারাই যারা তাদের সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন এমন কি তাদের নিজেদের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন (মার্ক ১০ ২৮)। তারা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে জীবনযাপন করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে সত্য সম্পর্কে শিখেছিলেন, এবং তাঁর জন্য ''মনুষ্যধারীতে'' পরিণত হয়েছিলেন।

আমেরিকান ট্রাক্ট সোসাইটি অভিধান অনুসারে, ''খ্রীষ্টের একজন শিষ্যাকে এমন একজন ব্যক্তি(হিসাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায় যিনি তাঁর মতবাদকে বিশ্বাস করেন, তাঁর বলিদানের ওপর নির্ভর করেন, তাঁর আত্মাকে আত্মভূত করেন, তাঁর দৃষ্টান্তকে অনুকরণ করেন এবং তাঁর কাজের জন্য বেঁচে থাকেন।'' এটা দেখায় যে পরিত্রাণ লাভের পরবর্তী পদ(প হচ্ছে শিষ্যত্ব(পরিত্রাণ হচ্ছে একটি শিষ্যা হওয়ার শুধু সূচনামাত্র। একজন ব্যক্তি(কে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতে হয়। পরিত্রাণ হল কেবল **''অনুগ্রহ দ্বারা ...বিশ্বাসের মাধ্যমে(''** **''এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান''** (ইফিষীয় ২ ৮)। আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভুর উদাহরণ এবং আদেশগুলো অনুসারে এবং তাঁর সেবা করার জন্য, তাঁর উপস্থিতির মধ্যে যাওয়ার জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য আমাদের জীবনকে গড়ে তোলাই শিষ্যত্ব প্রত্রি(য়াটির মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বাসীদের দিক থেকে শিষ্যত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়টি হচ্ছে শৃঙ্খলা এবং উৎসর্গীকৃত হওয়া। শিষ্যত্বের সঙ্গে শি(াদান এবং শি(াগ্রহণ উভয় বিষয়ই যুক্ত(। শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী শি(া দেন, যখন যে ব্যক্তি(কে শিষ্যা করা হচ্ছে, তিনি শি(া গ্রহণ করেন। চারটি সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্ট কীভাবে তাঁর শিষ্যদের শি(া দিয়েছিলেন সেই বিষয়টি আমরা পাঠ করি(প্রেরিত পুস্তকে আমরা পাঠ করি নতুন বিশ্বাসীরা কীভাবে অবিচলিতভাবে খ্রীষ্টের বাক্য সম্পর্কে প্রেরিতদের শি(ার মধ্যে ছিলেন। শিষ্যরা শিষ্যদের তৈরী করতেন, এবং তারা সকলে খ্রীষ্টান নামে অভিহিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১১ ২৬)। নতুন নিয়মের অবশিষ্ট অংশে খ্রীষ্টান শিষ্যাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য ছিল। অতএব শিষ্যত্ব হচ্ছে খ্রীষ্টের পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করা — যে জীবনধারার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিত্রাণের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে, যা কেবল ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হয়, শিষ্যত্ব হচ্ছে ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যস্থ একটি অংশীদারী কাজ। আমরা যখন ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্রাণ লাভ করি, আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হই, যিনি আমাদের ঈশ্বরকে সন্তুষ্টকারী একটি জীবন যাপন করতে স(ম করেন (যোহন ১৪ ২৬(প্রেরিত ৫ ৩২(১ করি ১২ ৩খ) । যখন আমরা নিজেদের র(া করার জন্য কিছু করতে পারি না, শিষ্যা হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের যেভাবে শক্তি(দেবেন, সেইভাবে আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে। বাইবেলে বলা হয়েছে যে পবিত্র আত্মা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সা(্য দেবেন, এবং তাঁর জন্য গৌরব আনবেন (যোহন ১৫ ২৬(১৬ ১৩-১৪)। পবিত্র আত্মার সঙ্গে সত্রি(য় অংশীদারত্ব এবং সহযোগিতাপূর্ণ না হলে একজন ভাল শিষ্যা হওয়া যায় না, যিনি আমাদের সেই সকল বিষয় করতে স(ম করেন, শিষ্যত্বের জন্য যা কিছু করা অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। তিনি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করার দ্বারা এটা করেন (যোহন ১৬ ১৩ ১৫)।

আপনি যদি যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্যা হতে চান, তবে ঈশ্বরের বাক্যে যা কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র আত্মার সাহায্যে তাঁর শিষ্যা হওয়ার জন্য যা যা আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলো আপনি শিখুন এবং পালন ক(ন। আপনাকেই আপনার ক্রু(শ বহন করতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য নিজেকে অস্বীকার করতে হবে (মার্ক ৮ ৩৪) । আপনাকেই ঈশ্বরের ত্রাণকারী অনুগ্রহের বিষয় অবগত হয়ে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে, আপনার দেহকে একটি জীবন্ত, পবিত্র এবং ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করতে হবে (রোমীয় ১২ ১)। আপনাকেই জগৎকে এবং জগতিস্থ বিষয়গুলোকে প্রেম করা বন্ধ করতে হবে (১ যোহন ২ ১৫)। জগতের অভ্যাস, ব্যবহার দর্শন অথবা রীতিনীতিগুলোর অনুরূপ না করার জন্য আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছা অনুসারে কঠোরভাবে জীবন যাপন করতে হবে (রোমীয় ১২ ২)। আপনি যখন নিজেকে সমর্পণ করবেন, এবং ''খ্রীষ্টের মত'' এই ধরণের একটি জীবনধারা জন্য আপনার মধ্যে পবিত্র আত্মাকে কাজ করতে দেবেন, ঈশ্বর, যিনি আপনার মধ্যে পবিত্র আত্মাকে কাজ করতে দেবেন, ঈশ্বর, যিনি আপনার মধ্যে পরিচর্য্যার উত্তম কার্য সকল শু(করেছেন, তিনি অবশ্যই এই কাজ সম্পাদন করবেন (ফিলিপীয় ১ ৬) এবং আপনার শিষ্যত্বের ফল কেবল খ্রীষ্টের মত চরিত্র হবে না, কিন্তু অসংখ্য শিষ্যা হবেন যাদের আপনি ''মনুষ্যধারী'' ব্যক্তি(তে পরিণত করবেন। আপনার শিষ্যত্বের জীবনধারা আপনাকে একটি শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীতে পরিণত করবে, আরও অধিক প্রকৃত শিষ্যা তৈরী করতে নিজেকে পুনরায় উৎপাদনকারী ব্যক্তি(তে পরিণত করবে। এটা হচ্ছে মণ্ডলীর জীবনচক্র(, প্রত্যেক খ্রীষ্টানের জন্য এটাই সত্য। এটাই মহান আদেশের মধ্যে খ্রীষ্টের অভিপ্রায়।

আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক খ্রীষ্টানসহ, আমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের সমস্ত জাতি, বংশ এবং সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের ব্যাপক কাজ আছে, অনন্তকালীন নরকভোগের বিপদ থেকে আমাদের পতিত লোকদের ছিনিয়ে নিতে হবে এবং তাদেরকে খ্রীষ্টের শিষ্য/শিষ্যায় পরিণত করতে হবে। যাইহোক, আমাদের দেশের বা জাতির দৃশ্য-বিবরণ তিনটি চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করে

(১) জনসংখ্যা ''জগতের অন্য যে কোন অংশের থেকে ভারতেই সব থেকে অধিক জনগোষ্ঠী আছে যাদের মধ্যে কোন খ্রীষ্টান নেই, কোন গীর্জা নেই অথবা কোন কর্মী নেই...। পৃথিবীর আর কোন অংশে সুসমাচার অপ্রসারিত লোকদের এত ঘনবসতি নেই'' (অপারেশন ওয়ার্ল্ড, ৭ম সংস্করণ, ২০১০, ৪০৫-৪১৭ পৃষ্ঠা)। বর্তমানে যত সংখ্যক পূর্ণ সময়ের সুসমাচার প্রচারক এবং পালক আছেন, তাদের দ্বারা এই কাজ সম্পাদিত হবে না।

(২) লিঙ্গসংক্রান্ত ধারণা ভারতের মহিলাদের ঘরে এবং বাইরে অবিরত তাদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান ভীতি প্রদর্শনের জন্য তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কী বর্তমানে আধুনিক জীবনধারার প্রতি এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিবর্তনের দিনগুলোতেও অনেকে অসহায়তা এবং আশাহীনতা অনুভব করেন। তারা চীৎকার করেন, তারা দাবি করেন, তারা আইনের কাছে আবেদন জানান। তারা তাদের অধিকারের স্বীকৃতির জন্য, গুরুত্ব পাওয়ার জন্য এবং তাদের মূল্যের স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম করেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না যে তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন, অবশ্যই, হল আত্মিক এবং অনন্তকালীন প্রকৃতির বিষয়। কে তাদের কাছে সেই একজন ব্যক্তির আলো দেখাবেন যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং এখন তাদের প্রকৃত মূল্য দানের জন্য জীবিত আছেন?

(৩) জ্ঞানের অভাব বর্তমানে ঈশ্বরের পরিত্রাণের সঙ্গে কাজ করছেন এবং অসংখ্য লোকেরা খ্রীষ্টের কাছে আসছেন। নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে এক বৃহৎ সংখ্যক মহিলারা আছেন যাদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যে কীভাবে তারা তাঁর শিষ্যা হবেন। একটি আন্তরিক মূল্যায়ন দেখায় যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের বিষয়ে বিশ্বাসে তারা বৃদ্ধি লাভ করলেও, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষাদানের অভাব আছে। সেই কারণে যখন তাদের ওপর জীবনের চাপ আসে এবং বিরোধীদের কাছ থেকে তাড়না আসে, তারা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেন। অপরদিকে, তাদেরকে যদি প্রকৃত শিষ্যা হওয়ার বিষয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সহজ লভ্য হতে পারবেন, মৌমাছির ঝাঁকের মতো — তারা সংগঠিত হবেন, কঠোর পরিশ্রম করবেন এবং অন্যদের খ্রীষ্টের কাছে আনবেন।

সেই কারণে আমাদের ঈশ্বরের জন্য আরও অধিক কর্মীর প্রয়োজন, খ্রীষ্টের জন্য আরও অধিক সাক্ষীর প্রয়োজন, এবং মহিলাদের মধ্যে আরও অধিক শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীর প্রয়োজন। বিভিন্ন মণ্ডলীর নেতারা উপলব্ধি এবং প্রকাশ করেছিলেন যে মহিলারা পুরুষ সুসমাচার প্রসারকদের থেকে অনেক বেশী ভাল এবং অধিক কার্যকারী, বিশেষ করে তারা যে কেবল অন্য মহিলাদের কাছেই সহজেই পৌঁছাতে পারেন তা নয়, তারা শিশুদের কাছে, তরুণ-তরুণীদের কাছে এবং বড়দের কাছেও সহজেই পৌঁছাতে পারেন। শিষ্যা প্রস্তুতকারিণী হিসাবে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক কার্যকরী প্রভাব আছে।

কাজটির জরুরীভিত্তিক বিষয়টি আমাদের দুটি বিষয় করতে বাধ্য করে। প্রথমতঃ, আমাদের প্রার্থনা সহকারে মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন এবং খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যা হওয়ার জন্য আমাদের জীবনকে পুনরায় উৎসর্গ করা প্রয়োজন (যোহন ৮ ৩১)। দ্বিতীয়তঃ আমাদের তীব্র অনুরাগী সাক্ষী এবং শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী হওয়ার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করা

প্রয়োজন। উম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্ক এই দুটি কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশে পরিকল্পিত হয়েছে। যতজন মহিলা এই সংস্থায় অংশ গ্রহণ করবেন তারা সকলেই মহান আদেশ সম্পূর্ণ করার ে ত্রে একটি ভূমিকা পালন করবেন। *ঈশ্বর আপনাকে মনোনীত করেছেন* এর থেকে বৃহত্তর আর কোন সুযোগ নেই।

উম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্ক খ্রীষ্টীয় মহিলাদের ভবিষ্যতের দর্শন দেয়, আরও গভীর শিষ্যত্বের জন্য আহ্বান জানায়, অন্য মহিলাদের সঙ্গে কার্যকর, আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যারা পরে শক্তি(শালী শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীকে পরিণত হন। আসুন, আমরা উম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্কের সদস্য হই!''

সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের হোক,
খ্রীষ্টের শিষ্যাদের জীবনের মধ্যে
যাঁর অনুগ্রহ সমস্ত উত্তম কাজের ভিত্তিস্বরূপ,
খ্রীষ্টের জন্য আপনাদের একান্ত,

WIN - এর দর্শনকারীগণ

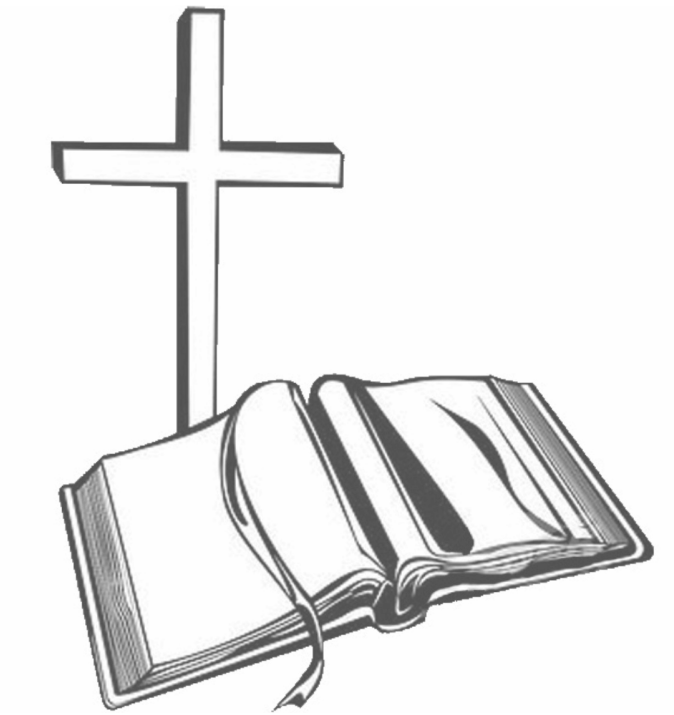

টীকাসমূহ

২ একজন শিষ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ

মূল পদ কলসীয় ১ ১০

"...প্রভুর যোগ্যরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রীতিজনক আচরণ কর, সমস্ত সৎকর্মে ফলবান্ ও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু(হও...।"

ভূমিকা

১। অনেকেই যীশুতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু একজন শিষ্যা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি(যিনি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে ভালবাসেন এবং অনুসরণ করেন।

ক) বিস্তর লোক খাদ্য, অলৌকিক কার্য্যসমূহ, আরোগ্য, উদ্ধার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন। তারা কি যীশুর শিষ্য/শিষ্যা ছিলেন (যোহন ৬ ১৪-১৫)?

খ) বারোজন প্রেরিত যীশুর সঙ্গে বাস করার জন্য এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য তাদের ব্যক্তি(গত জীবন দান করেছিলেন। তারা কি যীশুর শিষ্য/শিষ্যা ছিলেন (মথি ৪ ১৯-২০)?

২। এই পাঠে আমরা যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রকৃত শিষ্যার বৈশিষ্টগুলো আবিষ্কার করবো এবং নিজেরা প্রকৃত শিষ্যা হওয়ার বিষয় শিখবো।

যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রকৃত শিষ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। একজন প্রকৃত শিষ্যা **তাঁর অন্য সমস্ত ভালবাসার অধিক ঈশ্বরকে ভালবাসেন** (লূক ১৪ ১৬-২৬)।

ক) একজন শিষ্যার জীবনে ঈশ্বরের জন্য প্রেম হল একটি কর্তৃত্বকারী বৈশিষ্ট্য। যীশু খ্রীষ্টের জন্য আমাদের ভালবাসার সঙ্গে আর কোন ভালবাসার প্রতিযোগিতা করা উচিৎ নয়। এমন কী আমাদের নিজেদের প্রতি ভালবাসাও যীশুর জন্য আমাদের ভালবাসাকে অতিক্র(ম করা উচিৎ নয়(আমাদের কামনাগুলো এবং স্বপ্নগুলো, আমাদের আমাদের

সখ এবং অভ্যাসগুলো, আমাদের অবসর এবং বিনোদনের থেকেও আমাদের উচিৎ তাঁকে অধিক ভালবাসা।

খ। যীশুর জন্য একজন শিষ্যার ভালবাসার তুলনায় অন্য সমস্ত ভালবাসা ঘৃণার মত।

- আমরা জানি যে আমরা প্রকৃতপ(আমাদের পরিবারকে ঘৃণা করি না। উদাহরণ, পিতর তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে পরিচর্য্যা কাজের মধ্যে এনেছিলেন (১ করিন্থীয় ৯ ৫)।

- আমরা জানি যে আমাদের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের তত্ত্বাবধান করতে হবে। বাইবেল বলে যে যারা এটা করে না তারা ''অবি(াসীদের থেকেও অধম'' (১তীম ৫ ৮)।

- হিতোপদেশ ৩১ ১০-৩১ পদে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে স্ত্রীলোকরা যেন গুণবতী এবং ঈ(ের ভী(হন এবং তাদের পরিজনদের ভালভাবে যত্ন করেন। নতুন নিয়মের ১তীমথিয় ২ ৯-১০ পদ এবং ১পিতর ৩ ১-৬ পদগুলো হল এই বিষয়ে পুরাতন নিয়মের পরামর্শের সং(প্ত রূপ।

- লূক ১৪ ২৬ পদে ''অপ্রিয়'' শব্দটির সরল অর্থটি হচ্ছে কম ভালবাসা। আমরা খ্রীষ্টকে যতটা ভালবাসি তার থেকে কম আমাদের পরিবারকে এবং আত্মীয় পরিজনদের ভালবাসতে হবে।

    - আমাদের পরিবার অথবা পরিজনদের ওপরে খ্রীষ্টকে এবং তাঁর কাজকে এবং তাঁর বাক্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

    - তিনি যদি আমাদের যাওয়ার জন্য এবং তাঁর সুসমাচার প্রচারের জন্য আহ্বান করেন, তবে আমাদের তাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক হতে হবে।

    - তিনি যদি তাদের আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেন তবে কোন বচসা না করে আমাদের তাঁর কাছে সমর্পিত হতে হবে।

গ) যীশু মথি ১০ ৩৭ পদে আ(রিকভাবে অতিরঞ্জিত করে এই সত্যটির ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই পদটিকে এইভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ যে খ্রীষ্টকেই সব থেকে অধিক ভালবাসতে হবে। যদি আমরা তা করতে না পারি তবে আমরা তাঁর শিষ্যা অথবা খ্রীষ্টান হওয়ার যোগ্যা নই।

ঘ) যে শিষ্যা যীশুকে তাঁর জীবনে প্রথম স্থান দেন তিনি পুরস্কৃত হবেন (মথি ৬ ৩৩, মার্ক ১০ ২৮-৩০)।

২। একজন প্রকৃত শিষ্যা **তার ক্রু(শ তুলে নেন** (লূক ১৪ ১৭, মার্ক ৮ ৩৪-৩৫)।

ক) বর্তমানের সঙ্গে না মিললেও, আদি মণ্ডলীতে ক্রু(শ একটি মৃত্যুর বিষয় ছিল। একজন স্ত্রীলোক যদি যীশুর একজন শিষ্যা হওয়ার বিষয় বেছে নেন এবং স্থির করেন, তাহলে তাঁকে প্রতিদিন তাঁর ক্রু(শতুলে নিতে হবে।

খ) এটা পৌলের মত মনোভাব থাকার মত একই রকম '' কেননা আমার প(জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ'' (ফিলিপীয় ১ ২১)। খ্রীষ্টের জন্য এবং তাঁর কাজের জন্য এমনকী তার জীবন হারানোর জন্যেও তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

গ) মাংসিক ইচ্ছাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁকে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করতে হবে। যীশু খ্রীষ্টের অনুসরণকারিণীদের অবশ্যই জাগতিক আনন্দ অথবা সমৃদ্ধির জন্য আকুলভাবে কামনা করা উচিৎ নয়। কিন্তু নিজেকে শাসন করা উচিৎ। তাকে নিজেকে অস্বীকার করার বিষয়টি অনুশীলন করতে হবে এবং সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হতে হবে, এমন কী খ্রীষ্টের জন্য তাঁকে পার্থিব আরাম এবং আনন্দও ত্যাগ করতে হবে।

ঘ) খ্রীষ্টীয় সেবা কাজের জন্য ঈ(রের তাঁর ওপর যা কিছু ভার দেবেন, তাকে সাহসের সঙ্গে এবং আনন্দসহ সেই ভার বহন করতে হবে, এর সঙ্গে তাকে পরিবারের দায়িত্বের ভারও বহন করতে হবে।

- এটা করার মধ্যে দিয়ে, শিষ্যাদের ঈ(রের কর্তৃক প্রদত্ত একটি ভার এবং নিজের অথবা অন্যদের দ্বারা চাপানো পাপপূর্ণ কাজের ভারের মধ্যে পার্থক্যটি উপলব্ধি করা অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ বিষয়। (উদাহরণ অপব্যবহার)।

- একজন শিষ্যা যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে একই যোঁয়ালীর মধ্যে থাকেন (মথি ১১ ৩০)। যখন বোঝা প্রচণ্ড মনে হবে, তখন পাপের কারণে উদ্ভুত ভারগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য খ্রীষ্টের কাছ থেকে জ্ঞান এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে এবং যে ভারগুলো তিনি বহন করার জন্য সাহায্য করেন সেগুলো উত্তমরূপে বহন করার শক্তি(র জন্য প্রার্থনা ক(ন।

৩। একজন প্রকৃত শিষ্যা **যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন** (লূক ১৪ ২৭)।

ক) খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অর্থ হল তাঁর আদেশগুলো পালন করা। যে কোন ব্যক্তি(খ্রীষ্টকে প্রেম করেন, তিনি তাঁর শি(াগুলো পালন করবেন। যারা তাঁর আদেশগুলো পালন করেন, তারা তাঁর প্রেমের মধ্যে অবস্থিতি করেন (যোহন ১৪ ২৩(যোহন ১৫ ১০)।

খ) খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অর্থ হল তাঁর উদাহরণগুলো অনুকরণ করা। একজন প্রকৃত শিষ্যা অবিরত খ্রীষ্টের জীবন এবং শি(াগুলোর ওপর ধ্যান করেন। তিনি তাঁর উদাহরণের নিয়ম এবং নমুনা অনুসারে প্রতিদিন নিজেকে সংশোধন করার এবং পুনর্গঠন করার বিষয়ে অভ্যস্ত হন (ফিলিপীয় ২ ৪)।

গ) খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যের কাছে একজন ব্যক্তি(র নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা। আবার এটা পৌলের সমর্পণের মত যিনি বলেছিলেন, ''আমার প(জীবন খ্রীষ্ট'' (ফিলিপীয় ১ ২১)।

ঘ) খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর প্রতি বি(স্ত থাকা। একজন শিষ্যা খ্রীষ্টে তাঁর বি(াসে অবিচলিত থাকেন, তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি কখনও তাঁকে ত্যাগ করবেন না। এটা এমন একজন নন যিনি নামেমাত্র শু(করেন, কিন্তু তিনি এমন একজন ব্যক্তি(যিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করে পুরস্কার গ্রহণ করেন (ফিলিপীয় ৩ ১১-১৪(প্রকাশিত বাক্য ২ ১০)।

৪। একজন প্রকৃত শিষ্যা **তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকেন** (লূক ১৪ ৩৩(মার্ক ১০ ২১)।

ক) শিষ্যাগণ তাদের জীবনের মালিক নয়(তারা কেবল তাদের জীবনের ধনাধ্য((১ করি ৬ ১৯)।

খ) বৈথনিয়ার মরিয়ম যীশুর চরণে বহুমূল্য জটামাংসীর আতর মাখিয়ে দিয়েছিলেন — এটা তাঁর বহুমূল্য সম্পদ ছিল - যীশুর চরণে তিনি অভিষিক্ত(করেছিলেন (যোহন ১২ ৩)।

গ) ধনী যুবক শাসনকর্তার একটি বিষয় অভাব ছিল যীশুর প্রতি ভালবাসা অপে(া তার সম্পদের ওপর অধিক ভালবাসা ছিল। সেইজন্যে, সে তাঁকে অনুসরণ করেনি (মার্ক ১০ ২১-২২)।

৫। একজন প্রকৃত শিষ্যা **ঈ(রের বাক্য জানেন এবং বাক্যের মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করেন** (যোহন ৮ ৩১)।

ক) যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে তাঁর ওপর বিশ্বাস করেছিলেন কিন্তু পরে তারা চলেগেছিলেন (যোহন ৬ ৬)। যীশু ঘোষণা করেছিলেন যে একজন শিষ্যা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি(যিনি অবিরত তাঁর বাক্যের মধ্যে থাকেন। খ্রীষ্টের জন্য আমাদের প্রেমের একটি প্রকৃত পরী(া হচ্ছে তাঁর বাক্যের ওপর অবিরত বিশ্বাস করা এবং বাধ্যতা বৃদ্ধি করা।

খ) একটি নবজাত শিশু যেমন দুগ্ধের জন্য (ধার্ত হয়, ঠিক সেইভাবে একজন শিষ্যা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আকাঙি(ত হন (১ পিতর ২ ২)।

গ) একজন শিষ্যার বেঁচে থাকার জন্য — আত্মিকভাবে বৃদ্ধি করার জন্য এবং শয়তানকে পরাজিত করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করি (মথি ৪ ৪(যোহন ৬ ৩৫)।

ঘ) একজন শিষ্যা খ্রীষ্টের যোঁয়ালী তুলে নেন এবং তাঁর আদেশগুলো কীভাবে পালন করতে হবে এবং তাঁর বাক্যে প্রকাশিত তাঁর ইচ্ছা কীভাবে পূরণ করতে হবে সেই বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শেখেন (মথি ১১ ২৯-৩০)।

৬। একজন প্রকৃত শিষ্যা **একটি পবিত্র জীবন যাপন করার দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন** (১পিতর ১ ১৫)

ক) ঈশ্বর খ্রীষ্টের শিষ্য/শিষ্যাদের পবিত্র জীবন যাপনের উদ্দেশে আহ্বান করেছেন (১থিষলনীকীয় ৪ ৭)।

খ) আমাদের পরিত্রাণে আমরা খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্র হয়েছি এবং অবিরত পবিত্রীকৃত হওয়ার জন্য আহূত হই (১ করিন্থীয় ১ ২)।

গ) ''পবিত্র'' শব্দটির অর্থ হল আমাদের চারিদিকের অবিশ্বাসীদের জীবনধারা থেকে আমরা পৃথকীকৃত হয়েছি, এবং ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি নিয়োজিত হয়েছি। একজন শিষ্যাকে অবশ্যই যারা শিষ্যা নয় তাদের থেকে ভিন্ন হতে হবে(তিনি জীবন্ত পবিত্র ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত হয়েছিলেন।

ঘ) পবিত্রতা হচ্ছে ঈশ্বরের পরিত্রাণের একটি প্রমাণ এবং শিষ্যার জীবনের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ (১ যোহন ৩ ৬-৯)।

৭। একজন প্রকৃত শিষ্যা **অন্য শিষ্যাদের ভালবাসেন** (যোহন ১৩ ৩৪-৩৫)।

ক) প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম এমন একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্য ছিল যে একজন ঐতিহাসিক যখন তাদের বিষয় বর্ণনা করছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ''তারা পরস্পরকে জানার পূর্বেই তারা ভালবাসতেন।'' এটাই তাদের সা(্য ছিল যে তারা যীশু খ্রীষ্টের অনুসরণকারী ছিলেন।

খ) শিষ্য/শিষ্যারা পরস্পরকে ভালবাসতেন কারণ তারা যীশু খ্রীষ্টে এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রকাশিত ঈশ্বরের মহৎ প্রেমের বিষয়টী উপলব্ধি করেছিলেন।

গ) প্রত্যেক ব্যক্তি(যারা বিশ্বাস করেন যে যীশুই খ্রীষ্ট, তারা সকলেই ঈশ্বরের একটি সন্তানে পরিণত হন এবং প্রত্যেকে যারা পিতাকে ভালবাসেন তারা তাঁর সন্তানদেরও ভালবাসেন (১ যোহন ৫ ১)।

ঘ) ''প্রেম'' শব্দটির জন্য গ্রীক ভাষায় তিনটি শব্দ আছে — ''এরস্, ফিলো এবং আগাপে।'' ১ যোহনে ব্যবহৃত ''আগাপে'' শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বার্থহীন প্রেম। শিষ্যাদের পরস্পরকে ঈশ্বরের স্বার্থহীন প্রেমসহ ভালবাসতে হবে (১ যোহন ৩ ১৬-১৮)। এটা প্রকৃত সহভাগিতার প্রতি পরিচালিত করে, নিরাপত্তার একটি অনুভব উৎপন্ন করে।

৮। একজন প্রকৃত শিষ্যা **প্রচুর ফল বহন করেন** (যোহন ১৫ ৫)

ক) ঈশ্বর হচ্ছেন দ্রা(া উদ্যানের র(াকর্তা বা মালি, যীশু হচ্ছেন দ্রা(ালতা এবং শিষ্যারা হচ্ছেন ফলবহনকারী শাখা। যে শাখায় ফল ধরে না, তা কেটে ফেলে দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঈশ্বরের জন্য ফলবহন করার বিষয়টী হল খ্রীষ্টীয় শিষ্যত্বের প্রকৃত পরী(া (যোহন ১৫ ১-২,৬)।

খ) ''প্রচুর ফল বহন করার'' অর্থ হল উত্তম কার্য্যে ফলপ্রসূ হওয়া। সর্বদা প্রভুর কাজের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকা। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ধর্মান্তরিত হওয়া এবং আমাদের অনন্তকালীন পরিত্রাণ আমাদের কাজের ফল নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিনামূল্যের দান বা উপহার। যাইহোক, আমাদের নতুন জন্মের দ্বারা, ঈশ্বর আমাদের উত্তম কার্য্যসমূহের জন্য যীশু খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি করেছিলেন যা তিনি আমাদের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন (ইফিষীয় ২ ১০)।

গ) একজন শিষ্যা আত্মার ফলগুলো প্রকাশ করেন (গালাতীয় ৫ ২২-২৫)

ঘ) শিষ্যারা শিষ্যাদের বহন করেন — অন্যদের খ্রীষ্টের কাছে পরিচালিত করেন এবং তিনি যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, সেই সকল বিষয় পালন করতে শি(া দেন (মথি ২৮ ১৮-২০)।

উপসংহার

১। যীশু আমাদের তাঁর শিষ্যা হওয়ার জন্য আহ্বান করেন — শিষ্যা তৈরী করার জন্য আহ্বান করেন। দুঃখজনকভাবে, সমস্ত ''খ্রীষ্টানই'' শিষ্যা নন।

২। শিষ্যাগণ সুশৃঙ্খলাযুক্ত((এর অর্থ হচ্ছে বি(াসী সেই বিষয়টিই করেন যা তাঁর প্রভু চান, তিনি যা চান তা করেন না।

৩। একজন শিষ্যা জানেন যে তিনি একটি মূল্য দ্বারা ক্রী(ত হয়েছেন। অতএব তাঁর জীবন এখন আর তাঁর নিজের নয়, কিন্তু ঈ(রের।

৪। যীশু হচ্ছেন শিষ্যার প্রভু, অর্থাৎ, তাঁর জীবনের মালিক এবং অধিকারী।

আলোচ্য প্র(াবলী

১। এখন প্রকৃত শিষ্যা অন্য সমস্ত ভালবাসার উর্দ্ধে ঈ(রকে ভালবাসেন। একজন শিষ্যার জীবনে কোন্ বিষয়গুলো ঈ(রকে ভালবাসার থেকে অধিক ভালবাসতে প্রলোভিত করে?

২। অন্য লোকদের জন্য আপনি কি কি বিষয় করতে পারেন যা প্রকাশ করে যে আপনি অন্য লোকদের ভালবাসেন?

৩। কোন একজন ব্যক্তি(কে শিষ্যা করার দ্বারা আপনি কি এখন সক্রি(য়ভাবে ফলবহন করছেন? আপনি কি গত মাসের মধ্যে কোনও একজন ব্যক্তি(র কাছে সা(্য দিয়েছেন এবং খ্রীষ্টের জন্য তাদের জয় করেছেন? যদি না করেন, কেন করেন নি?

প্রার্থনা

প্রিয় পিতা, একজন খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যা হওয়ার জন্য আমাকে সাহায্য ক(ন, যাতে আমি তাঁকে সকলের থেকে অধিক ভালবাসতে পারি এবং তাঁকে মনে-প্রাণে অনুসরণ করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারি। আমি যেন তাঁর জন্য আমার সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে সর্বদা ইচ্ছুক হই, এমনকী আমার জীবনও ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকি এবং তোমার জন্য প্রচুর ফল বহন করতে তাঁর বাক্যের মধ্যে থাকি। আমেন।

টীকাসমূহ

৩ বৈথনিয়ার মরিয়ম এক উত্তম শিষ্যা

মূল পদ যোহন ১২ ৩

"তখন মরিয়ম অর্দ্ধসের বহুমূল্য জটামাংসীর আতর আনিয়া যীশুর চরণে মাখাইয়া দিলেন, এবং আপন কেশ দ্বারা তাঁহার চরণ মুছাইয়া দিলেন(তাহাতে আতরের সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ হইল।"

যে সকল শাস্ত্রাংশগুলোতে বৈথনিয়ার মরিয়মের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে লূক ১০ ৩৮-৪২(যোহন ১১ ১-৪৫(যোহন ১২ ১-৮।

যে সকল শাস্ত্রাংশগুলোতে নাম না করে বৈথনিয়ার মরিয়মের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে করা হয় মথি ২৬ ৬-১৩(মার্ক ১৪ ৩-৯ পদ।

কিভাবে একজন উত্তম শিষ্যা হওয়া যায় সাতটি উপায়ে বৈথনিয়ার মরিয়ম আমাদের তা দেখিয়েছেন

১। যীশুর সঙ্গে মরিয়মের ব্যক্তি(গতভাবে বন্ধুত্ব ছিল।

ক) মরিয়ম, তাঁর ভগ্নী মার্থা এবং ভ্রাতা লাসার যীশুকে তাদের ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন (লূক ১০ ৩৮-৩৯)।

খ) মরিয়মের যীশুর ওপর আস্থা ছিল। তিনি বি(্বাস করেছিলেন যে যীশু একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন যিনি তাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর সময় তিনি যে তাদের সাহায্য করবেন, সেই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন (যোহন ১১ ৩২)।

গ) মরিয়ম বি(্বাস করতেন যে যীশুর মহান (মতা ছিল, এমনকী তার ভাইয়ের মৃত্যু নিবারিত করার (মতাও তাঁর ছিল (যোহন ১১ ৩২)। একজন শিষ্যা হওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়টি হচ্ছে যীশুকে একটি ব্যক্তি(গত উপায়ে জানা। আমাদের পাপের জন্য আমাদের অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যীশুকে আমাদের জীবনে অভ্যর্থনা জানানো

প্রয়োজন। দ্বিতীয় অবশ্য পূরণীয় বিষয়টি হচ্ছে তাঁর ওপর আস্থা রাখা।

২। মরিয়ম যীশুর চরণে তাঁর স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

ক) মরিয়ম যীশুর চরণের কাছে বসে তিনি যা শি(া দিচ্ছিলেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। প্রকৃত শিষ্যা ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল অধ্যয়ন করেন, প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের নির্দেশে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন (লূক ১০ ৩৯)।

খ) মরিয়ম তাঁর ভাই লাসারের কবরে যখন যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তখন তিনি নত হয়ে যীশুর চরণে পতিত হয়েছিলেন। মরিয়ম বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বরের সমস্ত (মতা আছে এবং নম্রতার সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের সাহায্য চেয়েছিলেন। একজন শিষ্যা প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য যীশুর চরণের কাছে আসেন (যোহন ১১ ৩২)।

গ) মরিয়ম যীশুকে অভিষিক্ত(করেছিলেন এবং তাঁর কেশ দ্বারা যীশুর চরণ থেকে সুগন্ধি আতর মুছিয়ে দেওয়ার জন্য নতজানু হয়েছিলেন। শিষ্যা আরাধনা করেন (যোহন ১২ ৩)।

৩। মরিয়ম তাঁর দৈনন্দিন জীবন তাঁর বিশ্বাসের ওপর যাপন করেছিলেন।

ক) মরিয়ম একটি পরিবারের সদস্যা ছিলেন, তিনি দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও যীশুর জন্য জীবন যাপন করেছিলেন (লূক ১০ ৩৮-৪২)।

খ) যীশুর একজন প্রকৃত অনুগামী হওয়ার বিষয়টী তাঁকে তাঁর নিজের পরিবারের একজন সদস্যা কর্তৃক অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত(হওয়া থেকে বিরত করেনি (লূক ১০ ৩৮-৪০)।

গ) যীশুর একজন প্রকৃত অনুগামী হওয়ার বিষয়টি মরিয়মকে তাঁর জীবনের কষ্টগুলো থেকে সুর(ত করেনি (লাসারের গল্পটি দ্রষ্টব্য, যোহন ১১ ১-৪৪)।

ঘ) একজন শিষ্যা হওয়ার বিষয়টী তাকে জনগণের কঠোর সমালোচনা থেকে র(া করেনি (মথি ২৬ ৮-৯)(মার্ক ১৪ ৪,৫(যোহন ১২ ৪-৬)। *শিষ্যা নিজেকে অস্বীকার করেন এবং ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেন।*

৪। মরিয়ম তাঁর কাজের দ্বারা পরিচিত হয়েছিলেন।

ক) মরিয়ম যখন শুনেছিলেন যে যীশু তাঁকে ডাকছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে যীশু যেখানে ছিলেন সেখানে গেছিলেন। একজন শিষ্যা যখন তাঁর জন্য যীশুর সঙ্কল্প এবং ইচ্ছার কথা জানান, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা পালন করেন (যোহন ১১ ২৮-২৯)।

খ) মরিয়ম যীশুকে তাঁর সব থেকে উত্তম, এবং সব থেকে মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন। যীশু আমাদের জন্য এত কিছু করেছেন(তিনি আমাদের সব থেকে ভাল কাজ এবং উদ্যোগ লাভের যোগ্য (যোহন ১২ ৩)।

গ) প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত মূল্যবান সুগন্ধি তৈল যীশুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার বিষয়টী মরিয়মকে তাঁর নিজের থেকে অনেক উচ্চে যীশুর সেবায় নিজেকে নিবেদন করার এক নতুন স্তরের মধ্যে তুলে ধরেছিলেন। শিষ্যারা নিজেদের দান করেন। যীশুর উদ্দেশে প্রেম, আরাধনা এবং সেবায় পূর্ণ আমরা নিজেরা হলাম মূল্যবান সুগন্ধিস্বরূপ (যোহন ১২ ৩)।

৫। মরিয়ম তাঁর ফলপ্রসূ জীবন দ্বারা পরিচিত হয়েছিলেন।

ক) মরিয়মের বান্ধবীরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং তারা যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। যীশু যা করেছিলেন তারা যখন সেই বিষয়গুলো দেখেছিল, তখন তারা যীশুর বি(াসীতে পরিণত হয়েছিল। একজন শিষ্যা হলেন একজন আত্মা-জয়কারিণী (যোহন ১১ ৪৫)।

খ) মরিয়ম যখন যীশুর চরণে সুগন্ধি তৈল ঢেলে দিয়েছিলেন, তখন আতরের সুগন্ধে গৃহটি পরিপূর্ণ হয়েছিল (যোহন ১২ ৩)। একজন শিষ্যার জীবনধারা ঈ(রের পবিত্র আত্মার মধুর ফল দেখায় — প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, দয়া, মঙ্গলভাব, বি(স্ততা, দীর্ঘসহিষু(তা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বি(স্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন (গালাতীয় ৫ ২২-২৩)।

৬। তার প্রতি যীশুর সাড়াদানের দ্বারা মরিয়ম পরিচিত হয়েছিলেন।

ক) মরিয়মের ভগ্নী মার্থা যখন মরিয়মের সমালোচনা করেছিলেন, যীশু মরিয়মকে সমর্থন করেছিলেন (লূক ১০ ৪২)।

খ) লাসারের মৃত্যুর পর যীশু যখন বৈথনিয়ায় পৌঁছেছিলেন, তিনি মরিয়মকে দেখতে চেয়েছিলেন (যোহন ১১ ২৮)।

গ) মরিয়মের দুঃখ দেখে যীশু তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন। তিনি মরিয়মের সঙ্গে ক্র(ন্দন করেছিলেন (যোহন ১১ ৩৩,৩৫)।

ঘ) লাসারের মৃত্যুতে মরিয়ম এবং তার পরিবার যখন মানসিক কষ্টে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, তখন যীশু লাসারকে জীবিত করে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন (যোহন ১১ ৩৮-৪৪)।

ঙ) যীশুর চরণে এত মূল্যবান সুগন্ধি তৈল ঢেলে দেওয়ার জন্য মরিয়ম যখন সমালোচিত হয়েছিলেন, তখন যীশু তার প(সমর্থন করেছিলেন (যোহন ১২ ৭-৮)।

চ) মরিয়ম এবং তার বোন মার্থা যখন যীশুর জন্য তাদের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছিলেন (লূক ১০ ৩৮-৩৯)।

- যীশু অনুগ্রহপূর্ণ ভাবে আমাদের উপহারগুলো গ্রহণ করেন (যোহন ১২ ২)।
- যীশু আমাদের সেবা কাজের উপহার গ্রহণ করেন এবং তাঁর উপস্থিতির দ্বারা তিনি আমাদের ধন্যবাদ দেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করেন (মার্ক ১৪ ৮(যোহন ১২ ২)।
- যীশু তাঁর শিষ্যাদের সঙ্গ লাভের চেষ্টা করেন (যোহন ১১ ২৮)।
- যারা তাঁকে ভালবাসে যীশু তাদের সঙ্গে সহভাগিতা করতে চান (লূক ১০ ৩৮)।

৭। মরিয়ম তাঁর জীবনে যীশুর বি(শ্বস্ততা দ্বারা পরিচিত হয়েছিলেন।

ক) মরিয়মের আরাধনার কাজটিকে ভুল বোঝা হয়েছিল এবং তাঁকে কঠোরভাবে দোষারোপ করা হয়েছিল। যা যা ঘটেছিল যীশু সেই সকল বিষয় দেখেছিলেন এবং তার প(সমর্থন করেছিলেন (মার্ক ১৪ ৪-৯)।

খ) মরিয়মের সম্মানিত হওয়ার বিষয় যীশুর কথাগুলো সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। পবিত্র আত্মা মথি এবং মার্ক উভয়কেই তাদের সুসমাচারে মরিয়মের গল্পটি এবং তাঁর সম্পর্কে যীশুর ভবিষ্যৎবাণীর বিষয়টী অন্তর্ভুক্ত(করার বিষয় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যতজন বাইবেল পাঠ করেন তারা সকলে মরিয়ম যা করেছিলেন এবং তাঁর কাজের প্রতি যীশুর সম্মতির বিষয়টী সম্পর্কে অবগত হন (মথি ২৬ ১৩(মার্ক ১৪ ৯)। যীশুর আমাদের উদ্ধারের বিষয়টী অথবা আমাদের কাজের জন্য পুরস্কারের বিষয়টী শীঘ্রই না আসতে পারে। স্বর্গে না যাওয়া পর্য্যন্ত এটা বিলম্বিত হতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের সাহায্য করবেন এবং সম্মানিত করবেন (মথি ১৯ ২৯)।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। একজন উত্তম শিষ্যা হওয়ার জন্য সমস্ত পাপের বিষয়ে অনুতাপ করা এবং যীশুর সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা প্রয়োজনীয় কেন? যীশুর সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের মধ্যে চলার দ্বারা আমি তাঁর সম্পর্কে কি কি বিষয় শিখতে পারি?

২। বৈথনিয়ার মরিয়ম প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে তাঁর বিশ্বাসে জীবনযাপন করেছিলেন। আমার জীবনে কি এমন পরিস্থিতি আছে যা আমি আমার প্রচেষ্টিত নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি লাভের দ্বারা এবং সেই বিষয়গুলো সম্পূর্ণরূপে যীশুর কাছে সমর্পণ করার দ্বারা আমি উন্নতি লাভ করতে পারি?

৩। নির্দিষ্ট কি কি পদক্ষেপ আমি গ্রহণ করতে পারি যা আমার চারিদিকের লোকদের দেখতে সাহায্য করবে যে আমি যীশুর একজন শিষ্যা?

প্রার্থনা

স্বর্গীয় পিতা, আমার প্রিয় প্রভু যীশু এখন ব্যক্তিরূপে এখানে নেই, যাতে আমি তাঁকে মরিয়মের মত এমন কিছু উপহার দিতে পারি যার ঘ্রাণ আমরা গ্রহণ করতে পারি অথবা স্পর্শ করতে পারি। তাঁর শিষ্যা হিসাবে আমি আমার জীবন কীভাবে আরও ভাল নম্রতা এবং ফলপ্রসূতা দেখাতে পারি, সেই বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দাও। আমার চারপাশে যারা আছেন তারা যেন আমার মধ্যে তাঁর উপস্থিতির প্রতিফলন দেখতে পান, সেই জন্য কীভাবে আমার জীবনযাপন করা উচিৎ তা আমাকে দেখাও। আমেন।

টীকাসমূহ

৪ একজন শিষ্যার জীবনধারা

মূল পদ যোহন ১৫ ৫

"আমি দ্রা(ালতা, তোমরা শাখা...।"

ভূমিকা

১। প্রতিটি গাছ তার ফলের দ্বারা চেনা যায়। একজন শিষ্যা যদি প্রকৃত দ্রা(ালতা, যীশুর শাখা হন, তাহলে আমরা কীভাবে জীবন যাপন করি তার মধ্যে দিয়েই এটা দেখা যাবে।

২। জগতের প্রচলিত রীতি এবং মূল্যবোধগুলো আরোপিত করার বিষয় আমরা সর্বদা প্রলোভিত হই। মহিলারা জগতের মহিলাদের মত হওয়ার জন্য তাদের পোষাক, কেশবিন্যাস, জুতো এবং অলঙ্কারগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। আমরা তাদের মত কথা বলা এবং কাজ করার বিষয়ে প্রলোভিত হতে পারি। কিন্তু আমরা যারা খ্রীষ্টের শিষ্যা, তাদের কাছে সেই ধরণের একটি জীবনধারা প্রত্যাশা করা হয়, যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

৩। আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন যাত্রায় আমরা ক ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছি — এই বিষয়টি প্রকাশ করতে পারে এমন কতগুলো প্র্ দৈনিক ভিত্তিতে নিয়মিত আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করার জন্য সময় গ্রহণ করার বিষয়টি ভাল অভ্যাস। একজন খ্রীষ্টীয় শিষ্যার জীবনধারার বিষয়টী চারটি শিরোনামের অধীনে বোঝা যায়।

(১) শিষ্যা এবং পরিত্রাণ

১। বাইবেল বলে, "...সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী (ফিলিপীয় ২ ১২-১৩)। **সেইজন্যে,**

ক) কেবল ঈশ্বরে আস্থা রাখুন। পরিত্রাণের জন্য কেবল ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখুন। পরিত্রাণ লাভের জন্য আরোগ্য, বাপ্তিস্ম, মানবিক কাজ অথবা মানবিক

কোন উদ্যোগের ওপর বি(াস করবেন না (প্রেরিত ৪ ১২(ইফিষীয় ২ ৮,৯)।

খ) **খ্রীষ্টকে আপনার জীবনের প্রভু ক(ন।** খ্রীষ্ট সত্য সত্যই আমাদের জীবনের প্রভু হওয়া উচিৎ। আমাদের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ঈ(রের কাছে সমর্পণ করা উচিৎ (লূক ৯ ২৩(লূক ১৪ ২৬)।

২। দৈনিক ভিত্তিতে আমরা কীভাবে জীবনযাপন করছি তার মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ দেখতে পাওয়া উচিৎ। **সেইজন্যে,**

ক) **আপনার সময় বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার ক(ন।** আমরা কীভাবে আমাদের সময় ব্যবহার করছি এবং আমাদের প্রাধান্যগুলো স্থির করছি তার মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা প্রতিফলিত হওয়া উচিৎ (ইফিষীয় ৫ ১৫-১৬)। আমাদের জাগতিক আমোদ-প্রমোদ গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিৎ নয়(পরিবর্তে ঈ(রের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করতে আমাদের সময় ব্যবহার করা উচিৎ (মথি ৬ ৩৩)।

খ) **পবিত্র হন।** ঈ(র আমাদের জন্য যে মানদণ্ড স্থির করেছেন তা হল পবিত্র হওয়া (১ পিতর ১ ১৫-১৭)।

- অন্যদের জীবন স্পর্শ করার জন্য যত(ণ না তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবেন, তত(ণ আমাদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া উচিৎ (প্রেরিত ১৩ ৫২)।
- আমাদের প্রতিদিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে হবে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে (ইফিষীয় ৫ ১৮)।
- আমাদের সমস্ত আচরণের মধ্যে এবং আমাদের প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের পবিত্র হওয়া উচিৎ (১ পিতর ১ ১৩)।
- আমাদের পবিত্র আত্মায় চলতে হবে যাতে আমরা মাংসিক অভিলাষ চরিতার্থ না করতে পারি (গালাতীয় ৫ ১৬-২৬)।

গ) **খ্রীষ্ট যীশুর মত একই মানসিকতা থাকা।**

আমাদের মন খ্রীষ্টের মনের মত হওয়া উচিৎ (ফিলিপীয় ২ ৫)।

- শুদ্ধ চিন্তাগুলো সহ আমাদের উচিৎ তাঁকে সন্তুষ্ট করা (ফিলি ৪ ৮-৯),
- আমাদের পাপকে ঘৃণা করা উচিৎ (গীত ১১৯ ১০৪)

- আমাদের একটি স্বচ্ছ সংবেদনশীলতাসহ জীবনযাপন করা উচিৎ, আমাদের এটা জানতে হবে যে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বর বা অন্য কারও বি(দ্ধে অন্যায় করিনি (প্রেরিত ২৪ ১৬)।
- কষ্টের সময়েও আমাদের মধ্যে ধৈর্য্য এবং আনন্দ থাকা উচিৎ (যাকোব ১ ২-৩, ১২)।

(২) শিষ্যা এবং তাঁর প্রভু

১) ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক র(ার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করতে হবে। **সেইজন্যে,**

ক। একজন প্রার্থনাশীল মহিলা হন। শিষ্যাকে প্রাত্যহিক ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করা প্রয়োজন (যাকোব ৫ ১৬)।

খ) অবিরত প্রার্থনা ক(ন। আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের সংযোগ থাকা উচিৎ (১ থিষলনীকীয় ৫ ১৭)।

গ) শুদ্ধ হৃদয়ে প্রার্থনা ক(ন। আমাদের প্রার্থনা আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন (মথি ৬ ৫-৭)।

ঘ) একটি উদ্দেশ্যসহ প্রার্থনা ক(ন। আমাদের সমুদয় লোকদের জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ, বিশেষ করে সকলের পরিত্রাণের জন্য (১ তীমথিয় ২ ১-৪)।

২) শিষ্যদের তাঁর বাক্যের, বাইবেলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে সময় অতিবাহিত করার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করা প্রযোজন। **সেইজন্যে,**

ক। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ক(ন (প্রকাশিত বাক্য ১ ৩)। ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে আমাদের জন্য জীবনদানকারী খাদ্য (লূক ৪ ৪)।

খ। ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন ক(ন (২ তীমথিয় ২ ১৫)। এটা আমাদের অন্যদের ঈশ্বরের বাক্য শি(া দিতে স(ম করবে (২ তীম ২ ২)।

গ। ঈশ্বরের বাক্যের ওপর ধ্যান করা (গীত ১ ২)। আমরা যখন বাক্যের ওপর সময় অতিবাহিত করি, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করি এবং এর ওপর ধ্যান করি, তখন ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেন (রোমীয় ১০ ১৭)।

ঘ। ঈশ্বরের বাক্য মুখস্থ ক(ন (গীত ১১৯ ১১)। আমাদের অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য গোপন করে রাখার বিষয়টি আমাদের পাপ থেকে দূরে রাখে।

ঙ। **ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত ক(ন** (মথি ৪ ১-১১)। ঈশ্বরের বাক্যের (মতা এবং কর্তৃত্বের বিষয়টিকে আমরা যে বিশ্বাস করি তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আমাদের ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করার বিষয়ে খ্রীষ্টের উদাহরণ অনুসরণ করা উচিৎ (''লিখিত আছে'')।

চ। **ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হন** (যাকোব ১ ২২)। সমস্ত শাস্ত্রীয় বাক্য ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং রচয়িতার মত সিদ্ধ এবং যতজন এই বাক্যে বিশ্বাস করেন এবং ইহা পালন করেন তাদের সকলের (ে ত্রে ইহা লাভজনক বিষয় (২ তীমথিয় ৩ ২৬)।

৩। **শিষ্যা এবং অন্যরা**

১) শিষ্যাদের সমস্ত লোকদের জন্য ঈশ্বরের প্রেমের বিষয়টিকে ব্যবহারিকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন (মার্ক ১২ ২৯-৩১)।**সেইজন্যে,**

ক। **আপনার সহ বিশ্বাসীদের প্রতি আপনার ভালবাসা দেখান।** খ্রীষ্ট যেমন আপনাকে ভালবাসেন তদ্রুপ আপনি পরস্পরকে ভালবাসুন। এইভাবে অন্যরা জানবে যে আপনি একজন প্রকৃত শিষ্যা (যোহন ১৩ ৩৪-৩৫)।

খ। **আপনার প্রতিবাসীদের প্রতি আপনার ভালবাসা দেখান।** আমরা যখন আমাদের প্রতিবাসীদের প্রতি দয়াশীল হই, এটা তাদের গড়ে তোলে(তারা ল(্য করেন যে আমরা জগতের অন্যদের মত নই (রোমীয় ১৫ ২)।

গ। **অপরিচিত ব্যক্তি(দের প্রতি ভালবাসা দেখান।** এমন কি অপরিচিত ব্যক্তি(দের প্রতিও খ্রীষ্টানদের ভালবাসা দেখানো উচিৎ, কারণ আমরা নিজেরা খ্রীষ্টের দ্বারা গ্রাহ্য হওয়া উপচয় থেকে ভালবাসার সহভাগিতা করছি (২ বিবরণ ১০ ১৯)।

ঘ। **এমনকী আপনার শত্রুদের প্রতিও ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন ক(ন।** খ্রীষ্টানদের সেই সমস্ত লোকদেরও ভালবাসতে হবে এবং (মা করতে হবে যারা তাদের ওপর শারীরিকভাবে অত্যাচার করে (লূক ৬ ২৭-৩১(মথি ৫ ৪৪, রোমীয় ১২ ১৯-২১)।

২) শিষ্যাদের অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহভাগিতা করা প্রয়োজন (ইব্রীয় ১০ ২৫)। **সেইজন্যে,**

ক) **মণ্ডলীতে নিয়মিত যোগদান ক(ন।** বাইবেলে আমাদের একত্রে মিলিত হওয়ার বিষয়টীকে ত্যাগ না করার বিষয় বলা হয়েছে (ইব্রীয় ১০ ২৫)

খ) **আপনার বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের দলে যোগদান করার বিষয়ে বি(স্ত হন।** উম্যেন ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্কের একটি অংশ হচ্ছে পারস্পরিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে অন্য মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা (তীত ২ ৩-৫)।

গ) **আতিথ্য দানের বিষয় অনুশীলন ক(ন,** অন্য খ্রীষ্টানদের সহভাগিতার জন্য আপনার ঘরে আমন্ত্রণ ক(ন (১ পিতর ৪ ৮-৯)।

৩। শিষ্যাদের তাদের সম্পর্কগুলোর মধ্যে খ্রীষ্টের মত আচরণগুলো দেখানো প্রয়োজন। **সেইজন্যে**

ক) **এমন একজন ব্যক্তি(হন যাতে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারেন।** আমাদের আনন্দপূর্ণ, সুখী ব্যক্তি(হওয়া উচিৎ (ফিলি ৪ ৪-৫)। এটা আমাদের ঘরে শান্তি এবং সুখ আনবে কারণ আমাদের পরিবার আমাদের সঙ্গে এর ফলে সহজে বাস করতে পারবে (ইফিষীয় ৪ ৩১-৩২)।

খ) **একটি (মাশীল হৃদয় থাকা দরকার।** যারা আমাদের বি(দ্ধে অন্যায় করেছেন তাদেরকে আমাদের অবাধে (মা করা উচিৎ (লূক ১৭ ৩-৪(মথি ৬ ১৪-১৫)।

গ) **তিক্ত(তা ও বাদানুবাদ বিষয়গুলি এড়িয়ে চলুন।** তিক্ত(তা হচ্ছে আমাদের বি(দ্ধে যা কিছু অন্যায় করা হয়েছে সেই সকল বিষয় ধ্যান করা (যাকোব ৩ ১৪-১৮(ইব্রীয় ১২ ১৫)।

ঘ) **একজন পরিচারিকার মনোভাব রাখুন।** আমাদের খ্রীষ্টের মত একজন নত নম্র পরিচারিকা হওয়া উচিৎ (মথি ২০ ২৬-২৮(ফিলি ২ ৫-৮), অন্যদের প্রতি আমাদের নিজস্ব সেবা কাজের মাধ্যমে যীশুর প্রেম প্রদর্শন করা উচিৎ।

৪। শিষ্যা হওয়া এবং অপরকে শিষ্যা করা

১। শিষ্যাদের উচিৎ নিয়ত অপরকে সুসমাচার দেওয়া ও যীশুকে গ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া। **সেই কারণে,**

ক) **এমন বি(াসী হন যেন অপরের কাছে সা(J দিতে পারেন** —আমাদের

নিজেদের পরিত্রাণের সা(্য অপরের কাছে বলতে হবে এবং পবিত্র জীবনযাপনের দ্বারা তা প্রমাণ করতে হবে (মথি ৫ ১৬)

খ) **আপনার বি(্বাসকে অপরের কাছে তুলে ধ(ন।** আপনি যাই হন না বা যে দেশেরই লোক হন না কেন, সর্বদা অপরের কাছে নিজের বি(্বাসকে তুলে ধরতে ভুলবেন না (প্রেরিত ১ ৮)।

২। শিষ্যাদের অপরকে শিষ্যা করার মাধ্যমে বৃদ্ধি পেতে হবে। **সেই কারণে,**

ক) **একজন ফলপ্রসূ শিষ্যা হন।** আমাদের এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে যাতে অন্যরা আমাদের উদাহরণকে অনুসরণ করেন (১ করিন্থীয় ১১ ১)।

খ) **শিষ্যা তৈরী করার জন্য খ্রীষ্টের আদেশগুলোর বাধ্য হন।** আমাদের প্রধান কাজ হলো ঐ মহান আদেশ সম্পূর্ণ করা (মথি ২৮ ১৮-২০)।

৩। একজন শিষ্যা হিসাবে অপরের কাছ থেকে শি(া গ্রহণ করা ও সংশোধত হওয়ারও প্রয়োজন আছে (হিতোপদেশ ১৮ ১৫)। **সেই কারণে,**

ক) **তাই শি(া গ্রহণ করার মনোভাব রাখুন।** সংশোধন এবং শি(া গ্রহণের দ্বারাই মণ্ডলী শক্তি(শালী হয় ও ঈ(্বরীয় ধমক বা বকুনি আমাদের কাছে ঈ(্বরের দয়া (গীত ১৪১ ৫)।

খ) **অপরকে সংশোধন করার সময় মৃদুভাব থাকা দরকার।** সংশোধন করার সময় আমাদের রাগ করা বা ধৈর্য্য হারানো উচিৎ নয়, বরং মৃদুতায় করা উচিৎ (গালা ৬ ১)।

গ) **কেউ যখন আপনাকে সংশোধন করে তখন তা গ্রহণ ক(ন।** সংশোধন নেবার সময় কেউ যদি রেগে যায় তাহলে সেই শিষ্যাকে মনে রাখতে হবে যে তার হৃদয়ে অহঙ্কার আছে, এর দ্বারা সে পাপ করে (হিতোপদেশ ৮ ১৩)।

৪। উত্তম শিষ্যাগণ অপে(াকৃত অধিক গভীর খ্রীষ্টীয় জীবনের মধ্যে চলতে থাকা বৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য প্রেমের বন্ধনের মধ্যে একত্রে যুক্ত(থাকেন। **সেইজন্যে**

ক) **বৃদ্ধি লাভ ক(ন।** খ্রীষ্টানদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মত দুগ্ধপান ত্যাগ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং তাদের পরিপক্কতার প্রতি চালিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে (ইব্রীয় ৫ ১২-১৪)।

খ) **বৃদ্ধির জন্য আপনার অভ্যাসগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক(ন।** শিষ্যরা যখন নিজেদেরকে অধ্যয়ন, শি(াদান এবং সহভাগিতার মধ্যে নিয়োজিত করেন তখন এই বৃদ্ধি আসে (প্রেরিত ২ ৪২)।

গ) **বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের দলের মধ্যে সত্রি(য় হন।** প্রত্যেক শিষ্যার উপযুক্ত(বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পরামর্শের প্রয়োজন (১ পিতর ৫ ১-৫)। প্রার্থনা, বাইবেল অধ্যয়ন, সেবা, বর্হিপ্রচার অথবা মিশন কাজের জন্য একটি ছোট দলে অংশ গ্রহণ করার বিষয়টী একজন খ্রীষ্টানকে দায়বদ্ধ হতে সাহায্য করবে।

ঘ) চলতে থাকা শিষ্যত্বের উদ্দেশে আপনার জীবন উৎসর্গ ক(ন। যীশু প্রার্থনা করেছিলেন যে মণ্ডলী তাঁর সঙ্গে এবং পিতার সঙ্গে এক হবে। আমরা যখন উৎসর্গীকৃত শিষ্যত্বের মাধ্যমে খ্রীষ্টে পরিপক্কতার উদ্দেশে বৃদ্ধির জন্য এক সঙ্গে কাজ করি তখন আমরা এক হয়ে যাই (যোহন ১৭ ২১)।

উপসংহার

বাইবেল আমাদের বলে যে মানুষ বাহ্যিক চেহারা দেখে কিন্তু ঈশ্বর অন্তর দেখেন (১ শমূ ১৬ ৭)। আমরা প্রকৃতভাবে যা তিনি তাই দেখেন। আমরা লম্বা না বেঁটে, কালো না ফর্সা, সুদর্শন না সাধারণ সেটা ঈশ্বরের কাছে কোন বিষয় নয়। ঈশ্বরের কাছে বিবেচ্য বিষয়টী হল আমাদের হৃদয়ের অবস্থা। আমরা যখন প্রার্থনা সহকারে আমাদের হৃদয় পরী(া করি এবং ঈশ্বর কীভাবে আমাদের হৃদয়কে দেখেন এবং আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করছি কিনা সে বিষয়গুলো আমাদের জানানোর জন্য আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করি, তখন আমাদের হৃদয়ের এই অবস্থা প্রকাশিত হয়।

প্রার্থনা

হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমি তোমার বাক্যের প্রতি এবং তোমার পবিত্র আত্মার বাধ্যতার মধ্যে চলছি কিনা সেই বিষয়টী আমি যখন প্রার্থনা সহকারে বিবেচনা করি, তখন আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত জায়গাগুলো আমার কাছে প্রকাশ করার বিষয় যাচ্ঞা করে, যে জায়গাগুলোতে আমার বৃদ্ধি লাভ করা প্রয়োজন। আমাকে আমার পাপ দেখিয়ে দাও, আমি যখন অনুতাপ করি, তুমি শ্রবণ কর, এবং আমাকে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি কর। আমেন।

আত্মিক বর্ণনামূলক তালিকা

একটি নিস্তব্ধ নির্জন স্থান খুঁজে নিন এবং বাইবেল খুলে নিম্নলিখিত অংশগুলো পাঠ ক(ন এবং এর সঙ্গে যুক্ত(প্র(গুলোর উত্তর দিন। খোপের মধ্যে 'হাঁ' অথবা 'না' উত্তরে টিক্ চিহ্(দিন।

১। আমি আমার পরিত্রাণের জন্য কেবল খ্রীষ্টেই আস্থা রাখি (যোহন ৩ ১৬, ইফি ২ ৮-৯)

২। খ্রীষ্ট কি আমার প্রভু? (লূক ৯ ২৩(লূক ১৪ ২৬)

৩। আমার প্রাধান্যগুলো কি ঈ(রকে সন্তুষ্ট করে? (মথি৬ ৩৩)

৪। আমি কি পবিত্র আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং চালিত হই? (গালা ৫ ১৬-২৬, ইফি ৫ ১৮)।

৫। ঈ(র কি আমার চিন্তার জীবন দ্বারা সন্তুষ্ট? (ফিলি ৪ ৮-৯)

৬। আমি কি সত্যিই পাপকে ঘৃণা করি? (গীত ১১৯ ১০৪)

৭। আমার কি একটি বিঘ্নহীন সংবেদ আছে? (প্রেরিত২৪ ১৬)

৮। আমি কি ধৈর্য্য এবং অনন্দ সহকারে সমস্ত কষ্ট সহ্য করি (যাকোব ১ ১২)

৯। ঈ(র কি আমার প্রার্থনার জীবনে সন্তুষ্ট
(ফিলি৪ ৬(১তীম২ ১-৪)

১০। আমি কি ঈ(রের বাক্য মুখস্থ, অধ্যয়ন এবং পালন করি? (২ তীম ২ ২, ২ ১৫, ৩ ১৬)

১১। খ্রীষ্ট যেভাবে আমাকে প্রেম করেছেন, আমিও কি ঈ(রকে এবং আমার প্রতিবাসীকে সেইভাবে প্রেম করছি? (লূক ১০ ২৭, যোহন ১৩ ৩৪)

১২। খ্রীষ্টীয় বি(াসীদের মণ্ডলীর সঙ্গে আমার কি নিয়মিত সহভাগিতা আছে? (ইব্রীয় ১০ ২৫)

১৩। আমি কি একজন সুখী ব্যক্তি(, অর্থাৎ আমার সঙ্গে কি সহজেই বাস করা যায়? (ইফি ৪ ৩১-৩২)

১৪। আমার কি একটি (মাশীল হৃদয় আছে, যা অবাধে (মা গ্রহণ করতে পারে এবং দান করতে পারে? (মথি ৬ ১৪-৫)।

১৫। আমি কোন বিষয়ে তিক্ত(? (ইব্রীয় ১২ ১৫)।

১৬। আমার কি একটি পরিচারকের মত মনোভাব আছে? (মথি ২০ ২৮)

১৭। আমি কি আমার জীবনে খ্রীষ্টের বিষয়ে সা(্য দিই? (প্রেরিত১ ৮)

১৮। আমি কি শিষ্যা তৈরী করি? (মথি ২৮ ১৮-২০)

১৯। আমি কি শি(া গ্রহণে আগ্রহী? (হিতোপদেশ ১৮ ১৫)

২০। আমি কি কোন একজন ব্যক্তি(র দ্বারা নিয়মিত ভিত্তিতে শিষ্যা হয়েছি অথবা পরামর্শ গ্রহণ করি? (১ পিতর ১ ৫)

আপনি যদি ঈ(রের বাক্যের আলোকে সততার সঙ্গে এই প্র(গুলোর উত্তর না দেন, তবে এই বর্ণনামূলক তালিকাটি খুব কমই কার্য্যসিদ্ধি করতে পারে। যদি শাস্ত্রাংশগুলো এবং এর সঙ্গে যুক্ত(প্র(গুলো আপনার কাছে কোন একটি দিক নির্দেশ করে যে(ত্রে আপনি আপনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার বিষয়ে দুর্বল অথবা যে বিষয়ে আপনার মধ্যে পাপ আছে, তবে একটি পৃথক কাগজে যে বিষয়ে আপনার উন্নতি করা প্রয়োজন আছে সেই বিষয়টি লিখুন এবং আরেকটি কাগজে যে পাপের বিষয় আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং (মা লাভ করতে হবে সেই বিষয়টি লিখুন। প্রার্থনার সময়ের পর পাপগুলো স্বীকার ক(ন, অনুতাপ ক(ন এবং আপনার জীবনকে আবার খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ ক(ন! তারপর কাগজ বরাবর ১ যোহন ১ ৯ পদটি লিখুন, তাঁর (মা এবং এই পাপগুলোর ওপর আপনার বিজয় দাবি ক(ন। অবশেষে, আপনি যে ঈ(রের কাছ থেকে (মা পেয়েছেন, তার প্রতীক

স্বরূপ কাগজটি ছিঁড়ে ফেলুন। যে দিকগুলোতে আপনার নির্দিষ্ট পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, সেই দিকগুলোর জন্য কীভাবে আপনি সাহসের সঙ্গে এবং নির্ভীকভাবে পদ(প গ্রহণ করবেন তা জানার জন্য ঈ(রের কাছে জ্ঞান যাচ্ঞা ক(ন (যাকোব ১ ৫)। তারপর, আপনার চারদিকে যারা আছেন, তাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তাদের শিষ্যা করার জন্য প্রত্যেকটি সুযোগের সৎ ব্যবহার ক(ন।

টীকাসমূহ

৫

খ্রীষ্টে থাকা

পবিত্র জীবনযাপনের ওপর একটি বিষয়গত পাঠ

মূল পদ ২ করিন্থীয় ৫ ১৭

''ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল(পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।''

শাস্ত্রাংশ সমূহ কলসীয় ২ ৯-১২(রোমীয় ৮ ১-১১

প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ১ বড় কাঁচের পাত্র, ১ ছোট গ্লাস, কয়েকটা পাথরের টুকরো (বড়, ছোট এবং গ্লাসে রাখার উপযুক্ত( ), অল্প কিছুটা বালি এবং ধূলো।

বিন্যাস একটা গ্লাস ভর্তি হওয়ার মত জল।

পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা(খ্রীষ্টকে ছাড়া একটি পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টার ব্যর্থতা (ইফিষীয় ৫ ১৮)

১। আমি আত্মার পূর্ণতার বিষয় শুনেছিলাম এবং পাঠ করেছিলাম এবং এর জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিলাম। আমি আমার সকালের অনুধ্যান করেছি **(গ্লাসটা পূর্ণ করার জন্য জলের মধ্যে ডুবান)**। কিন্তু দুপুরে আমি অনুভব করেছিলাম যে আমি আত্মায় ''অর্দ্ধেক পূর্ণ''। **(জল চলকে ফেলে দেওয়ার জন্য গ্লাসটা ঝাঁকান)** আমি আরও অধিকভাবে শূন্য হয়েছিলাম। **(অবিরত গ্লাস থেকে জল চলকে ফেলতে হবে।)**

২। আমি ইফিষীয় ১ অধ্যায় পাঠ করেছি যেখানে খ্রীষ্টে থাকার বিষয় কথা বলা হয়েছে **(বড় কাঁচের পাত্রটার মধ্যে গ্লাসটা ডুবান। এখন গ্লাসটাকে পূর্ণ করবেন এবং গ্লাসটা জলের মধ্যে ডুবে থাকবে।)**

খ্রীষ্টে থাকা পূর্ণতা, সুর(া(খ্রীষ্টীয় জীবনের চরিত্র

(গালাতীয় ২ ২০)

এখন জল গ-াসটাকে পূর্ণ করবে এবং গ-াসটি জলের মধ্যে থাকবে। **(এখন একজনকে এসে জল স্পর্শ না করে গ-াসটাকে স্পর্শ করতে বলুন।)** আমরা যখন খ্রীষ্টে থাকি, তখন শয়তানের আমাদের কাছে প্রবেশ করার কোন পথ থাকে না। **(ঐ ব্যক্তি(কে গ-াসটাকে তুলে ধরতে বলুন** খ্রীষ্টে থাকা পূর্ণতা, সুর(া(খ্রীষ্টীয় জীবনের চরিত্র এটা পূর্ণ আছে।

পাপ পবিত্র আত্মাকে স্থানান্তরিত করে(গ-াসটা উপচিয়ে পড়ছে, কিন্তু কেবল জল দ্বারাই পূর্ণ হচ্ছে না

(ইব্রীয় ১২ ১)

৩। গ-াসটাকে বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে ভর্তি ক(ন (যা দৃশ্যমান, ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে পাপগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে), আপনি যখন গ-াসটাকে জল থেকে বাইরে আনবেন, রোমীয় ৫ ৬-৮ পদ দ্রষ্টব্য) জিজ্ঞাসা ক(ন গ-াসটা কি পূর্ণ? হাঁ, এটা জলে ভর্তি, কিন্তু না, কারণ পাথরের টুকরোগুলো অনেকটা জল সরিয়ে দিয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক এমনভাবে জীবন যাপন করে যেখানে পাপ (পাথরের টুকরোগুলো তাদেরকে আত্মায় পূর্ণ হতে দেয় না। (গ-াসের মধ্যে আরও কিছু সংখ্যক পাথরের ছোট টুকরো যোগ ক(ন।) কিছু পাপ ছোট, গোপন অজানা পাপ যা অন্যরা দেখতে পায় না (১ যোহন ১ ৮, ১০(লূক ১১ ২৪-২৬)। (কয়েকটি সুন্দর কাঁচের গুলি যোগ ক(ন। কিছু সংখ্যক পাপ আছে ''সুন্দর পাপ,'' কিছু অভ্যাস আমরা উপভোগ করি, যার থেকে আমরা মুক্ত(হতে চাই না (১ করি ৯ ১২)। কিছু পাপ আছে যা ''বিঘ্নজনক পাপ।'' এই বিষয়গুলো টাকা, সময়, অথবা আমোদ-প্রমোদের মত ভাল বিষয় হতে পারে। কিন্তু আমরা যতি এই বিষয়গুলোকে অতিরিক্ত(ভালবাসি এবং যথাযথভাবে ব্যবহার না করি, তারা ধীরে ধীরে আমাদের অবনমিত করবে (ইব্রীয় ১২ ১-২)। আপনার হৃদয়ে

এমন কি আছে যা পবিত্র আত্মার স্থান গ্রহণ করে? আপনি কিসের দ্বারা পূর্ণ পাপ (পাথরের টুকরো) অথবা খ্রীষ্ট? জল কানায় কানায় পূর্ণ হতে পারে, তথাপি গ্লাসটি অর্দ্ধেক পূর্ণ হতে পারে কারণ সেখানে পাথরের টুকরো আছে।

যাকোব ২ ১০

১ যোহন ১ ৯

৪। **(পাথরগুলো সরিয়ে দিন এবং গ্লাসটা পুনরায় ভর্তি ক(ন। জলের মধ্যে অল্প কিছুটা ধুলো দিন। কোন একজনকে জলটা পান করতে বলুন।)** নোংরা অথবা পাপ খুব ছোট হলেও, এটা সমস্ত জলটাকে দূষিত করে দেয়। ঈশ্বের আমাদের সিদ্ধ হতে বলেছেন কারণ আমাদের স্বর্গীয় পিতা সিদ্ধ (মথি ৫ ৪৮)।

আমাদের ভেতরে যা থাকে তা বেরিয়ে আসে যাকোব ৩ ৯-১২

৫। **(গ্লাসটাকে জলের মধ্যে রেখে কিছুটা জল এর থেকে চলকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা ক(ন।)** আমি যখন গ্লাসটাকে জলের মধ্যে রাখি এবং কিছুটা চলকে ফেলি, তখন কি বেরিয়ে আসে? অবশ্যই জল। যদি কোন একজন আপনাকে ত্রু(দ্ধ করে, তখন আপনার মুখ থেকে কি বেরিয়ে আসে, অভিশাপ না কি আশীর্ব্বাদ(খ্রীষ্টের (ে ত্রে এটা হল আশীর্ব্বাদ, "পিতঃ, ইহাদিগকে (মা কর।" আমার মেজাজ বিগড়ে যাওয়া স্বামী অথবা স্ত্রীর প্রতি, আমার দাবিপূর্ণ সন্তানদের প্রতি, যুদ্ধরত দোকানদারদের প্রতি, বিবেচনাহীন গাড়ীর চালকের প্রতি আমার সাড়াদান কি সর্বদা এরকম থাকে? আমার হৃদয়ে যদি পাপ থাকে, তবে তিক্ত(তা বেরিয়ে আসবে, টক্ ভিনিগারের মত। আমি যদি খ্রীষ্টে পূর্ণ হই, তবে কেবল খ্রীষ্টই মিষ্ট মধুর মত বেরিয়ে আসবেন!

আমরা যখন ধাক্কা খাই, অন্যরা তখন আমাদের দুর্বলতাগুলি দেখতে পায়। আদি ১২ ১-৩(কল ১ ২৭ রোমীয় ১২ ১-২

৬। (কোন একজনের কাছে জলভর্তি গ্লাসটা ধ(ন এবং তাকে জলের মধ্যে হাত দিয়ে চাপ দিতে বলুন এবং তার ওপর কিছুটা জল পড়ে যাওয়ার বিষয় নিশ্চিত হন) সম্পর্কগত সংযোগের সমস্ত পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে আপনি যে ব্যক্তি(র সংস্পর্শে আসেন তার জীবন আপনার জীবনের মধ্যস্থ পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিৎ। আপনার কাছে থাকার কারণে তাদের ধন্য হওয়ার বিষয়টি

অনুভব করা উচিৎ, এমনকী তারা আপনাকে প্রচণ্ডভাবে বি(ব্ধ করা সত্ত্বেও। তাহলে ঐ নোংরা জল পড়া অর্থাৎ আপনার চলাফেরায় কেউ কি আপনার জীবনে ভালোটা না দেখতে পেয়ে কি খারাপটা অর্থাৎ দুর্বলতা দেখছে?

আপনার জীবনকে একটি বোতল হিসাবে কল্পনা ক(ন(এটাকে ঈশ্বরের আত্মার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলুন এবং তাঁকে এটা গ্রহণ করতে দিন এবং এটা পূর্ণ করতে দিন। আপনার জীবন খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ ক(ন। তাঁকে আপনাকে পূর্ণ করতে দিন, পরিবেষ্টন করতে দিন, গ্রহণ করতে দিন এবং আপনার মধ্যে বাস করতে দিন (যোহন ১৭ ১-২৬)

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। কি কি ''ছোট ছোট আকর্ষণীয় পাপ'' আছে যা আপনাকে প্রলোভিত করছে?

২। যখন কোন একজন আপনাকে ধাক্কা মারে, তখন কি ঐ ছলকে যাওয়া জলের মতো আপনার মন্দটা কি বেরিয়ে আসছে?

প্রার্থনা

আপনার নিজের কথায় আপনার পাপ স্বীকার ক(ন, আপনার জীবনে কি কি পাথরের টুকরো আছে এবং নোংরা আছে তা জানানোর জন্য খ্রীষ্টের কাছে সাহায্য যাচ্ঞা ক(ন, এগুলো দূর করার জন্য তাঁর সাহায্য চান, এবং তাঁর পূর্ণতার কাছে নিজেদের সমর্পণ ক(ন। আপনার মধ্যস্থ খ্রীষ্ট — গৌরবের আশা (কলসীয় ১ ২৭)।

টীকাসমূহ

৬ শিষ্যা এবং তাঁর সম্পর্কসমূহ

মূল পদ রোমীয় ১২ ১৮

"যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে,
মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।"

ভূমিকা

১। আমাদের পে(উপলব্ধি করতে কঠিন হলেও, ঈশ্বের হচ্ছেন ত্রিত্ব ঈশ্বের—তিন ব্যক্তি(পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা—যখন একই সময় তিনি একক ঈশ্বের (২ বিবরণ ৬ ৪)।

২। ত্রিত্বের তিন ব্যক্তি(সর্বদা এক সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে অবস্থিতি করেন। একইভাবে, খ্রীষ্টের শিষ্যাদেরও অন্যদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্কের মধ্যে বাস করতে হবে।

শিষ্যদের চারটি গু(ত্বপূর্ণ সম্পর্ক অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে

১। একজন শিষ্যাকে অবশ্যই তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ককে গু(ত্ব দিতে হবে এবং তা মধুর হওয়া দরকার (যদি তিনি বিবাহিত হন)।

ক) মনে রাখবেন একজন শিষ্যার জীবনের অন্য সমস্ত বিষয়ের মত বিবাহের বিষয়টিও যে ঈশ্বেরের উদ্দেশে সম্মান এবং গৌরব আনে (১ করিন্থীয় ১০ ৩১)।

খ) বাইবেলে স্ত্রীদের তাদের স্বামীর বশীভূতা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেভাবে তারা প্রভুর বশীভূতা হন। এই বশীভূতা হওয়ার বিষয়টি হল স্বামীর উদ্দেশে একটি প্রেমপূর্ণ এবং আনন্দপূর্ণ বাধ্যতা(ঈশ্বেরের আদেশ মান্য করার মধ্যে দিয়ে তার কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান জানানো এবং বশীভূতা হওয়া (ইফি ৫ ২২,২৫)।

তিনি এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন

নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত

থেলমা ব্রাউন কর্তৃক রচিত

- যে পু(ষ এবং স্ত্রীলোক তাদের জীবনের অন্য যে কোন বিষয়ের থেকে ঈশ্বরকে অধিক ভালবাসেন, এমন কি তাদের নিজেদের থেকেও অধিক ভালবাসেন এবং যারা এক সঙ্গে তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করেন এবং প্রার্থনা করেন, তারা শয়তানের আত্র(মণের বি(দ্ধে তাঁর মহাশক্তি(লাভ করবেন।

- তার সাধারণ মেজাজ যদি একটি সুখী মনোভাব দেখায়, তবে ঘরটি একটি হাসিখুশি স্থানে পরিণত হবে।

- আপনার স্বামীর প্রশংসা করা অনুশীলন ক(ন। বত্রে(াক্তি(বিবাহিত সম্পর্কের (ে ত্রে একটি ক্যানসার স্বরূপ।

- কখন পরস্পরকে ছোট করার অভ্যাসের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করবেন না। পরস্পরকে গড়ে তোলার জন্য যা কিছু করার আপনি তা ক(ন।

- আপনার স্বামীকে উচ্চে তুলে ধ(ন, তাঁকে প্রেম ক(ন। কুনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাঁকে ঈশ্বরের আরও নিকটবর্তী ক(ন, যাতে তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে আপনার না হন যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের।

- খ্রীষ্ট যখন আমাদের পরস্পরকে প্রেম করার আদেশ দিয়েছিলেন তখন কি তিনি আত্মীয়েদেরও গ্রহণ করার বিষয়টী যোগ করেছিলেন?

- ঈশ্বরের সঙ্গে এবং ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপনকারী পরিবার যুগের পর যুগ ধরে ত্র(মাগত ধনী এবং সুখী পরিবার হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করে। এর মূল কারণ হচ্ছে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকে। তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়ে বিবাহের থেকে শক্তি(শালী আর কিছু হয় না। তাঁর সঙ্গ ছাড়া, অধিক ব্যর্থতার বিষয় আর কিছুই হয় না। যে কোন দম্পতির (ে ত্রে সর্বোচ্চ পরামর্শ হলো ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা।

গ) একজন শিষ্যার আচরণ এমন হওয়া উচিৎ যাতে তার খ্রীষ্ট-সদৃশ চরিত্র তার অবিশ্বাসী স্বামীর ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তার পবিত্র এবং নম্র, ঈশ্বরের ভী(এবং প্রেমপূর্ণ কথোকথন, আত্মিক ফলের প্রাচর্য, তাঁর স্বামীর বিশ্বাস জয় করতে পারে, কেবল তার প্রতি নয়, কিন্তু তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাসও জয় করতে পারে। ''কেহ যদি বাক্যের অবাধ্য হয়, তথাপি যখন তাহারা তোমাদের বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার স্বচ(দেখিতে পায়, তখন বাক্য বিহীনে আপন আপন ভার্যার আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা হয়'' (১ পিতর ৩ ১)।

ঘ) একজন শিষ্যা একজন ভার্য্যার ভূমিকার জন্য অভীস্পিত ঈশ্বরের সুন্দর উদ্দেশ্যের মধ্যে তার আত্ম-মর্যাদা খুঁজে পেতে পারে ''তাঁর জন্য এক সহকারিণী'' (আদি ২ ১৮)। একজন উত্তম স্ত্রী তাঁর স্বামীকে প্রেম করেন (তীত ২ ৪) এবং ''তিনি জীবনের সমস্ত দিন তাঁহার উপকার করেন, অপকার করেন না'' (হিতোপদেশ ৩১ ১২)।

ঙ) খ্রীষ্টীয় বিবাহ হচ্ছে শিষ্যাদের কাছে তাদের স্বামীর প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং প্রেমের পরিচর্য্যা করার একটি সুযোগ। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই যদি বিশ্বাসী হন, তবে তারাও ''জীবনের অনুগ্রহের যুগ্ম অধিকারী'' (১ পিতর ৩ ৭)। তারা কেবল অস্থায়ী উত্তম বিষয়গুলোর সহ-অংশীদার হন না, কিন্তু অনন্ত জীবনেরও অধিকারী হন। তারা যে কোন মতভেদ অথবা অতৃপ্তি এড়িয়ে চলার দ্বারা, অথবা (মার দ্বারা তা সমাধান করার দ্বারা এই আত্মিক সংহতির মধ্যে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখেন। একটি বিঘ্নতাহীন প্রার্থনার জীবন থাকা প্রয়োজন (মার্ক ১১ ২৫)।

চ) অন্য যে কোন বিষয়ের থেকে গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমাদের অবশ্যই আমাদের স্বামীদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করা উচিৎ, যে সময়ের মধ্যে আমাদের গভীরভাবে, অর্থপূর্ণ সংযোগ গড়ে তোলা উচিৎ। একত্রে এই শক্তি(শালী বন্ধন হচ্ছে প্রলোভনের বি(দ্ধে একটি নিরাপদ প্রহরা (১ করি ৭ ৩-৫)।

ছ) ''ঈশ্বর পরিবারের প্রবর্তনকারী এটা তাঁর ধারণা এবং তিনি এটা ভালবাসেন এবং ইফিষীয় ৫ ২২-২৩ পদ আমাদের দেখায় যে বিবাহের সম্পর্কটি হচ্ছে মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের প্রেমের একটি বিষয়গত শি(া। তিনি চান সমুদয় জগতের কাছে এটা তাঁর বিবাহের পাত্রী বা কন্যার প্রতি তাঁর নিখুঁত এবং সিদ্ধ প্রেমের একটি পবিত্র, সুন্দর প্রাতিষ্ঠানিক এবং একটি উজ্জ্বল চিত্র হয়''

— মামা থেলমা ব্রাউন।

২। একজন শিষ্যাকে তার সন্তানদের সঙ্গে তার সম্পর্কটিকে মূল্য দিতে হবে এবং লালন পালন করতে হবে।

ক) ইফিষীয় ৬ ৪ পদে আমাদের বাবা মায়েদের জন্য ''কি কি করতে হবে'' এবং কি কি করতে হবে না'' সেই বিষয়টি প্রদত্ত হয়েছে ''তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ত্রু(দ্ধ করিও না, বরং প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুল।''

খ) অধিক জটিল, অত্যধিক কঠোর, অপ্রয়োজনে বিরক্ত(করা এবং অন্যদের থেকে একটি সন্তানকে অধিক আনুকুল্য দেখানো এবং অন্যদের সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করার দ্বারা বাবা মায়েরা সন্তানদের ত্রু(দ্ধ করতে পারেন (যাকোব ১ ২-৮)।

গ) বাবা মায়েদের তাদের সন্তানদের সঙ্গে (অন্যদের সঙ্গে যেমন) সম্পর্কের মধ্যে ঈ(রের চরিত্র ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করা উচিৎ। আমাদের স্বর্গীয় পিতার মত আমাদেরও কোমল এবং সহকর্মী হওয়া উচিৎ (ইফিষীয় ৪ ৩২)।

ঘ) পিতা ঈ(রের যেমন আমাদের শাসন করেন, সেইভাবে তাঁর সন্তান হিসাবে আমরাও যেন প্রয়োজনে আমাদের সন্তানদের প্রেমের সঙ্গে শাসন করি (ইব্রীয় ১২ ৬)।

ঙ) হিতোপদেশ ২২ ৬ পদে বলা হয়েছে, ''বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শি(া দেও...।'' ''শি(া'' শব্দটি হল এমন একটি শব্দ যার সঙ্গে সংশোধন এবং শাসন যুক্ত(থাকে।

চ) আমাদের সন্তানরা যখন পাপ করে, তখন আমাদের তাদের সংযত বা দমন করা প্রয়োজন হয় (সংযত বা দমন করার শব্দটির অর্থ হচ্ছে নির্দেশনা দেওয়া, সংশোধন করা এবং বিরোধীতা করা)। ১ শমূয়েল ২ ৩৪-৩৫ পদে, আমরা পাঠ করি যে এলি তাঁর পুত্রদের সংযত করেন নি এবং ঈ(র তাদের শত্রুদের দ্বারা তাদের ধ্বংস হতে দিয়েছিলেন।

ছ) অন্য যে কোন বিষয়ের মত গু(ত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, আমাদের অবশ্যই আমাদের সন্তানদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করতে হবে — সেই সময়ের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে গভীরভাবে এবং অর্থপূর্ণভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত(থাকতে হবে (লূক

১ ১৭)

৩। একজন শিষ্যাকে অবশ্যই নিজ পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ককে গু(ত্ব দিতে হবে এবং এর জন্য তৎপর হতে হবে।

ক) একজন শিষ্যার অবশ্যই তার আত্মীয়দের সঙ্গে একটি আন্তরিক এবং যত্নশীল সম্পর্ক আছে। এই বিষয়ে রূত হচ্ছেন একটি আদর্শ উদাহরণ। তিনি কঠিন অবস্থাগুলোর মধ্যেও তাঁর শাশুড়ীর তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তিনি এটা করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জীবন্ত ঈ(রকে বি(াস করতেন এবং ভয় করতেন (রূত ১ ১৬-১৭(২ ১৪,১৮)।

খ) একজন শিষ্যা অবশ্যই তার পরিবারের উপযুক্ত(তত্ত্বাবধান করেন। প্রয়োজনের সময় শিষ্যাকে তার পরিবারের দায়িত্বগুলো সম্পাদন করার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় এবং অনেক রাতে ঘুমাতে যেতে হয়। সে কঠোর পরিশ্রম করে। এমনকী সে তার ঘরের লোকজনদের আচরণের প্রতিও যত্নশীল হয় (হিতোপদেশ ৩১ ১৫-২৭)।

গ) একজন শিষ্যা তার থেকে বয়েসে ছোট মহিলাদের কাছে উত্তম বিষয়গুলোর একটি উদাহরণ এবং পরামর্শদাত্রী হিসাবে একটি সম্পর্ক বজায় রাখে (তীত ২ ৩)। এই কারণে তাকে একজন অপবাদিনী হওয়ার বিষয়টীকে এড়িয়ে চলতে হবে — যার অর্থ হচ্ছে তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে (যাকোব ৩ ৫-৬,৮)। সকলের সঙ্গে তার ব্যবহারের (ে ত্রে তাকে সংযমী এবং সম্মানীয়া হতে হবে।

ঘ) একজন শিষ্যা ঈ(রীয় চরিত্রের বিকাশের জন্য ঈ(রের বাক্য থেকে শি(া গ্রহণ করে (১ পিতর ১ ৫-৬)। তার সমস্ত সম্পর্কগুলোর মধ্যে এই চরিত্র প্রদর্শিত হয়।

৪। পরিবারের বাইরের সম্পর্কগুলোকে একজন শিষ্যাকে অবশ্যই গু(ত্ব দিতে হবে এবং যত্নশীল হতে হবে।

ক) অবি(াসীদের সঙ্গে তাকে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করতে হবে (কলসীয় ৪ ৫)। তাদের মধ্যে তার আচার-ব্যবহার সুন্দর হতে হবে, সংহতিপূর্ণ হতে হবে যাতে তাদের কাছে খ্রীষ্টধর্মের নিন্দা করার মত কোন কারণ না থাকে। এই বিষয়টি তাকে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের সুযোগ করে দেবে।

খ) তাকে অবশ্যই অতিথি পরায়ণ হতে হবে — অন্যদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে, বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যক্তি(দের যারা খ্রীষ্টের জন্য পরিশ্রম করছেন এবং দুঃখভোগ করছেন (রোমীয় ১২ ১৩)।

গ) তাকে দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের কাছে কল্যাণকারিণী হতে হবে, বিশেষ করে যারা মণ্ডলীর সদস্য/সদস্যা তাদের কাছে (১ যোহন ৩ ১৭(যাকোব ২ ১৫)।

ঘ) তাঁকে অবশ্যই ঈশ্বরের মণ্ডলীর কর্তৃপ(কে সম্মান করতে হবে, যে ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্য্যাকারীরা তার আত্মিক কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের সমগ্র উপদেশগুলো বিশ্বস্তভাবে প্রচার করেন, তাদের শি(া এবং সতর্কগুলোকে তাকে মেনে চলতে হবে (ইব্রীয় ১৩ ১৭)।

ঙ) তার একটা ধর্মনিরপে(কাজ থাকা উচিৎ, কর্ম(ত্রে তার ওপরে যে কর্তৃপ(আছেন, তাকে সম্মান করতে হবে এবং তার বাধ্য হতে হবে। তিনি প্রভুর জন্য কাজ করছেন এই কথা মনে রেখে তাকে তার কর্তব্যগুলো বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করতে হবে (ইফিষীয় ৬ ৫-৮)। যে বিষয়গুলো খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের এবং ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধী নয়, কেবল সেই বিষয়গুলোকে তার মেনে চলা উচিৎ।

৫। একজন শিষ্যাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের নির্দেশ অনুসারে অন্যদের সঙ্গে সংহতির মধ্যে জীবনযাপন করতে হবে (পরবর্তী পৃষ্ঠায় ''পরস্পর'' বিষয়টি দ্রষ্টব্য)।

এখানে নতুন নিয়মে আমাদের ''পরস্পর'' সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বলা হয়েছে, কীভাবে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করবো যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে

পরস্পর প্রেম করা

১। ১ যোহন ৪ ৭ - পরস্পরকে প্রেম কর
২। ১ পিতর ৪ ৮ - পরস্পরকে একাগ্রভাবে প্রেম কর
৩। ১ পিতর ১ ২২ - তোমরা অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর
৪। ১ পিতর ৩ ৮ - তোমরা পরস্পর সংহতির মধ্যে বাস কর
৫। রোমীয় ১২ ১০ক - ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত(হও
৬। গালাতীয় ৫ ১৩ - প্রেমে পরস্পরের সেবা কর।

পরস্পরকে সম্মান কর

৭। যোহন ১৩ ১৪ - তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিৎ?
৮। ১ পিতর ৫ ৫ - পরস্পরের সেবার্থে নম্রতায় কটি বন্ধন কর
৯। ফিলিপীয় ২ ৩ - নম্রভাবে প্রত্যেকজন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর।
১০। ইফি ৪ ২ - প্রেমে পরস্পর গমনশীল হও।
১১। রোমীয় ১৫ ৭ - অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমরা একজন অন্যকে গ্রহণ কর,
১২। রোমীয় ১২ ১০ - একজন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। (১০খ)

১৩। ইফিষীয় ৫ ২১ - একজন অন্য জনের বশীভূত হও।
১৪। ফিলিপীয় ২ ৪ - পরস্পরের বিষয়ে ল(্য রাখ।
১৫। মার্ক ৯ ৫০ - পরস্পর শান্তিতে থাক।

পরস্পরকে (মা কর

১৬। রোমীয় ১৪ ১৩ - পরস্পরের বিচার করা বন্ধ কর
১৭। ইফিষীয় ৪ ৩২ - পরস্পর মধুর স্বভাব ও ক(ণা চিত্ত হও, পরস্পরকে (মা কর।
১৮। কলসীয় ৩ ১৩ - পরস্পর সহনশীল হও এবং পরস্পরকে (মা কর।
১৯। রোমীয় ১২ ১৪-১৬ - পরস্পরকে আশীর্ব্বাদ কর, আনন্দ কর, বিলাপ কর এবং সংহতির মধ্যে বাস করে।

পরস্পরকে উৎসাহিত কর

২০। ১ থিষলনীকীয় ৫ ১১ - পরস্পরকে উৎসাহিত কর।
২১। ১ থিষলনীকীয় ৫ ১১ - পরস্পরকে গাঁথিয়া তোল।
২২। রোমীয় ১৪ ১৯ - যে বিষয়গুলো পরস্পরকে গেঁথে তুলতে পারে সেই বিষয়গুলোর অনুধাবন কর।
২৩। গালা ৬ ২ - পরস্পর একজন অন্যের ভার বহন কর।
২৪। কলসীয় ৩ ১৬ - সমস্ত বিজ্ঞতায় পরস্পরকে শি(া ও চেতনা দান কর।
২৫। ইব্রীয় ১০ ২৪ - প্রেম ও সৎক্রি(য়া সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত কর।
২৬। ১ পিতর ৪ ১০ - তোমরা ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ ধনের উত্তম অধ্য(ের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর।
২৭। ইব্রীয় ৩ ১৩ - প্রতিদিন পরস্পরকে উৎসাহিত কর।
২৮। ফিলিপীয় ১ ৪ - পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর।

"কি কি করবেন না"

২৯। যাকোব ৪ ১১ - পরস্পরের পরীবাদ কর না।
৩০। গালাতীয় ৫ ১৫ - পরস্পর দংশাদংশি ও গেলাগেলি কর না এবং পরস্পর হিংসাহিংসি কর না।
৩২। যাকোব ৫ ৯ - পরস্পরের বি(দ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ কর না।
৩৩। কলসীয় ৩ ৯ - পরস্পরের প্রতি মিথ্যা কথা বল না।
৩৪। রোমীয় ১৪ ১৩ - ভ্রাতার বিঘ্নজনক কিছু রেখো না।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। একজন খ্রীষ্টান স্ত্রীলোক তার স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে কীভাবে লালন-পালন করবেন?

২। ঈশ্বরের একজন পিতা হিসাবে তাঁর মধ্যে কি কি চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশ করেছিলেন যা খ্রীষ্টানদের কাছে তাদের সন্তানদের জন্য আদর্শ হওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩। একজন খ্রীষ্টিয় স্ত্রীলোক কীভাবে তার আত্মীয় পরিজনদের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করতে থাকেন।

প্রার্থনা

প্রিয় পিতা, তোমার বাক্যের পরিচালনায় তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের সঙ্গে একটি উত্তম এবং সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম কর। প্রত্যেকটি সম্পর্কের তাৎপর্য অনুসারে আমি যেন প্রত্যেকটি সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতে পারি এবং অন্যদের সঙ্গে আমার প্রতিটি কার্যকলাপগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি যেন তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারি। আমেন।

টীকাসমূহ

৭ শিষ্যা এবং আত্মা-জয়কারী

মূল পদ হিতোপদেশ ১১ ৩০

''জ্ঞানবান (অপরদের) প্রাণ লাভ করে।''

উম্যেন ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্ক শিষ্যত্ব সহায়িকার এই অধ্যায়টি হচ্ছে থেলমা ব্রাউন কর্তৃক রচিত ''আত্মা-র(াকারী সাতটি পদ(প সেমিনার'' নামক পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে গৃহীত একটি সঙ্কলন। ভারতে যে মহিলারা থেলমা ব্রাউন কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তারা তাঁকে আদর করে ''মামা'' নামে অভিহিত করেছেন। উৎসর্গকরণের - পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে এবং যাদের তাঁকে জানার সুযোগ হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে তাঁর অনুপ্রেরণার বিষয়টী সম্পর্কে আরও অধিক জানতে পারবেন।

বইটী সা(্যদান এবং আত্মা-জয়কারী পদ্ধতির বিষয় শি(া দেয়, এবং এর সাতটি পাঠকে ''পদ(পসমূহ'' বলে অভিহিত করা হয়। এই সহায়িকার মধ্যে পাঁচটি পাঠ অন্তর্ভুক্ত(। প্রথমটিতে আত্মা-জয়ের কারণগুলোর ওপর গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অন্য চারটি পাঠে সুসমাচার সহভাগিতা করার কার্যকারী পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

১ আত্মা-জয়ের কারণসমূহ

অল্প কয়েকজনকে প্রচারক হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক নতুন-জন্মপ্রাপ্ত খ্রীষ্টান একজন আত্মা-জয়কারী হিসাবে অভিহিত হন। আপনি অবশ্যই আপনার লোকদের আত্মা-জয়কারীর আনন্দের মধ্যে পরিচালিত করবেন।

''আত্মা-জয় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি(কে একটি নির্দিষ্ট ত্রাণকর্তাকে গ্রহণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি পরিচালিত করার একটি নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা।''

বিলি সানডে

একটি আত্মা-জয়কারী হওয়ার জন্য কারণসমূহ

১। একটি প্রাণের মূল্য (মার্ক ৮ ৩৫-৩৮)

২। নরক সম্পর্কিত তথ্য (লূক ১২ ৪-৫)

৩। প্রত্যেক পাপীর জন্য ক্রু(শের ওপর খ্রীষ্টের দুঃখভোগ (১পিতর ৩ ১৮)

৪। এই জগতের শূন্যতা এবং মূর্খতা (১ পিতর ১ ২৪-২৫)।

৫। স্বর্গে পারিবারিক চত্রে(র সম্পূর্ণতার ইচ্ছা (১ থিষ ৪ ১৬-১৭)।

৬। স্বর্গের মহিমা (যোহন ১৪ ২-৩)।

৭। বি(শ্বস্ত আত্মা-জয়কারীদের কাছে ব্যক্তি(গত পুরস্কারের প্রস্তাব (দানিয়েল ১২ ৩)।

একটি ব্যক্তি(গত কর্মীর প্রয়োজন

১। তাকে অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করতে হবে এবং তার পরিত্রাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে (২ পিতর ১ ১০-১১)।

২। তাকে অবশ্যই একটি শুদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে (২ পিতর ৩ ১৪)।

৩। তাকে অবশ্যই একটি প্রেমের মানসিকতার মধ্যে কাজ করতে হবে (১ পিতর ১ ২২-২৩)।

৪। তাকে অবশ্যই বাইবেলের বিষয়ে উত্তম জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হবে তা জানতে হবে (২ তীম ২ ১৫)।

৫। তাকে অবশ্যই একজন প্রার্থনার ব্যক্তি(হতে হবে (ইফিষীয় ৬ ১৮)।

৬। তাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে হবে (ইফি ৫ ১৮)।

৭। তার মধ্যে অবশ্যই পতিত প্রাণগুলোর জন্য সহমর্মিতা থাকতে হবে (যিহূদা ২৩)।

আলোচ্য প্র(াবলী

নিম্নলিখিত তালিকাভুক্ত(প্রয়োজনগুলোর প্রত্যেকটি প্রয়োজন এত গু(ত্বপূর্ণ কেন?

কিভাবে সা(্য দিতে হবে

প্রভু চান না কেউ বিনষ্ট হোক, কিন্তু প্রত্যেকে যেন অনুতপ্ত হয় সেটাই তিনি চান (২ পিতর ৩ ৯খ)। ঈ(রের চান যে প্রত্যেক ব্যক্তি(যেন সুসমাচারের বাণী শ্রবণ করার সুযোগ পান। এই কথা মনে রেখে, যখনই ঈ(রের সা(্য দানের সুযোগ দেবেন, তখনই সা(্য দানের জন্য আগে থেকে প্রত্যেক বি(াসীর প্রস্তুত হওয়া উচিৎ।

কিভাবে সা(্য দিতে হবে

১। যিনি খ্রীষ্টের জন্য সা(্য দেবেন তাকে অবশ্যই পরিত্রাণপ্রাপ্ত হতে হবে (রোমীয় ৫ ৯-১১)।

২। আপনার ধর্মান্তরিত হওয়ার এবং আপনার জীবনের পরিবর্তনের সরল গল্পটি বলুন (গীত ৫১ ১২-১৩)।

৩। আপনি যে প্রার্থনার উত্তর পেয়েছেন সেই বিষয়ে বলুন (গীত ৫০ ১৫)।

৪। খ্রীষ্ট কিভাবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেন (গীত ১০৭ ৮-৯)।

৫। পাপ এবং প্রলোভনগুলোর ওপর ব্যক্তি(গত বিচারের বিষয় বলুন (১ যোহন৫ ৪-৫)

৬। বাইবেলে আপনার প্রিয় পদগুলো সম্পর্কে বলুন এবং আজ সকালে শাস্ত্রীয় অংশটি থেকে ঈ(রের আপনার কাছে কীভাবে কথা বলেছেন সেই বিষয়ে বলুন।

৭। আপনার বন্ধুদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার দিন। তাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে বলুন (রোমীয় ১ ১৬)।

৮। তাদের আসতে এবং দেখতে আমন্ত্রণ জানান (যোহন ১ ২৯-৫১)

৯। যীশুকে অনুসরণ ক(ন (মথি ৪ ১২-২৭(মার্ক ১ ১৬-২০)।

খ্রীষ্টের সা(্য বহনের (ে ত্রে বাধাসমূহ

১। মানুষের ভয় (২ তীমথিয় ১ ৭(১ যোহন ৪ ১৮(ফিলি ৪ ১৩)।

২। লজ্জা (২ তীম ১ ৮)।

৩। অশুদ্ধ জীবন (১ যোহন ১ ৯)

টীকা সা(্য না দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে আবিষ্কার করতে যিহিষ্কেল ৩৩ ৮ পদটি পাঠ ক(ন।

আপনার ব্যক্তি(গত সা(্যের উপর যত্নবান হন

সা(্য দানের একটি সব থেকে শক্তি(শালী হাতিয়ার হচ্ছে খ্রীষ্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের বিষয় এবং কিভাবে এটা আপনার জীবনকে প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়ে আপনার নিজের সা(্য। আরোগ্য লাভের পর, অন্ধ মানুষটি ধর্মীয় নেতাদের কাছে সা(্য দিয়েছিলেন যে, ''একটি বিষয় আমি জানি যে, আমি অন্ধ ছিলাম এবং এখন আমি দেখতে পাচ্ছি'' (যোহন ৯ ২৫খ)। কিছু সংখ্যক লোক শাস্ত্রীয় বচনের বিরোধীতা করেন, মতবাদের বা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে বিতর্ক করতে চান, কিন্তু খ্রীষ্টের জীবন পরিবর্তনকারী সা(্যকে খণ্ডন করা কঠিন।

আপনার ব্যক্তি(গত সা(্যের উপাদানসমূহ

১। একজন খ্রীষ্টান হওয়ার আগে আপনার জীবন কেমন ছিল তা বলুন। খ্রীষ্টের কাছে আসার আগে আপনার জীবন সম্পর্কে বর্ণনা ক(ন। এই বিষয়ে আপনার জীবনের শূন্যতা এবং আশাহীনতার অনুভূতিগুলোর বিষয়ের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিন, যে বিষয়গুলো অবি(্বাসীদের মধ্যেও সাধারণতঃ দেখা যায়। কোন একটি বিশেষ পাপের ওপর অধিক গু(ত্ব না দেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হন, যাতে আপনার একটি পাপপূর্ণ জীবন গৌরবান্বিত না হয়।

২। আপনি কখন এবং কোথায় যীশুর কথা শুনেছেন তা সং(েপে বলুন, এবং কেন আপনি তাঁকে আপনার ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনার কাছে যে পাপ সম্পর্কে প্রত্যয় এসেছিল সেই বিষয়টি আপনি যখন বর্ণনা করবেন, তখন প্রার্থনা ক(ন যে আপনি যার কাছে সা(্য দিচ্ছেন তার জীবনেও যেন পবিত্র আত্মা কাজ করেন, তার মধ্যে তিনি যেন অনুতাপের এবং পাপের জন্য দুঃখিত হওয়ার মানসিকতা আনেন।

৩। খ্রীষ্টান হওয়ার পর আপনার জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হলো ও বর্তমানে কেমন সেই বিষয়ে বলুন। স্বর্গের একজন নাগরিক হিসাবে আপনি যে আনন্দ এবং শান্তি উপভোগ

করছেন সেই বিষয়ে বলুন। ঈ(র কিভাবে আপনার জীবন পরিবর্তিত করেছেন, সেই বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে বলুন।

৪। একটি বাইবেলের পদ ব্যবহার ক(ন।

প্রদত্ত কাজ

উপরোক্ত(প্রতিটি বিষয়ের ওপর একটি সং(প্ত স্তবক রচনা ক(ন। কিভাবে আপনার সা(্যকে স্পষ্ট এবং কার্যকরী তৈরী করতে হবে সেই বিষয়ে আপনাকে দেখানোর জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা ক(ন।

টীকাসমূহ

৩ পাঁচ-অঙ্গুলী দ্বারা সুসমাচার প্রসার পদ্ধতি

সুসমাচার প্রসারের এই সরল পদ্ধতিটির জন্য কোন বিশেষ ধরণের জিনিসপত্র অথবা বইপত্রের প্রয়োজন হয় না। একটি হাতের অঙ্গুলগুলো ব্যবহার করে, পরিত্রাণের পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করা হয়। এই পদ্ধতিটির জন্য পদগুলোকে মুখস্থ করার প্রয়োজনহয়, কিন্তু অত্যন্ত ব্যবহারিকভাবে আপনি সর্বদা সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারবেন। শ্রবণকারীকে যদি আগ্রহী মনে হয়, এবং যদি এটা ব্যবহার করার উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, তাহলে আপনি তার হাত ধরতে পারেন এবং তার প্রতিটি অঙ্গুলকে নির্দেশ করে আপনি এর অর্থগুলোর বিষয় সহভাগিতা করতে পারেন।

১

প্রথম আঙ্গুল - ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন (যোহন ৩ ১৬)। "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"

২

দ্বিতীয় আঙ্গুল - সকলেই পাপ করেছে (রোমীয় ৩ ২৩) "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে।"

৩

তৃতীয় আঙ্গুল - খ্রীষ্ট আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন (১ করি ১৫ ৩-৪)। "ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবরপ্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন।"

৪

চতুর্থ আঙ্গুল - ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন (যোহন ১ ১২)। "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।"

৫

পঞ্চম আঙ্গুল - আপনি যখন বিশ্বাস করেন, তখন আপনি অনন্ত জীবন লাভ করেন (রোমীয় ৬ ২৩) "কেননা পাপের বেতন মৃত্যু কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে অনন্ত জীবন।"

শ্রোতাদের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসাহিত ক(ন।

টীকাসমূহ

৪ রোমীয় পুস্তক থেকে পরিত্রাণের উপায়

পরিত্রাণের প্রতি পথটিকে রোমীয় পুস্তকের পদগুলো ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা যায়। রাস্তাটিকে সঠিক ত্র(মাপর্যায়ে অনুসরণ করা উচিৎ, এবং আপনার বাইবেলে পদগুলো চিহ্নি(ত করে রাখার বিষয়টি খুবই সহায়ক হবে। সা(্য দানের এই পদ্ধতিটির প্রধান সুবিধাটি হচ্ছে যে সমস্ত পদগুলো কেবল একটা পুস্তকের মধ্যেই পাওয়া যায়, খুব সহজেই এই পদগুলোকে খুঁজে বের করা যায়। চতুর্থ বিষয়টি উপস্থাপন করার পর, শ্রোতারা খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করতে ইচ্ছুক কিনা সেই বিষয়টি শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করার দ্বারা তাদের প্রতিত্রি(য়ার বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

১ **মানুষের প্রয়োজন (রোমীয় ৩ ২৩)।** সকলে পাপ করেছে এবং সকলের (মার প্রয়োজন।

"কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে।"

২ **পাপের পরিণাম (রোমীয় ৬ ২৩)।** পাপের পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু।

"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু(কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।"

৩ **ঈশ্বরের বিধান (রোমীয় ৫ ৮)।** ঈশ্বর মানুষের পাপের শাস্তির জন্য যীশুর মৃত্যুর পথ বেছে নিলেন।

"কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন(কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।"

৪ **মানুষের সিদ্ধান্ত (রোমীয় ১০ ৯)।** পাপ স্বীকার করা, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা, এবং (মা গ্রহণ করা।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাঠাবেন।"

প্রদত্ত কাজ

আপানার বাইবেল এই চারটি পদে দাগ দিন এবং পদগুলো মুখস্থ করার বিষয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

৫ শব্দহীন বইয়ের মাধ্যমে পরিত্রাণের কথা

আপনি আপনার বাইবেল এবং এই অপূর্ব ছোট বইটি সঙ্গে নিয়ে যে কোন ব্যক্তি(র কাছে পরিত্রাণের বাণী বলতে পারেন! ব্যক্তি(টিকে আপনার সঙ্গে মত বিনিময় করতে দিন। লঘু বন্ধনীর মধ্যস্থ শাস্ত্রীয় পদগুলো আপনার অধ্যয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে। সা(্য দানের সময় উদ্ধৃত করার জন্য অল্প কিছু সংখ্যক পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। আপনার পরিচয় দিয়ে এবং ব্যক্তি(টির নাম জেনে নিয়ে শু(ক(ন, যাতে আপনি যত(ণ বিষয়টির নাম জেনে নিয়ে শু(ক(ন, যাতে আপনি যত(ণ বিষয়টিকে উপস্থাপন করতেন, তত(ণ তাকে নাম ধরে সম্বোধন করতে পারেন। উদ্যমের সঙ্গে এই গল্পটি বলার বিষয়ে নিশ্চিত হন। এটা আপনার শ্রোতাদের জন্য পরিত্রাণের একটি পথ!

গল্প

আপনি কি কখন ও একটি ছবি অথবা শব্দ ছাড়া কোন বই দেখেছেন? (পৃষ্ঠাগুলো পরপর দেখান।) রঙ্গিন পৃষ্ঠার এই বইটি বাইবেল থেকে আমাদের এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, সত্য ও জীবন্ত ঈ(রের সম্পর্কে একটি অপূর্ব গল্প বলে। আমি আমার বইটিকে ''ওয়র্ডলেস্ বুক'', অর্থাৎ, ''শব্দহীন বই'' নামে অভিহিত করি। প্রত্যেকটি রঙ আমাকে গল্পটির একেকটি অংশ মন করিয়ে দেয়। আপনি কি এটা শুনতে চান? (সাড়াদানের জন্য অপে(া ক(ন)

সোনালী রঙেরপৃষ্ঠায় যান

(অভিজ্ঞতার থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ঈ(রের প্রেমের বিষয়টির ওপর গু(ত্ব দিয়ে শু(করাটাই বুদ্ধির কাজ হবে।)

সোনালী রঙটা আমাকে স্বর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বর্গ কি আপনি কি তা জানেন (সাড়া দানের জন্য !) স্বর্গ হচ্ছে ঈ(রের ঘর। বাইবেল আমাদের বলে যে স্বর্গে, নগরের রাস্তাগুলো, স্বচ্ছ কাঁচবৎ বিমল সুবর্ণময় (প্রকাশিত বাক্য ২১ ২১)। ঈ(র আমাদের তাঁর ঘর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলেন। সেখানে কেউ কখন অসুস্থ হয় না। কেউ কখন মৃত্যুবরণ করে না। সেখানে রাত্রি হয় না। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি(নিখুঁতভাবে সর্বদা সুখী থাকেন (প্রকাশিত বাক্য ২১ ৪-২৩)। স্বর্গ সম্পর্কে সব থেকে অপূর্ব বিষয়টি হচ্ছে পিতা ঈ(র এবং তাঁর পুত্র প্রভু যীশু সেখানে থাকেন।

ঈশ্বের সব কিছু তৈরী করেছিলেন, তিনি আপনাকেও তৈরী করেছিলেন এবং তিনি আপনাকে খুব ভালবাসেন। বাইবেল বলে, ''কারণ ঈশ্বের জগৎকে...'' (যোহন ৩ ১৬)। এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে এবং আমাকে সহ প্রত্যেক ব্যক্তি(কে তিনি প্রেম করেন। ঈশ্বের যেহেতু আপনাকে তৈরী করেছেন এবং প্রেম করেন, সেহেতু তিনি চান আপনি তাঁর পরিবারের একটি অংশ হন এবপং কোনও একদিন আপনি স্বর্গে তাঁর সঙ্গে থাকেন (যোহন ১৪ ২)। সত্যি স্বর্গ কি অসাধারণ জায়গা। এটা হল একটি সিদ্ধ স্থান স্থান কারণ ঈশ্বের হলেন সিদ্ধ। কিন্তু একটি বিষয় আছে যা কখন স্বর্গে থাকতে পারে না।

কালো রঙের পৃষ্ঠায় যান

(শ্রোতাদের আত্মিক প্রয়োজনের বিষয়টির ওপর জোর দেবার জন্য পৃষ্ঠাটি ব্যবহার ক(ন। আপনি যখন পাপ সম্পর্কে কথা বলবেন, তখন প্রার্থনা ক(ন যাতে পবিত্র আত্মা তাদের কাছে পাপ সম্পর্কে প্রত্যয় আনেন।)

সেই একটি বিষয় হচ্ছে পাপ। এই কালো পৃষ্ঠাটি আমাকে পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা যেহেতু পাপী, সেহেতু আমরা ঈশ্বেরের পথে চলার পরিবর্তে আমাদের নিজেদের পথে চলি। আমাদের নিজের পথে চলার বিষয়টিই হচ্ছে পাপ। কোন মন্দ কাজ করা, অথবা মন্দ কথা বলা, অথবা মন্দ বিষয়গুলো চিন্তা করাই হল পাপ। পাপ হচ্ছে ঈশ্বের তাঁর পুস্তক, বাইবেলে আমাদের যে ব্যবস্থাগুলো দিয়েছেন তার অবাধ্য হওয়া। পাপ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ কষ্টের কারণ। কয়েকটি পাপের বিষয় আপনি কি চিন্তা করতে পারেন? (সাড়াদানের জন্য অপে(া ক(ন।) আপনি কি জানেন যে আপনি একজন পাপী? ঈশ্বেরের বাক্যে বলা হয়েছে, ''সকলেই পাপ করেছে'' (রোমীয় ৩ ২৩)। **সকলে** কথাটির অর্থ হচ্ছে কথাটির অর্থ হচ্ছে আমরা সবাই, আপনি এবং আমি। পাপ আমাকে এবং আপনাকে ঈশ্বেরের কাছ থেকে পৃথক করে, কারণ ঈশ্বের সম্পূর্ণ পবিত্র — তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই। ঈশ্বের যেখানে থাকেন সেখানে তিনি কোন পাপকে আসতে দেন না।

ঈশ্বের বলেছেন যে পাপের জন্য অবশ্যই দণ্ড পেতে হবে। পাপের দণ্ড হচ্ছে মৃত্যু - চিরকালের জন্য ঈশ্বেরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া (রোমীয় ৬ ২৩)। ঈশ্বের জনতেন যে আপনার পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আপনি কিছুই করতে পারেন না। তিনি জানতেন যে তাঁকে সন্তুষ্ট করার প(ে আপনি যথেষ্ট ভাল নন। কিন্তু তিনি আপনাকে প্রেম করেন এবং তিনি চান আপনি তাঁর সন্তান হন। সুতরাং আপনাকে (মা করার জন্য তিনি একটি পথ তৈরী করেছিলেন।

লাল রঙের পৃষ্ঠায় যান

(খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে পরিত্রাণের একটি পথের ওপর গু(ত্ব দানের জন্য এই পৃষ্ঠাটি ব্যবহার ক(ন।)

লাল পৃষ্ঠাটী পথ দেখায়। ঈশ্বর আপনাকে অনেক ভালবাসেন। তিনি স্বর্গ থেকে, তাঁর নিজের পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে, এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এক ছোট শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বড় হয়েছিলেন এবং একজন পু(ষে পরিণত হয়েছিলেন। এমনকী তিনি একটাও ভুল করেননি। তিনি নিখুঁত ছিলেন।

কিন্তু একদিন দুষ্ট লোকেরা তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েদিয়েছিল এবং যীশুকে ক্রু(শের উপর পেরেকবিদ্ধ করেছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে যে তাঁকে যখন ক্রু(রে ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ তাঁর উপর রেখেছিলেন (যিশাইয় ৫৩ ৬)। আপনার সমস্ত ত্রে(ধ, আপনার সমস্ত মিথ্যা এবং আপনার সমস্ত নীচতা — আপনার সমস্ত পাপ ঈশ্বরের পুত্রের উপর রাখা হয়েছিল।

যীশুকে যখন ক্রু(শের উপর পেরেকবিদ্ধ করা হয়েছিল, তাঁর দুটি হাত এবং দুটি পায়ের মধ্যে দিয়ে কী বেরিয়ে এসেছিল? (রক্ত( ) বাইবেলে বলা হয়েছে যে রক্ত(পাত ব্যতিরেকে পাপের (মা হয় না (ইব্রীয় ৯ ২২)। যীশু পাপের জন্য আপনার মৃত্যুর দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভীষণভাবে দুঃখভোগ করেছিলেন। তারপর তিনি উচ্চরবে বলেছিলেন, ''সমাপ্ত হইল।'' প্রভু যীশু আমাদের পাপর দণ্ড গ্রহণ করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং তিনি যখন ক্রু(শের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তখন তিনি কাজটি সমাপ্ত করেছিলেন। বাইবেলে বলা হয়েছে, ''খ্রীষ্ট আমাদের সমস্ত পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সমাধিস্থ হয়েছিলেন'' (১ করিন্থীয় ১৫ ৩)। কিন্তু তিন দিন পর সব থেকে অধিক অপূর্ব একটি বিষয় ঘটেছিল(ঈশ্বর তাঁকে আবার জীবন দিয়েছিলেন। তিনি যীশুকে মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। যীশু হচ্ছেন জীবিত ত্রাণকর্তা (১ করিন্থীয় ১৫ ৪)। তিনি আপনার ত্রাণকর্তা হতে চান — যাতে তিনি আপনাকে আপনার পাপ থেকে র(া করতে পারেন।

(খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলুন এবং প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ ক(ন।)

সাদা রঙের পৃষ্ঠায় যান

(এই পৃষ্ঠাটি শ্রোতাদের দিক থেকে প্রভু যীশুকে তাদের ব্যক্তি(গত ত্রাণকর্তা রূপে বি(াস করার বিষয়টীর ওপর গু(ত্ব দানের বিষয়ে ব্যবহার ক(ন।)

এই পৃষ্ঠাটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আপনি পাপ থেকে শুচি হতে পারেন (গীত ৫১ ৭)। ঈশ্বর আমাদের এই বিষয়ে বাইবেলে বলেছেন। ***(ব্যক্তি(টীকে সমগ্র পদটিকে***

আপনার সঙ্গে পাঠ করতে দিন।) ''কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাতপুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়'' (যোহন ৩ ১৬)। হাঁ, ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন। ঈশ্বর বলেছেন যে আপনি যদি যীশুকে বিশ্বাস করেন, তবে আপনি বিনষ্ট হবেন না — আপনি চিরকালের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হবেন না। তিনি আপনার সমস্ত পাপ (মা করবেন এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আপনাকে শুচি করবেন। ঈশ্বর বলেছেন, ''যে কেউ বিশ্বাস করে।'' ''যে কেউ'' কথাটির জায়গায় আমরা আপনার নামটি বসাতে পারি। আপনি যদি যীশুকে আপনার ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করেন, তিনি আপনাকে একটি চিরস্থায়ী জীবন দেবেন। এটা এমন ধরণের একটি জীবন যা স্বর্গে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে। আপনি যদি প্রভু যীশুকে আপনার ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করেন, তবে তিনি আপনার পাপ (মা করবেন। তিনি সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবেন এবং ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার জন্য আপনাকে শক্তি(দেবেন। আপনি আজ যীশুকে বলতে পারেন যে আপনি পাপ করেছেন এবং আপনি বিশ্বাস করেন যে তিনি আপনার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। বাইবেলে বলা হয়েছে যে আপনি যদি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত হন (যার অর্থ হচ্ছে পাপ থেকে প্রস্থান করেন), তবে আমাদের পাপ মুছে ফেলা হবে (প্রেরিত ৩ ১৯)। এখানে আরও বলা হয়েছে যে আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তবে আপনি পরিত্রাণ লাভ করবেন (প্রেরিত১৬ ৩১)। আপনি কি এখন এটা আমার সঙ্গে করতে চান? (উত্তরটা যদি হাঁ হয়, তবে খ্রীষ্টকে তার ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য শ্রোতাদের সঙ্গে প্রার্থনা ক(ন।)

সবুজ রঙের পৃষ্ঠায় যান

(এই পৃষ্ঠাটিতে আত্মিক বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।)

সবুজ রঙটি আমাকে গাছের পাতা, ঘাঁস, ফুল এবং গাছগুলোর মত বৃদ্ধি লাভ করার বিষয় মনে করিয়ে দেয়। এই পৃষ্ঠাটি আমাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত নতুন জীবনের বিষয়, একটি চিরস্থায়ী জীবনের বিষয় মনে করিয়ে দেয়। আপনি যখন পাপ থেকে আপনার পরিত্রাণের জন্য প্রভু যীশুকে আপনার ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করেন, তখন আপনি ঈশ্বরের পরিবারের এক নবজাত শিশুর মত হন। ঈশ্বর চান আপনি যেন একটি বিশেষ উপায়ে বৃদ্ধি লাভ করেন। বাইবেল আপনাকে ''আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষু('' বলে (২ পিতর ৩ ১৮)।

আপনি যখন বাইবেল থেকে যীশুর বিষয় আরও অধিক শিখবেন, তখন আপনি জানতে পারবেন কীভাবে পাপ থেকে দূরে থাকা যায় (গীত ১১৯ ১১)। তাঁর বাধ্য হতে সাহায্য করার জন্য প্রতিদিন তাঁক কাছে প্রার্থনা ক(ন। আপনি যখনই পাপ করবেন, ঈ(রকে বলুন যে আপনি পাপ করেছেন। তিনি আপনাকে সঠিকভাবে (মা করবেন। বাইবেল বলে, ''যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বি(স্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপসকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন'' (১ যোহন ১ ৯)। এছাড়াও ভুল কাজগুলো আবার না করার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক(ন।

(সাহায্য করার বিষয়ে ঈ(রের প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ঐ ব্যক্তি(টিকে পরিচালিত ক(ন।)

১। ঈ(রের সঙ্গে কথা বলা - প্রার্থনা (১ থিষ ৫ ১৭)। বাইবেল অবিরত প্রার্থনা করতে বলে।
২। ঈ(রের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ ক(ন - পাঠ এবং মুখস্থ করার দ্বারা ঈ(রের বাক্য শি(া ক(ন (গীত ১১৯ ১১)।
৩। ঈ(রের জন্য কথা বলা - অন্যদের কাছে তাঁর বিষয়ে সা(্য দান করা অথবা বলা (মার্ক ১৬ ১৫)।
৪। ঈ(রের আরাধনা করা - সাণ্ডেস্কুলে, চার্চে এবং ছোট ছোট দলে যাওয়া (ইব্রীয় ১০ ২৫)।

ঐ ব্যক্তি(চলে যাওয়ার আগে

১। তাকে একটি পুস্তিকা অথবা ডাকযোগে পাঠত্র(ম দেওয়া।
২। প্রভু যীশু তার জন্য যা কিছু করেছেন সেই বিষয়ে ''ধন্যবাদের'' একটি প্রার্থনা করা।
৩। ঐ নতুন বি(াসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করা।
৪। নিয়মিত তার আত্মিক বৃদ্ধির বিষয় সাহায্য করার জন্য তার নাম এবং ঠিকানার জন্য অনুরোধ ক(ন।

(চাইল্ড ইভানজেলিজম্ ফেলোশিপের সৌজন্যে এবং ওয়র্ডলেস্ বুক বা শব্দহীন বইয়ের নির্দেশনাসমূহ।)

আলোচ্য প্র(াবলী

১। সুসমাচার সহভাগিতার উপায়গুলোর মধ্যে আপনার ব্যবহারের জন্য কোন্ উপায়টি সব থেকে কার্যকরী এবং কেন?

২। সা(্য দানের জন্য কোন্ কোন্ স্থানে এবং সময়গুলোতে আপনি শব্দহীন বইটি ব্যবহার করতে পারেন?

প্রার্থনা

স্বর্গীয় পিতা, সা(্যদানের এবং সুসমাচার সহভাগিতা করার এই উপায়গুলো মুখস্থ করতে আমাকে সাহায্য কর। যারা শুনতে আগ্রহী হবে এবং যাদের পরিত্রাণের বাণী গ্রহণ করার মত সুন্দর হৃদয় আছে তাদের আমার কাছে প্রেরণ ক(ন। আমেন।

টীকাসমূহ

৮

এক শমরীয়া স্ত্রীলোক একটি আত্মাজয়কারী/সা(ী

মূল পদ রোমীয় ১ ১৬ক

" কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি(কারণ উহা প্রত্যেক বি(াসীর পে(পরিত্রাণার্থে ঈ(রের শক্তি(...।"

শমরীয়া স্ত্রীলোকটী সম্পর্কিত শাস্ত্রাংশ যোহন ৪ ৪-৪২

ভূমিকা

১। যীশু খ্রীষ্ট একটি স্বর্গীয় নিযুক্তি(র জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা শমরিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২। যিহূদী যাত্রীরা সাধারণতঃ শমরিয়ার বর্হিসীমানা দিয়ে — ছয় দিনের যাত্রা পথ অতিক্র(ম করতো - তারা কোনও ভাবে শমরীয়দের সঙ্গে তাদের সংযোগ এড়ানোর জন্য এই পথ অবলম্বন করতো, যাদের তারা তাদের থেকে নীচু জাত বলে বিবেচনা করতো, কারণ তারা বিশুদ্ধ যিহূদী ছিল না(পরজাতীয়দের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

৩। যীশু এবং তাঁর শিষ্যগণ একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক জীবন পরিবর্তনকারী সা(াৎকারের জন্য ৪২ মাইল পথ হেঁটেছিলেন। স্ত্রীলোকদের জীবনের ওপর যীশু কত অধিক গু(ত্ব দিয়েছিলেন, এই ঘটনাটি সেই বিষয়টিই প্রকাশ করে।

আত্মা-জয়কারীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ, শমরীয়া স্ত্রীলোকটীর জীবন থেকে আহরণ করা হয়েছে

১। একজন আত্মা-জয়কারী হচ্ছেন একজন পাপী যিনি খ্রীষ্টে পরিত্রাণ খুঁজে পেয়েছেন (প্রেরিত ৪ ১২)।

ক) শমরীয়া স্ত্রীলোকটী হল আমাদের মত (শাস্ত্রে তার নাম প্রকাশ করা হয়নি।

খ) তিনি বিভিন্ন ধরণের বাধাগুলোর সম্মুখীন হয়েছিলেন

- **জাতিগত** - তিনি একজন শমরীয়া ছিলেন (৯ পদ)
- **সামাজিক** - তিনি একজন ব্যভিচারিণী ছিলেন (১৮ পদ)
- **ধর্মীয়** - তিনি এমন একটি দলভুক্ত(ছিলেন (শমরীয়া) যারা যিহূদীদের থেকে ভিন্নভাবে আরাধনা করতো (২১-২৩ পদ)।
- তার সঙ্গে কথা বলার সময় যীশু এই বাধাগুলোকে উপে(া করেছিলেন (৭পদ)।

গ) তিনি ভীষণভাবে অনৈতিক সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছিলেন (১৬-১৮ পদ)।

ক) পরিত্র

- তিনি পাপের এক জঘন্য দাসী ছিলেন।
- তার অনৈতিক সমস্যাগুলি তাঁর আত্মার কামনাগুলোকে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল (গীত ৩৮ ৪)

ঘ) যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে একটি সা(াৎকার তার জীবনকে চিরকালের মত পরিবর্তিত করেছিল।

- যীশু ধৈর্য্যসহকারে তার সমস্ত প্র(ের উত্তর দিয়েছিলেন (১২-২৬ পদ)।
- যীশু তাকে সত্যের কাছে এনেছিলেন (২৪ পদ)।
- যীশু একটি পরিত্রাণের জন্য তার প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন (২৬ পদ)।

ঙ) যীশু জীবনে তার সব থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়টী দিতে এসেছিলেন পরিত্রাণ - একটি নতুন জীবন ! শমরীয়া স্ত্রীলোকটির প্রতি তার আবেদনের মধ্যে, যীশু ছিলেন একজন, কার্যকারী আত্মা-জয়কারীর একটি উদাহরণ।

- যীশু তার **অস্তিত্বকে** পরিবর্তিত করেছিলেন - তিনি তাঁর সমস্ত প্রকারের বাধা অতিত্র(ম করে যারা তাকে একদিন সমাজচ্যুত করেছিল তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন (২৮-২৯ পদ)।

- যীশু স্ত্রীলোকটীর **পেশা** পরিবর্তিত করেছিলেন — এখন তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল একজন সা(ী হওয়া (৩৯ পদ)।

- যীশু তার **পরিবেশ** পরিবর্তিত করেছিলেন — তার সমগ্র গ্রামটি বি(্বাসীতে পরিণত হয়েছিল (৪২ পদ)।

- চূড়ান্তভাবে, যীশু বি(্বাসীদের তাঁর উপস্থিতি দিয়ে থাকেন (যাত্রা ৩৩ ১৪(মথি ১ ২৩)(যার ফলে তারা আত্মা-জয়কারীতে পরিণত হয়েছিল।

২। একজন আত্মা-জয়কারী হল একজন বি(্বাসী যে জীবন জল স্বরূপ যীশুতে তৃপ্ত ব্যক্তি((যোহন ৪ ১০-১৫)।

ক) বি(্বাসীরা যীশুর মধ্যে প্রকৃত সন্তুষ্টি খুঁজে পান কারণ তিনি স্বয়ং হচ্ছেন ঈ(্বরের একটি উপহার, যিনি তাদের অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেন (১০ পদ(এছাড়াও যোহন ৩ ১৬(২ করি ৯ ১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। একজন ব্যক্তি(যিনি এই সন্তুষ্টি লাভ করেন, তিনি অন্যদের কাছে তা প্রকাশ করার জন্য আগ্রহী হন (২৮-২৯ পদ)।

খ) জল, জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান, মানুষের শরীরের এবং পৃথিবীর প্রায় ৭০ শতাংশ জল দ্বারা পূর্ণ। যীশু তাদের কাছে জল ও কূপের উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনিই তাদের জীবনের তৃষ(া মেটাতে পারেন, তাদের পরিত্রাণ দিয়ে। যীশু পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারেন কারণ তিনি হচ্ছেন

- **জীবন জল (১০ পদ)।** যীশু অনন্ত জীবন আনেন (১৪ পদ)।

- **তৃষ(াপূরণকারী জল (১৩ পদ)।** কেবল যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের আত্মিক পিপাসা মিটতে পারে। তাঁর কাছে যে স্ত্রীলোকটী এসেছিলেন তিনি আর কখনও আত্মিকভাবে (ধার্ত হবেন না(এবং যিনি তাঁকে বি(্বাস করেছেন তিনি কখনও আত্মিকভাবে তৃষ(ার্ত হবেন না (যোহন ৬ ৩৫)।

- **শুচি এবং জীবন পরিবর্তনকারী জল (১৬-১৯)।** যীশুর সঙ্গে শমরীয়া স্ত্রীলোকটীর সা(াৎকারটি তার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করেছিল, তার পাপ থেকে শুচি করেছিল। এই পরিবর্তনটি দেখা যেতে পারে কারণ, প্রথমে তিনি সামাজিকভাবে গৃহীত হননি (দুপুর বেলায় তিনি একা কূপে জল নিতে এসেছিলেন),কিন্তু পরিবর্তনের পর তিনি সমগ্র গ্রামের লোকদের কাছে খ্রীষ্টের বিষয় সংবাদের সহভাগিতা করতে গেছিলেন (২৮ ২৯ পদ)। এমনকী আজকের দিনেও, যীশুর রক্ত(আমাদের সমস্ত পাপ ধৌত করেন এবং আমাদেরকে এক নতুন সৃষ্টি করতে পারেন (২ করি ৫ ১৭)।

- **উৎলে পড়া জল (১৪ পদ)।** যীশু যে জল (পরিতৃপ্তি) দেন তা বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন একটি জলের উনুইয়ে পরিবর্তিত হয় যা উথলিয়ে ওঠে বা প্রবাহিত হয় (যোহন ৭ ৩৭-৩৯)। একজন বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেন, তখন যীশু তাদের মধ্যে একটি অবিরত, জীবনদানকারী উৎসে পরিণত হন।

গ) শমরীয়া স্ত্রীলোকটীর মত, একটি আত্মা-জয়কারিণীর জীবন তেমনই হওয়া উচিৎ যেন বুঝতে পারা যাবে যে তিনি জীবন-জল পান করেছেন (তাঁর মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ আছে)। তাঁর প্রবাহের ধারা অন্য ব্যক্তির মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌ তোলার মত অর্থাৎ অধিক সংখ্যক লোকের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার মত।

৩। **একজন আত্মা-জয়কারিণী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার কাছে ঈশ্বরের বাক্য আছে (যোহন ৪ ২৯)।** যীশুর দ্বারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত এবং সর্বদা তাঁর মধ্যে পরিতৃপ্তি, একজন আত্মা-জয়কারিণী শমরীয়া স্ত্রীলোকটীর মত, সহভাগিতা করার জন্য একটি বার্তা থাকে

ক) **সত্যের** বার্তা ''আইস, একটী মানুষকে দেখ, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি সকলই আমাকে বলিয়া দিলেন'' (২৯ পদ)। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে যীশু তাঁকে যা বলেছিলেন তা সত্য। আমাদের কাছে যীশুর বার্তা আছে যিনি হলেন সত্য (যোহন ১৪ ৬)।

খ) **আশার** বার্তা ''... তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট নহেন?'' (২৯ পদ)। তার কাছে তাদের গ্রামে মশীহের আগমনের বার্তা ছিল। সত্য ঘটনা হল আত্মিক অন্ধকারের, ব্যবস্থার এবং নিয়ম-কানুনের অধীনস্থ ঐ শমরীয়া নারীও আগ্রহের সঙ্গে মশীহের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি তাদের কাছে আশার বার্তা এনেছিলেন তিনি মশীহ হতে পারেন! বাস্তবিকই, তিনি হলেন মশীহ (২৬ পদ)!

গ) **চ্যালেঞ্জের বার্তা** ''তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট নহেন...'' (২৯ পদ)?'' তিনি তাদের চিন্তা করতে এবং সেই মত কাজ করতে তাদের কৌতুহলকে সক্রিয় করেছিলেন।

ঘ) **আমন্ত্রণের বার্তা** ''আইস, একটী মানুষকে দেখ...'' (২৯ পদ)। তিনি তাঁর সত্য, আশা এবং চ্যালেঞ্জের বার্তাসহ, তাদেরকে আসার জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে যীশুর অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

৪। **একজন আত্মা-জয়কারিণী হলেন একজন আগ্রহী সাক্ষ্যদানকারিণী (যোহন ৪ ২৮)।** তিনি হলেন

ক) **আনন্দপূর্ণ (২৮ পদ)।** শমরীয়া স্ত্রীলোকটীর মধ্যে এত অধিক আনন্দ ছিল যে

তিনি কলশী ফেলে রেখে চলেগেছিলেন! তিনি জীবন জল গ্রহণ করেছিলেন (যীশুকে) এবং অনন্তকালীন লাভের আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন এবং শুচি হয়েছিলেন, সম্পূর্ণ হয়েছিলেন এবং উথলিয়ে পড়েছিলেন।

খ) **সাহসী (২৮ পদ)।** তিনি তাঁর নিজের নগরে ফিরেগেছিলেন, যদি তার সামাজিক মর্যাদা খারাপ ছিল। তিনি সেই সমস্ত লোকদের কাছে গেছিলেন যারা তাকে সমাজচ্যুত করেছিলেন।

গ) **দুঃসাহসিক (২৯ পদ)।** তিনি তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, ''আইস এবং দেখ।'' তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে যীশু খ্রীষ্ট হতে পারেন এবং তাদের তাঁর কাছে আনার জন্য তাদের কৌতুহলের ওপর ভরসা করেছিলেন।

ঘ) **লজ্জাহীন (২৯ পদ)।** তিনি বলেছিলেন, ''আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি সকলই আমাকে বলিয়া দিলেন।'' এই কথার মধ্যে দিয়ে তিনি যা কিছু করেছিলেন, সেই সকল বিষয় স্বীকার করেছিলেন, যীশু তাকে শুচি করার আগে এই বিষয়টি তাকে বিহ্বল করতো। তিনি তার রূপান্তরিত হওয়ার সমস্যাটি বলতে লজ্জাবোধ করেন নি।

ঙ) **উদ্যমী (২৯ পদ)।** তিনি সঠিক সময়ে সা(্য দিয়েছিলেন। তিনি তার সময় নষ্ট করেন নি। তিনি কারও সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। তিনি তার সাহসীকতার পরিণতিগুলোর বিষয়ে ভীত হননি। তিনি এটা সঠিক সময়ে করেছিলেন — যীশু অন্য একটি নগরে যাওয়ার পথে ছিলেন।

চ) **ফলপ্রসূ (৩৯-৪২ পদ)।** তার সা(্যের কারণে তার গ্রাম থেকে অসংখ্য শমরীয়ার লোকেরা বি(াস করেছিল এবং যীশুর কাছে এসেছিল। যীশু স্বয়ং তাদের সং(েপ শিষ্য করেছিলেন, যাতে তাদের বি(াস ব্যক্তি(গত হয়। তাদের বি(াস ছিল যীশু খ্রীষ্টে, শমরীয়া স্ত্রীলোকটীর প্রতি নয়। এটা উত্তম সা(্য দানের একটি চিহ্(— তিনি লোকদের যীশু খ্রীষ্টে ব্যক্তি(গত, পরিত্রাণকারী বি(াসের কাছে এনেছিলেন।

আলোচ্য প্র(াবলী

১। শমরীয়া স্ত্রীলোকটী তার পাপপূর্ণ জীবনের জন্য এবং সমাজের বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যীশু তার কাছে সা(্যদানের জন্য ঐ বাধাটি জয় করেছিলেন। আপনার সুসমাচার সহভাগিতা (ে ত্রে সংস্কৃতির দ্বারা সৃষ্ট বাধাগুলোকে আপনি কীভাবে জয় করবেন?

২। শমরীয়া স্ত্রীলোকটীর মত যিনি আগ্রহী সা(ী, তার ছটি গুণাবলী কি কি? আপনি কি একজন আগ্রহী সা(ী? কেন হাঁ অথবা কেন না?

প্রার্থনা

প্রভু, আমাকে একটি ফলপ্রসূ আত্মা-জয়কারিণী ক(ন। আমাকে আনন্দে পূর্ণ হতে, এবং যীশুই যে জীবন-জল তা প্রত্যেকের কাছে সাহসের সঙ্গে এবং নির্ভীকভাবে বলতে সাহায্য করন। তারপর আমাকে একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী হতে এবং আমি যাদের শিষ্যা করবো, তাদের বৃদ্ধি দিতে আমাকে সাহায্য ক(ন, যত(ণ না তারা উত্তম ফল বহন করতে পারে। আমেন

টীকাসমূহ

৯

নয়মী এবং রূত
উত্তম শিষ্যত্বের জন্য পরামর্শ দান করা

মূল পদ তীত ২ ৩-৪ক

''সেইরূপে প্রাচীনদিগকে বল, যেন তাঁহারা আচার ব্যবহারে ভয়শীলা হন, অপবাদিকা কি বহুমদ্যের দাসী না হন, সুশি(াদায়িনী হন(তাঁহারা যেন যুবতীদিগকে সংযত করিয়া তুলেন...।''

শাস্ত্রাংশ রূতের বিবরণ পুস্তক

ভূমিকা

১। যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা শিষ্যত্বের নীতিগুলো গঠন করা হয়েছিল। তিনি ১২ জন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি আরও অধিক ঘনিষ্ঠ শিষ্য প্রস্তুতকারী হিসাবে তাদের মধ্যে থেকে তিন জনকে মনোনীত করেছিলেন (পিতর, যাকোব এবং যোহন)। তারা তিনজন একটি সংি(প্ত সময়ের জন্য এক সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু সেই সময়টাই যথেষ্ট ছিল।

২। একজন শিষ্যা প্রস্তুতকারিণীর ল(্য হচ্ছে কার্য্যকারী নেত্রীবর্গের বৃদ্ধির বিষয় উৎসাহিত করা এবং পরিচর্য্যা কাজের জন্য তাদের প্রস্তুত করা (২ তীম ৪ ১-২)। শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীর আরেকটি নাম হচ্ছে পরামর্শদাত্রী, যা ''একজন বিজ্ঞ অথবা বি(স্ত শি(কা অথবা পরামর্শদাত্রী হিসাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।'' একজন পরামর্শদাত্রী যাকে পরামর্শ দান করেন তাকে একজন 'পরামর্শ গ্রহণকারিণী' নামে অভিহিত করা হয়।''

৩। বাইবেলের একটি বই রূতের বিবরণ পুস্তকের মধ্যে এবং নয়মীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি অধ্যয়নের মধ্যে নীতিটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (রূত হচ্ছেন পরামর্শ গ্রহণকারিণী এবং নয়মী হচ্ছেন পরামর্শদাত্রী)।

একজন উত্তম পরামর্শদাত্রীর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। উত্তম পরামর্শদাত্রী তারাই যারা **সাংস্কৃতিক/সামাজিক বাধাগুলোকে অগ্রাহ্য করেন (১ ৩-৪)।** নয়মী যিহূদী ছিলেন। রূত ছিলেন মোয়াবিয়া।

ক) জাতিগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধাগুলো হচ্ছে আমাদের জগতের বিষয়, এই বিষয়গুলো ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ হবে না।

খ) ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম হচ্ছে প্রেম। প্রেম হচ্ছে এমনই একটি বিষয় যা আমাদের সেই সমস্ত লোকদের কাছে যেতে বাধ্য করে যারা আমাদের মত নয়।

গ) আমরা যখন কোন ব্যক্তি(কে পরামর্শ দান করার বিষয় চেষ্টা করবো বা আন্বেষণ করবো, তখন আমাদের দুটো চোখ ঈশ্বরের মত হওয়া উচিৎ, যিনি সাংস্কৃতিক অথবা জাতিগত প্রতিবন্ধকতাগুলোর প্রতি অন্ধ (২ পিতর ৩ ৯)।

২। উত্তম পরামর্শদাত্রীদের **একটি দর্শন/ল(য থাকবে (১ ৬-৭)।** নয়মী জানতেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন — তিনি যিহূদায় ফিরে আসছিলেন।

ক) পরামর্শদাত্রীর মনের মধ্যে তার চূড়ান্ত গন্তব্য পথের বিষয় জানা প্রয়োজন। সম্পর্কের আকাঙ্ি(ত চূড়ান্ত ফল কি (হিতোপদেশ ২৯ ১৮)?

খ) শিষ্যত্ব নিজের-উন্নতির থেকেও অধিক কিছু(এটা হচ্ছে খ্রীষ্টের মতহওয়ার জন্য কোন একজনকে শি(া দেওয়া (২ করি ৩ ১৮)।

৩। উত্তম পরামর্শদাত্রীরা **ব্যক্তি(গত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে (১ ৮-৯)।** নয়মী অর্পা এবং রূতকে তারা যা করতে চায় তা মনোনীত করতে দিয়েছিলেন।

ক) মানুষ কি করবে সেই বিষয়টি মনোনীত করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে অধিকার দিয়েছিলেন।

খ) একটি পথ মনোনীত করার এবং সেই পথটি জোর করে পরামর্শ গ্রহণকারিণীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টি একটি পরামর্শদাত্রীর ভূমিকা কখনও নয়।

গ) উত্তম পরামর্শদাত্রীরা স্পষ্টভাবে সঠিক পথটি দেখিয়ে দেন এবং সেই পথটি বেছে নেওয়ার অথবা প্রত্যাখ্যান করার বিষয় পরামর্শ গ্রহণকারিণীকে স্বাধীনতা দেন।

ঘ) পরামর্শ গ্রহণকারিণী ভুল করলেও পরামর্শদাত্রীকে তার প্রতি সম্মতিসূচক এবং প্রেমপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

৪। উত্তম পরামর্শদাত্রীরা **ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগাবে (২ ১৯)।** নয়মী রূতকে দায়বদ্ধ হওয়ার বিষয় উৎসাহিত করেছিলেন।

ক) পরামর্শদাত্রীরা পরামর্শ গ্রহণকারিণীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ের উপরে উপদেশ দেন।

খ) নিয়ন্ত্রণ করার মূল উদ্দেশ্য কৈফিয়ৎ নেবার জন্য নয় বরং শি(াদান এবং লালনপালন করার ।

৫। উত্তম পরামর্শদাত্রীগণ **তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি অপরের কাছে তুলে ধরেন (২ ২০)।** নয়মী যিহূদীদের সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিগুলো জানতেন — রূত জানেন না। নয়মী এই তথ্যগুলো রূতকে শি(া দিয়েছিলেন এবং তাকে যথাযথ পদ(প গ্রহণ করার জন্য পরিচালিত করেছিলেন।

ক) পরামর্শ গ্রহণকারিণীদের সম্মুখবর্তী নতুন জীবনের সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক মানিয়ে নেওয়ার বিষয় সাহায্য করতে পরামর্শদাত্রীদের নিজস্ব জ্ঞান এবং দ(তা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়।

খ) ঈশ্বরের বাক্য জানা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার মাধ্যমে জ্ঞান আসে, ঈশ্বর জীবনের এবং পরিচর্য্যার প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি দেন।

গ) উত্তম পরামর্শদাত্রীর ল(্য হচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত পরামর্শ গ্রহণকারিণীকে ঈশ্বরের জ্ঞানের এবং প্রজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল করা এবং তার নিজের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল করা নয়।

৬। উত্তম পরামর্শদাত্রী **ঐশ্বরিক পরামর্শ দেন (২ ২২, ৩ ৩-৪)।** নয়মী রূতকে উত্তম উপদেশ দানের জন্য তার বুদ্ধি ব্যবহার করেছিলেন।

ক) কেবল ঈশ্বরের বাক্য থেকেই ধার্মিক মন্ত্রণা আসে। শিষ্যা তৈরীর (ত্রে মানবিক জ্ঞান অথবা পর্যবে(ণগুলোর ওপর ভিত্তি করে উপদেশ দেওয়া উচিৎ নয় (হিতোপদেশ ২ ৬)।

খ) মন্ত্রণা দানের বিষয়টির সঙ্গে কেবল বলার বিষয়টিই যুক্ত(থাকে না, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শোনার বিষয়টিও যুক্ত(থাকে (যাকোব ১ ১৯)।

গ) পরামর্শদাত্রীর ধার্মিক জীবন তার কর্তৃত্বের প্রতি পরামর্শ গ্রহণকারিণীকে ইতিবাচকভাবে সাড়া দান করতে সাহায্য করে।

৭। উত্তম পরামর্শদাত্রীর সাহায্য করার **হৃদয় থাকবে (৩ ১)।** নয়মী রূতের কল্যাণের বিষয় চিন্তান্বিতা ছিলেন।

ক) পরামর্শদাত্রীদের মনে রাখা উচিৎ যে তারা যাদের পরামর্শ দান করছেন তাদের জন্য তারা ঈশ্বরের প্রেমের একটি প্রতিনিধি এবং মাধ্যম বা চ্যানেল।

খ) সহমর্মিতা এবং স্নেহশীলতা, পাপের বি(দ্ধে ভয়হীন অনুযোগের সঙ্গে এক সাথে মিশ্রিত হয়ে সঠিক ভারসাম্যতা র(া করবে (ইফিষীয় ৪ ৩২)।

একজন উত্তম পরামর্শ গ্রহীতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। উত্তম পরামর্শ গ্রহণকারিণীগণ **তাদের পরামর্শদাত্রীদের প্রতি গভীর অনুরাগ দেখাবে (১ ১৪-১৭)।** রূত নয়মীর প্রতি অনুরক্ত(ছিলেন, তিনি তাঁর প্রতি প্রেম, চিন্তা এবং শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন।

ক) রূত নয়মীর ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য তার নিজের পরজাতীয় দেবতার আরাধনা করার বিষয়টি সাড়া জীবনের মত ত্যাগ করেছিলেন (হিতোপদেশ ২৮ ১৩(প্রেরিত ৩ ১৯)।

খ) তার মায়ের ঘরে ফিরে না যাওয়া, কিন্তু নয়মীর সঙ্গে থাকার বিষয় মনোনীত করার তাঁর ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে রূতের ভালবাসার বিষয়টী প্রকাশিত হয়েছিল (১ পিতর ১ ২২)।

২। উত্তম পরামর্শ গ্রহণকারিণীরা **বাধ্য হবেন (৩ ৫)।** নয়মী যখন তাকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, রূত যথাযথভাবে তা পালন করেছিলেন, যেভাবে নয়মী তাকে করতে বলেছিলেন।

ক) একটি বাধ্য হৃদয় হচ্ছে একটি নম্র হৃদয়, এবং একটি সফল শিষ্যা তৈরীকারী সম্পর্কের মূল চাবিকাঠি (গীত ৫১ ১০-১২)।

খ) যারা ঈশ্বরের কাছে আসেন তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে আসা উচিৎ এবং তাদের চিন্তাগুলোর মাধ্যমে সাধারণভাবে আসা উচিৎ নয় (যোহন ৪ ২৪)।

৩। উত্তম পরামর্শ গ্রহণকারিণীদের নিজস্ব ধারণা থাকবে (২ ২)। রূত নয়মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি অবশিষ্ট শস্যদানা কুড়ানোর জন্য (ে ত্রে যাবেন কি না।

ক) পরামর্শ গ্রহণকারীদের সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে হবে এবং তারা আগে কখনও চেষ্টা না করলেও তাদের নতুন নতুন ধারণা থাকতে হবে (যিশাইয় ৪৩ ১৯)।

খ) ব্যর্থ হওয়ার বিষয় মনে হলেও নতুন কোন বিষয় চেষ্টা করা হল একটি উপায় যার সাহায্যে শিষ্যরা শেখেন এবং বৃদ্ধি লাভ করেন।

৪। উত্তম পরামর্শ গ্রহণকারিণীরা **তাদের কথায় সৎ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন (২ ১৯-২২)।**

ক) শাস্তির ভয় না করে রূত নয়মীর প্র(গুলোর উত্তর দিয়েছিলেন।

খ) তিনি সৎভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, ভাল নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি নয়মীকে দিয়েছিলেন (১ পিতর ৩ ১৫)।

পরামর্শদানের সম্পর্কের মধ্যে আশীর্ব্বাদসমূহ

১। পরামর্শদাত্রী এবং পরামর্শ গ্রহণকারিণী উভয়েই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের সহভাগিতা করেন (৩ ১৬-১৮(৪ ১৪-১৬)। নয়মী রূতের আশীর্ব্বাদের সহভাগিতা করেছিলেন।

ক) পরামর্শদানের সম্পর্কের মূল ল(্য হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধি করা, এবং সকলে একত্রে এর অংশ গ্রহণ করা।

খ) পরামর্শ গ্রহণকারিণীর সাফল্য পরামর্শদাত্রীর দ্বারা উদ্‌যাপিত হওয়া উচিৎ এবং এটা কখনও ঈর্ষার কারণ হওয়া উচিৎ নয় (১ পিতর ২ ১)।

গ) তারপর পরামর্শ গ্রহণকারী যখন নিজে একজন পরামর্শদাত্রীতে পরিণত হবেন তখন এই আশীর্ব্বাদগুলো অন্যদের কাছেও সঞ্চারিত হবে।

২। পরামর্শদাত্রী এবং গ্রহণকারিণী একত্রে অন্যদের কাছে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসেন (৪ ১৮-২২)। নয়মী এবং রূতের সম্পর্কের মাধ্যমে, একটি নতুন পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা তাদের কাছে মহান আশীর্ব্বাদ এবং আনন্দ এনেছিল। ঈশ্বরের লোকেরা যখন সংহতির মধ্যে একত্রে কাজ করেন, তখন তাঁর রাজ্য ধন্য হয় (গীত ১৩৩ ১)। রূত এবং বোয়সের বংশধর, যীশুর মাধ্যমে সমগ্র জগৎ আশীর্ব্বাদ ধন্য হয়েছিল (১ করি ১৫ ২২)।

আলোচ্য প্র(াবলী

১। একজন উত্তম পরামর্শদাত্রীর গু(ত্বপূর্ণ গুণাবলীগুলো কি কি? আপনার কি ঐ

গুণগুলো আছে? আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে দেখানোর জন্য সব থেকে কঠিন গুণটি কি এবং কেন এটা কঠিন?

২। একজন উত্তম পরামর্শ গ্রহণকারিণীর গু(ত্বপূর্ণ গুণগুলো কি কি? আপনার কি ঐ গুণগুলো আছে? কোন্‌গুণটি ব্যাখ্যা করে দেখানো আপনার প(ে সব থেকে কঠিন, এবং কেন?

প্রার্থনা

প্রভু যীশু, একজন উত্তম পরামর্শ দানকারী হতে, দয়া এবং প্রেম দেখাতে এবং তুমি আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছ তা অন্যদের সঙ্গে সহভাগিতা করতে আমাকে সাহায্য কর। আমি কাকে পরামর্শ দেব তা অনুগ্রহ করে আমাকে দেখাও, এবং যারা আমাকে তোমার সমস্ত পথের বিষয় শি(া দেন তাদের কাছে আমাকে একজন উত্তম এবং বি(স্ত পরামর্শ গ্রহণকারিণী হতে সাহায্য ক(ন। আমি উত্তম শিষ্যত্বের জন্য যে পরামর্শ দানকারী সম্পর্কের মধ্যে আছি। সেই সম্পর্কের মাধ্যমে পৃথিবী যেন আশীর্ব্বাদযুক্ত(হতে পারে। আমেন।

১০

প্রিষ্কিল্লা
একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী

মূল পদ ২ তীমথিয় ৪ ২

"তুমি বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে কার্য্যে অনুরত্ত(হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণু(তা ও শি(াদান পূর্বক অনুযোগ কর।"

যে সমস্ত শাস্ত্রাংশগুলোতে প্রিষ্কিল্লার উল্লেখ আছে প্রেরিত১৮ ১-৪, ১৮-২২, ২৪-২৬(রোমীয় ১৬ ৩-৪(১ করি ১৬ ১৯(তৃতীয় ৪ ১৯

ভূমিকা

১। আক্কিলা ইতালীর পণ্টাস থেকে এসেছিলেন এবং করিন্থে তিনি তার স্ত্রী প্রিষ্কিল্লার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন (প্রেরিত ১৮ ২)। রোমান সম্রাট ক্লৌদিয়ের ৫২ খ্রীষ্টাব্দের সমস্ত যিহূদীদের রোম ছেড়ে চলে যাওয়ার একটি আদেশ জারি হওয়ার কারণে তারা নির্বাসিত হয়েছিলেন। নতুন নিয়মে প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিল্লার কথা ছ-বার উল্লেখ করা হয়েছে। (উপরের শাস্ত্রাংশগুলো দ্রষ্টব্য।)

২। তাদের সর্বদা দম্পতি হিসাবে নাম করা হয়েছে, কখন ব্যত্তি(গতভাবে একজনের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৩। চারটি স্থানে, প্রথমে প্রিষ্কিল্লার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পু(ষ শাসিত সমাজে একটি স্ত্রীলোকের জন্য এটা ছিল অপূর্ব স্বীকৃতি।

৪। নিম্নলিখিত ছটি গুণাবলীর তালিকাটি প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলার পরিচর্য্যা কাজটি কীভাবে আমাদের শিষ্যা তৈরীর জন্য কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে।

একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীর ছয়টি বৈশিষ্ট্য (যা প্রিষ্কিল্লার জীবনে দেখা যায়)

১। একজন শিষ্যা প্রস্তুতকারিণী ঈশ্বরের বাক্য শিখবে এবং তাতে নিমগ্ন থাকবে (প্রেরিত১৮ ১-১১,১৬)।

ক) এটা স্পষ্ট যে প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলা উভয়েই সমর্পিত খ্রীষ্টান ছিলেন।

খ) ঈশ্বর, তাদের তাম্বু-নির্মাণকারী পেশার সঙ্গে পৌলকে যুক্ত(করেছিলেন। করিন্থে তাদের গৃহে ১৮ মাস যাবৎ থাকাকালীন, পৌল তাদের ঈশ্বরের বাক্য শি(া দিয়েছিলেন।

গ) পরে, তারা নিজেরাই আপল্লোকে শি(া দিতে স(ম হয়েছিলেন। এইভাবে, শিষ্যা প্রিষ্কিল্লা শি(কা প্রিষ্কিল্লায়, অথবা একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী প্রিষ্কিল্লায় পরিণত হয়েছিলেন।

ঘ) প্রিষ্কিল্লার পরিচর্য্যা কাজটি প্রমাণ করে যে তিনি যীশুর শিষ্যা ছিলেন ও তার বাক্যের কার্য্যকারী ছিলেন (যোহনে ৮ ৩১)। প্রিষ্কিল্লা যে অবিরত খ্রীষ্টের বাক্য মান্য করে চলছিলেন এবং তিনি যে বাস্তবিক তাঁর একজন শিষ্যা ছিলেন সেই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর পরিচর্য্যা কাজটি হল একটি চিহ্((যোহন ৮ ৩১)। একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী হচ্ছেন নিজেও একজন শিষ্যা এবং ঈশ্বরের বাক্যের একজন আজীবন শি(ার্থী।

ঙ) একজন স্বামী এবং স্ত্রী, যারা একত্রে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেন এবং সেইরূপ জীবন যাপন করেন, তারা একটি আদর্শ শিষ্যা প্রস্তুতকারিণীর দল তৈরী করতে পারেন।

২। একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীর অতিথিসেবাপরায়ণ হবেন (প্রেরিত১৮ ৩(১৮ ২৬(১ করি ১৬ ১৯)।

ক) প্রিষ্কিল্লা অতিথিসেবাপরায়ণ ছিলেন।

- পৌলের কাছে(করিন্থে নিজেরা শরণার্থী হিসাবে থাকা সত্ত্বেও তারা পৌলের প্রথম সুসমাচার প্রচার অভিযানে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।
- মণ্ডলীর কাছে তারা যখন পৌলের সঙ্গে ইফিষে যাত্রা করেছিলেন, তখন তারা খ্রীষ্টানদের আরাধনার স্থান হিসাবে এবং বিশ্বাসীদের শিষ্য/শিষ্যা করার জন্য তাদের গৃহের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।
- আপল্লোর কাছে, তারা যখন অনুভব করেছিলেন যে আপল্লোকে ঈশ্বরের

পথের মধ্যে আরও অধিক ত্রুটিহীনভাবে শি(া দেওয়া জ(রী, তখন তারা আপল্লোর কাছে অতিথিসেবাপরায়ণ হয়েছিলেন।

খ) খ্রীষ্টিয় কল্যাণমূলক কাজের (ে ত্রে অতিথিসেবাপরায়ণতা হল একটি গু(ত্বপূর্ণ অংশ (১২ ১৩)।

গ) সাধারণ দয়া অপে(া অতিথিপরায়ণতা হল আরও ভাল। এর অর্থ হচ্ছে যারা শেষের, যারা (ুদ্র, যারা সব থেকে নীচু শ্রেণীর, এবং যারা পতিত, তাদের কাছে ঈ(রের মহান প্রেমের বিষয়টী অবগত করার জন্য সহভাগিতার মধ্যে তাদের অভ্যর্থনা জানানো।

ঘ) ঈ(রের মহান আদেশকে পূর্ণ করার মধ্যে অতিথি সেবা হল মূল বিষয়, তা আমরা আরাধনা ও পরামর্শ দান করে থাকি। তাই বাড়ী হল গু(ত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম যেখানে প্রচার ও শিষ্য তৈরী করা যেতে পারে।

৩। একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী কোন্‌টি ভাল বা মন্দতা বোঝার অনুভূতি থাকবে (প্রেরিত ১৮ ২৪-২৬)।

ক) প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলা আপল্লোর শি(ার ত্রুটিগুলো উপলব্ধি করতে স(ম হয়েছিলেন।

- আপল্লো ছিলেন একজন সাহসী মানুষ যিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে এবং নিখুঁতভাবে যীশুর বিষয় শি(া দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলা যখন তাঁর প্রচার শুনেছিলেন। তারা তাঁর প্রচারের মধ্যে একটি অত্যন্ত গম্ভীর ত্রুটি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের বিষয় জানতেন।
- তারা তাঁকে তাদের গৃহে এনেছিলেন এবং সত্যের বিষয়ে এক পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

খ) অসংখ্য মিথ্যা গু(এবং তাদের শি(া যখন সম্মুখীন হবে, তাদের ত্রুটিগুলো উপলব্ধি করার এবং সত্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য অবশ্যই বাক্য জানতে হবে (মথি ২৪ ১১-১৪)।

গ) সত্য অথবা মিথ্যার প্রভেদ নিরূপণ করার বিষয়টি হল পর্যবে(ণ অপে(া গু(ত্বপূর্ণ(এটা হচ্ছে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈ(রের সত্য এবং জ্ঞানের প্রকাশ।

৪। **একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীকে তার সময় দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে (প্রেরিত ১৮ ২৪-২৬)।**

ক) পৌলের কাছ থেকে শি(া গ্রহণ করার পর, প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলা তাঁর সহমিশনারীতে পরিণত হয়েছিলেন। এর জন্য তাদের অনেক সময় দিতে হয়েছিল, এটা না করলে, তারা এই সময়টা তাদের ব্যবসায় ব্যবহার করতে পারেন।

খ) তারা যখন আপল্লোর সঙ্গে সা(াৎ করেছিলেন, তখন তারা ঈশ্বরের পথে আরও ত্রুটিহীনভাবে তাঁকে শি(া দানের জন্য সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

গ) তারা যখন পৌলের সঙ্গে ইফিষে গেছিলেন, তারা মণ্ডলী হওয়ার জন্য তাদের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত(করেছিলেন। এর জন্যেও অবশ্যই তাদের অনেক সময় দিতে হয়েছিল।

ঘ) শিষ্যাদের আরও শিষ্যা তৈরী করতে হয়। আমাদের শিষ্যা তৈরীর তিনটি দিক আছে আমরা খ্রীষ্টের জন্য লোকদের **জয় করি**, ঈশ্বরের বাক্যের ওপর তাদের **গড়ে তুলি** এবং অন্যদের শিষ্যা করার জন্য তাদের **প্রেরণ করি**। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়, যা দেওয়ার জন্য শিষ্যাদের প্রস্তুত থাকা উচিৎ, খ্রীষ্টের জন্য তাদের সময় ত্যাগ করা উচিৎ।

৫। **একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীকে কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ (রোমীয় ১৬ ৩(প্রেরিত ১৮ ২)।**

ক) তাড়না এবং রোমীয় সম্রাটের নিষ্ঠুর আদেশ প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলাকে রোম থেকে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু এটা তাদের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগকে আরও প্রসারিত করেছিল। তারা কমপ(তিনবার স্থানান্তরিত হয়েছিলেন (রোম থেকে করিন্থে, করিন্থ থেকে ইফিষে, ইফিষ থেকে রোমে)। প্রত্যেক সময়, তারা ব্যক্তি(বর্গের এবং নগরগুলোর প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের আহ্বানের উত্তর দিয়েছিলেন।

খ) প্রিষ্কিল্লা এবং তাঁর স্বামী যখন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী পরিচর্য্যা কাজের সঙ্গে যুক্ত(হয়েছিলেন, তখন তারা তাঁবু-প্রস্তুত করে তাদের ব্যায়ভার চালাতেন। আজকের দিনেও আমাদের ''তাঁবু-প্রস্তুতকারিণীদের'' প্রয়োজন — যারা কোন ব্যবসা অথবা পেশার দ্বারা নিজেদের আর্থিক খরচ চালাতেন এবং সুসমাচার প্রচারক হিসাবে এবং শিষ্যা প্রস্তুতকারী হিসাবে কাজ করবেন। অন্যদের কাছ

থেকে কোন আর্থিক সাহায্য না পেয়েও একজন ব্যক্তি(শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী হতে পারেন।

গ) পৌলের সহকর্মী হিসাবে রোমে থাকাকালীন, তারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পৌলকে র(া করেছিলেন। পৌলকে র(া করার মধ্যে দিয়ে, তারা পরজাতীয়দের কাছে প্রেরিতের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। সেই কারণে, পৌল বলেছিলেন, তাদের কাছে সমস্ত পরজাতীয় খ্রীষ্টানরা কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ঘ) শিষ্যাদের কষ্টভোগ প্রত্যাশা করা উচিৎ — এটা তাদের কাছে অবশ্যই আসবে। পরিচর্য্যা কাজের মধ্যে টিকে থাকার জন্য কষ্টভোগের জন্য আত্মিক প্রস্তুতি অপরিহার্য্য।

৬। একজন শিষ্যা প্রস্তুতকারিণীকে পরিচর্য্যা কাজে অন্যদের সহযোগীতা করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ (রোমীয় ১৬ ৩-৪)।

ক) প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলা পরস্পরের সঙ্গে, পৌলের সঙ্গে, আপল্লোর সঙ্গে এবং তীমথিয়ের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তারা তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব অনুশীলনের মধ্যে অহংশূন্য ছিলেন। ল(্য ক(ন, প্রিষ্কিল্লা খুব সহজেই পু(ষদের সঙ্গে অংশীদারদের মধ্যে কাজ করেছিলেন, বিশেষ করে তার স্বামীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। বিবাহে এবং ব্যবসায় তাদের শক্তি(শালী অংশীদারত্বের বিষয়টি সমস্ত খ্রীষ্টানদের কাছে একটি উত্তম উদাহরণ।

খ) প্রিষ্কিল্লা এবং আক্কিলা আপল্লোকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, পরে যিনি খ্রীষ্টের জন্য পরিচর্য্যার কাজে একজন অত্যন্ত সফল হয়েছিলেন। শিষ্যা প্রস্তুতকারিণীদের নতুন নেতাদের লালনপালন করার জন্য মুক্ত(হৃদয় থাকতে হবে এবং তাদের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিৎ নয়।

গ) একজন স্ত্রীর ভূমিকা হচ্ছে স্বামীর অথবা অন্য পু(ষের কর্তৃত্বের অংশীদারত্বের মধ্যে থাকা, কখনও তাদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ নয়, কিন্তু তাদের পরিচর্য্যা কাজকে উন্নত করা এবং লাভ যুক্ত(করা উচিৎ। পরিচর্য্যা কাজের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকদের নের্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত(অন্যদের সঙ্গে , বিশেষ করে পু(ষদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কঠিন হওয়া উচিৎ নয়।

ঘ) পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা এবং অংশীদারত্ব হল ঈ(রের প্রেমের ব্যাখ্যা প্রদর্শনের একটি উপায়, যা খ্রীষ্টের দেহরূপে মণ্ডলীকে প্রকাশ করে। পৌল

জোরালোভাবে প্রকাশ করেছেন যে আমরা হলাম সহকর্মী, এমন কি ঈশ্বরেরও সহকর্মী (১ করি ৩ ৫-৯)।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। একজন উত্তম শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী অতিথিসেবাপরায়ণতার বিষয়টি অনুশীলন করেন। আপনার কাছে একটি সুন্দর ঘর অথবা অনেক টাকা না থাকলেও কি কি ভাবে আপনি অতিথিসেবাপরায়ণ হতে পারেন?

২। একজন উত্তম শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী মহান আদেশ সম্পূর্ণ করার জন্য সময়ের ত্যাগ স্বীকার করেন। শিষ্যা প্রস্তুত করার জন্য অধিক সময় দানের জন্য আপনি ভিন্নভাবে কি কি কাজ করতে পারেন?

প্রার্থনা

প্রভু ঈশ্বর, আমাকে একজন উত্তম শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী হতে সাহায্য কর! তোমার বাক্যকে ভালবাসতে সাহায্য কর, অন্যদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক তৈরী করতে সাহায্য কর, এবং নতুন নেত্রীবর্গের উন্নয়ন পরিচর্য্যা কাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় সময় বিনিয়োগ করার জন্য সময়ের ত্যাগস্বীকার করতে সাহায্য কর। আমেন।

টীকাসমূহ

১১ উ্যম্যেন্ নেটওয়ার্ক এবং এর সদস্যাগণ

মূল পদ ২ তীমথিয় ২ ২

''আর অনেক সা(ীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বি(স্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য লোককেও শি(া দিতে স(ম হইবে।''

ভূমিকা এবং দর্শন

১। WIN হচ্ছে 'উ্যম্যেন্ ইমপ্যাক্ট নেট ওয়ার্ক।'

ক) দি অ্যাসৌশিয়েশন ফর ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট (AIDA) একটি নতুন মহিলা আন্দোলন শু(করেছে WIN

খ) এই আন্দোলনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদের শিষ্যত্বের জন্য খ্রীষ্টান মহিলাদের সাপ্তাহিকভাবে একসঙ্গে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানানো।

গ) যে মহিলাগণ WIN এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে অন্য মহিলাদের পরামর্শদানে অংশগ্রহণ করেন, তাদের প্রত্যেককে ''উ্যম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্কের সদস্যা'' নামে অভিহিত করা হয়।

২। দর্শনসংক্র(ান্ত বিবৃতি

WIN খ্রীষ্টীয় মহিলাদের দর্শন দান করে, আরও গভীর শিষ্যদের জন্য আহ্বান জানায়, অন্য মহিলাদের কর্মশক্তি (সম্পন্না, আত্মিক গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যারা পরবর্তী সময়ে শক্তি(শালী শিষ্যা প্রস্তুতকারিণী পরিণত হন।

৩। মিশনসংত্র(ান্ত বিবৃতি

ক) খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যা হওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করতে অথবা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে WIN-এর শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যে WIN মনোনীত স্ত্রীলোকদের প্রভাবিত করবে।

খ) তারা সাহিত্য ও ব্যবহারিক কৌশলেগুলোর মাধ্যমে কর্ম-প্রেরণা ও প্রস্তুত করার কাজটি করবেন। যেন অন্য মহিলাদের মধ্যে বাইবেল কেন্দ্রীক আধ্যাত্মিক জীবনে তাদের বলিয়ান করতে পারেন —তাদের যেন যীশুর কাছে আনতে পারেন, পরামর্শ দেন ও শিষ্যরা করেন।

৪। পাঠত্র(ম

উ্যম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেট ওয়ার্কের মহিলাদের জন্য শিষ্যত্ব সহায়িকা (DM), শিষ্যত্ব, শিষ্যা-প্রস্তুতকরণ, সুসমাচার- প্রসার, দলগঠন, এবং পরামর্শদাত্রীর দ(তার ওপর পাঠগুলোসহ একটি নির্দেশিকা পুস্তক WIN শীর্ষ সম্মেলনের জন্য পাঠত্র(ম হিসাবে দেওয়া হবে, এই বইটা WIN-এর সদস্যাগণ তাদের দলের একজন পরামর্শদাত্রী হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবেন।

৫। কৌশল

ক) আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের জন্য যে মহিলাদের নাম সুপারিশ করা হয়েছে, তাদের প্রশি(ণ দানের জন্য আঞ্চলিক স্তরে WIN সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

খ) শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে যোগদানকারিণীদের শিষ্যত্ব সহায়িকাটি ব্যবহার করে ব্যক্তি(গত শিষ্যত্বের জন্য প্রভাবিত করা হবে, নির্দেশনা দেওয়া হবে।

গ) শীর্ষ সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারিণীদের তাদের মণ্ডলীর এবং সমাজের মহিলাদের জীবনে শিষ্যা তৈরীর দর্শনসহ প্রভাব বিস্তার করার আহ্বান জানানো হবে। উ্যম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্কের ৩x৩ প্রচারে যারা একটি অংশ হওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন, তারা WIN-এর প্রথম প্রজন্ম হিসাবে অভিহিত হবেন।

* আধ্যাত্মিক জীবন তৈরী করা এটা একটা পদ্ধতি যেখানে পু(ষ/মহিলা তারা স্বইচ্ছায় পবিত্র আত্মার পরামর্শে বাধ্য হয়ে সম্পূর্ণ সমর্পিত ও বাধ্য জীবন যাপন করতে চান (শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান, প্রার্থনা, উপাসনা, উপবাস ইত্যাদি) এবং যীশুর প্রেমকে অপরের কাছে বিলাবে।

৬। WIN- এর ৩x৩ ব্যাপক প্রচারকার্য — WIN- এর একটি পরামর্শ দানকারী শৃঙ্খল।

ক) প্রত্যেক **WIN- এর** প্রথম প্রজন্মের সদস্যাগণ কমপ(তিনজন মহিলার একটি দলকে পরামর্শ দেবেন, এবং তাদের মধ্যে একই দর্শনের ধারণা দেবেন (খ্রীষ্টের জন্য অন্য তিনজনকে জয় করা এবং পরামর্শ দান করা)।এই তিনজনকে দ্বিতীয় প্রজন্মের সদস্যা নামে অভিহিত করা হবে।

খ) দ্বিতীয় প্রজন্মের **WIN-** এর সদস্যাদের প্রত্যেকে অন্য তিনজন মহিলার একটি দলকে পরামর্শ দেবেন, এবং তাদের মধ্যে একই দর্শনের ধারণা দেবেন (খ্রীষ্টের জন্য অন্য তিনজনকে জয় করা এবং পরামর্শ দান করা)। এই নতুন তিনজন তৃতীয় প্রজন্মের সদস্যা নামে অভিহিত হবেন।

গ) পরামর্শ দানের এই শৃঙ্খলাটি সমস্ত **WIN-** এর সদস্যাদের মাধ্যমে মণ্ডলীর এবং চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের এক নজিরবিহীন বৃদ্ধি যোগ করবে।

৭। ড্যিম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্ক — একটি চলতে থাকা পরিচর্য্যা কাজ

ক) সমস্ত **WIN-** এর সদস্যাগণ তাদের রাজ্যের জন্য রাজ্য-সমন্বয়কারীর (স্টেট কো-অর্ডিনেটর) অধীনে একটি নেটওয়ার্ক গঠন করবেন।

খ) **WIN-** এর প্রত্যেক রাজ্য-সমন্বয়কারীরা **WIN-** এর ডাইরেক্টরের নের্তৃত্বের অধীনে একটি দেশব্যাপী **WIN-** অ্যাসোশিয়েশন্ গঠন করার জন্য কাজ করবেন।

গ) খ্রীষ্টীয় মহিলাদের শিষ্যত্বের ওপর নতুন বাইবেল সম্মত বিষয়গুলোর জন্য আরও অধিক প্রশি(ণের ব্যবস্থা করার জন্য **WIN** হবে **AIDA**- সংস্থার একটি রাজ্য এবং জাতীয় মঞ্চ।

ঘ) **AIDA** , ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং পরিচালনায় **WIN-** এর কাজগুলোকে ভারতের বাইরে অন্যদেশগুলোতেও ছড়িয়ে দেওয়ার দর্শন আছে।

উপসংহার

প্রিয় **WIN-** এর সদস্যাগণ, "তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ...পালন করিতে তাহাদিগকে শি(া দাও..." (মথি ২৮ ১৯) — আমাদের প্রভুর এই মহান আদেশটি সম্পূর্ণ করার জন্য মণ্ডলীর মহিলাদের ব্যবহারিক কর্মীতে পরিণত করার আমাদের দর্শনটির একটি অংশ হওয়ার জন্য আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই। আপনি যখন তাঁর আহ্বানের প্রতি প্রার্থনা সহকারে প্রস্তুত হচ্ছেন এবং নিজেকে উৎসর্গ করছেন, তখন আমরা আপনার জন্য প্রার্থনা করার বিষয় আপনাদের

আশ্বাস দিচ্ছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা আসুন, আমরা অগ্রসর হই।"

-উ্যম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্কের দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তি(গণ

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। "আত্মিক গঠনের" অর্থ কি?

২। আত্মিক গঠনের মধ্যে আপনি এখন কিভাবে যুক্ত(, এবং **WIN-** এর সঙ্গে আপনার যুক্ত(থাকার বিষয়টি কীভাবে পার্থক্য তৈরী করবে?

৩। **"WIN-ners 3X3** কথাটির অর্থ নিজের কথায় ব্যাখ্যা ক(ন।

প্রার্থনা

প্রভু, আমাকে বিশ্বস্ত **WIN-** এর সদস্যা কর। এই **WIN-** এর সহায়িকাটির সাহায্যসহ, তোমার বাক্য থেকে শি(া গ্রহণের মাধ্যমে আমাকে খ্রীষ্টের একজন প্রকৃত শিষ্যা কর। অন্য বিশ্বস্ত মহিলাদের কাছে এটা ভালভাবে শি(া দিতে আমাকে সাহায্য কর, যারা অন্যদেরও এই শি(া দিতে স(ম হবেন। আমেন।

১২ উ্যমেন ইম্পাক্ট নেটওয়ার্কের একটি দল পরিচালনা করা

মূল পদ ১ করিন্থীয় ২ ১৩

"আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শি(ানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শি(ানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি(আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।"

ভূমিকা

১১ পাঠটি WIN-এর দর্শনের ওপর প্রস্তুত করা হয়েছে — দি উ্যম্যেন্ ইম্প্যাক্ট নেটওয়ার্ক। প্রতি সপ্তাহে ঠিক কিভাবে একটি WIN- দল পরিচালনা করতে হবে সেই উদ্দেশ্যে এই পাঠটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

কিভাবে একটি WIN-দল পরিচালনা করতে হবে

১। প্রত্যেক সপ্তাহে মিলিত হওয়ার জন্য একটি স্থান এবং একটি নিয়মিত সময় মনোনীত ক(ন।

ক) সম্ভব হলে, আপনার ঘরে মিলিত হন(মনে রাখবেন, একজন শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণী হওয়ার জন্য প্রিষ্কিল্লা অতিথিসেবাপরায়ণতার পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছিলেন (প্রেরিত ১৮ ২৬)।

খ) আপৎকালীন অবস্থা ছাড়া কখনও সভা বন্ধ রাখবেন না। আপনার দলকে অন্যান্য কাজগুলোর থেকে এই সময়টাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং অত্যন্ত মূল্যবান সময় হিসাবে র(া করতে বলুন (ইফিষীয় ৫ ১৬)। বি(স্তুতার আদর্শ হন।

গ) সময় এবং স্থান পরিবর্তিত হলে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক সদস্যাকে তা আগে থেকে জানিয়ে দেবেন।

ঘ) প্রত্যেককে স্বচ্ছন্দে রাখার চেষ্টা ক(ন যাতে শারীরিক প্রয়োজনগুলোর জন্য মনোযোগ নষ্ট না হয়(যথেষ্ট কাছে থাকার চেষ্টা ক(ন যাতে প্রত্যেকে সহজেই কথা বলতে পারেন।

ঙ) অন্যদের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মত বিষয়গুলো যাতে কম হয় সেই ব্যবস্থা

ক(ন। সভা চলাকালীন শিশুদের জন্য অথবা পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা ক(ন।

২। প্রস্তুত হন

ক) শিষ্যত্বের সহায়িকা পুস্তকটির পাঠটি আগে থেকে অধ্যয়ন ক(ন যে বিষয়টি আপনাকে শি(া দিতে হবে (২ তীম ২ ১৫)

খ) উপযুক্ত(পদগুলো আপনার বাইবেলে দাগ দিয়ে রাখুন যাতে আপনি দ্রুত সহজেই সেই পদগুলো খুঁজে বের করতে পারেন।

গ) ভালভাবে শি(া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টীকাগুলো টুকে রাখুন।

ঘ) আপনার উপকরণগুলো পর্যালোচনা করার জন্য দলের সদস্যাগণ আসার আগেই আপনি সময়সূচী তৈরী ক(ন।

ঙ) একটি ভাল উদাহরণ হন(আপনি যখন এগুলো প্রস্তুত করে রাখবেন তখন আপনি যাদের পরামর্শ দেবেন তাদের জন্যেও এটা সহায়ক হবে কারণ তারাও জানবে যে তাদেরকে একটি সভা চালনা করার জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হতে হবে (২ তীম ৪ ২)।

৩। প্রার্থনা সহকারে সভাটি শু(ক(ন এবং শেষ ক(ন।

ক) এই বিষয়টি সভাটিতে একটি ভাল সুর তৈরী করবে এবং পরামর্শ গ্রহণ কারিণীদের যীশুর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করবে (ইব্রীয় ১২ ২)

খ) মনে রাখবেন এটা একটা প্রার্থনা সভা নয়। আপনার দলটিতে শি(ণীয় বিষয়টি শেখার জন্য এবং এই শি(ার মাধ্যমে সমর্পিত শিষ্যত্বের বৃদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদের ওপর প্রার্থনার বিষয়টির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিৎ। প্রকৃতশিষ্যত্বের উন্নতির পথে বাধাগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা ক(ন এবং প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের জন্য প্রার্থনা ক(ন যাতে তারা তাদের খ্রীষ্টীয় জীবনে ফলপ্রসূ হতে পারেন।

গ) কারও যদি একটা জ(রী প্রার্থনার অনুরোধ আছে বলে মনে হয়, তবে সভার পর তার সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য একটা সময় স্থির ক(ন।

ঘ) আপনার সমাপ্তির প্রার্থনা চলাকালীন, সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদের আশীর্ব্বাদ করবেন যারা যাবেন এবং তারা যখন সা(্য দেবেন এবং শিষ্যা তৈরী করবেন তখন ফলের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা ক(ন।

ঙ) আপনার WIN- দলের সদস্যাদের জন্য, তাদের বিশেষ অনুরোধগুলোর জন্য এবং প্রয়োজনগুলোর জন্য সারা সপ্তাহব্যাপী প্রার্থনা করার বিষয় মনে রাখবেন

(ইফিষীয় ৬ ১৮)। আপনার জন্য এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করতে তাদের উৎসাহিত ক(ন।

৪। প্রতিটি শি(ার আগে পূর্বের পাঠের বিষয়গুলো পর্যালোচনা ক(ন।

ক) পুনরাবৃত্তি করার বিষয়টি শি(া গ্রহণের একটি চাবিকাঠি।

খ) মহিলারা যদি আগের সপ্তাহে যা শিখেছিল তার বলতে পারে কি না দেখুন(যদি না পারে, তবে আপনাকে আপনার শি(া দানের পদ্ধতিগুলোর উন্নতি সাধন করতে হবে অথবা পরিবর্তন করতে হবে।

গ) তারা যা কিছু শিখেছিল তা তারা কিভাবে অনুশীলন করছে সেই বিষয়ে শি(া গ্রহণকারিণীদের দলের কাছে বলার সুযোগ দিন। বিজয়গুলোকে উদ্‌যাপন ক(ন(চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য আপনার চিন্তার বিষয়টি দেখান (রোমীয় ১২ ১৫)।

৫। মনে রাখবেন আপনি একজন শি(ক, প্রচারক নন।

ক) আপনি WIN শিষ্যত্ব সহায়িকা থেকে শি(া দেবেন। কিন্তু এটা যেন একটি বিঘ্নহীন সারমন হওয়া উচিৎ নয়।

খ) প্র(গুলোর জন্য এবং পরামর্শ-গ্রহণকারিণীরা কি চিন্তা করছে সেই বিষয়ের জন্য সময় রাখুন। মন্তব্য এবং চিন্তাভাবনাগুলোর বিষয় জিজ্ঞাসা ক(ন।

গ) শান্তভাবে সংশোধন করার প্রয়োজন থাকলেও বিভিন্ন ধারণাগুলোকে সম্মান করার চেষ্টা ক(ন (ইব্রীয় ৫ ২)।

ঘ) কখনও পরামর্শ গ্রহণকারিণীকে নিয়ে উপহাস করবেন না অথবা তাকে অপ্রস্তুত অনুভব করাবেন না (ফিলি ২ ৩)।

৬। মূল বিষয়ে স্থির থাকুন, অযথা অন্য কোন বিষয় বলবেন না।

ক) অংশগ্রহণকারিণীরা যখন উৎসাহিত হবেন, তখন সেই সমস্ত বিষয়গুলোর আলোচনা শু(করা সহজ হবে যা পাঠের মধ্যে প্রয়োগ করা যায় না।

খ) যদি এটা ঘটে, তবে দলটিকে বিষয়টির মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন — মনে রাখবেন আপনাকে **WIN শিষ্যত্ব সহায়িকাটির** অন্তর্ভুক্ত(বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

গ) যদি কারও সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা দরকার হয় তাহলে, পাঠের শি(াদান সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বিষয়টি নিয়ে তার সাথে কথা বলুন।

ঘ) **কোন একজন ব্যক্তি(যেন কথোপকথনটিতে কর্তৃত্ব না করতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক হন। প্রত্যেক ব্যক্তি(যেন অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায় সেই বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে হলে আপনাকে ভদ্রভাবে বাধা দিতে হবে (রোমীয় ১২ ১০)।**

উপসংহার

WIN-ners 3X3 ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশে আপনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা হল এই পরিচর্য্যা কাজের সাফল্যের অপরিহার্য বিষয়। এই ভূমিকা পালন করাটি হল একটি গম্ভীর বিষয়, কিন্তু প্রভুর সামনে এটা আনন্দপূর্ণ দায়িত্ব। সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ দানগুলো সহ তিনি আপনাকে সুসজ্জিত করবেন। ঈশ্বর যাদের এই পরিচর্য্যা কার্যে আহ্বান করেছেন, তিনি তাদের নিশ্চিতভাবে তাঁর উদ্দেশ্যগুলো সম্পূর্ণ করতে স(ম করবেন।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। শি(া গ্রহণের জন্য আগের সভার উপকরণগুলোর পর্যালোচনা করার বিষয়টি কেন গু(ত্বপূর্ণ?

২। আপনার অধ্যয়নের সময় **WIN**-দলটিকে' বিষয়ের মধ্যে' রাখতে সাহায্য করার জন্য একজন নেতা হিসাবে আপনি কি কি করতে পারেন?

প্রার্থনা

প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমাকে শিষ্যা তৈরী করার জন্য এবং **WIN**-দলটির নেত্রী করার জন্য আহ্বান করেছো। একজন কার্যকারী পরামর্শদাত্রী হওয়ার জন্য জ্ঞান, ধৈর্য্য, অনুভবনশীলা এবং উদ্দমী হওয়ার বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর। আমরা যখন শিষ্যত্বের কাজের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করছি তখন আমাদের বুদ্ধিতে বৃদ্ধি লাভ করার জন্য আমাদের সাহায্য কর। আমেন।

WIN-ners 3X3 ব্যাপক প্রচার

প্রতি খ্রীষ্টের প্রতি নিবেদিত শিষ্যা যিনি অন্য তিনজন মহিলার সঙ্গে কর্মপ্রেরণাযুক্ত আত্মিক গঠন অধিগ্রহণ করার বিষয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের জন্য নিম্নলিখিত ধারণাগুলো দেওয়া হচ্ছে

১। *তিনজন মহিলাকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে ঈশ্বরের পরিচালনা অন্বেষণ করার জন্য প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত ক(ন, যাদের আপনি আরও গভীর শিষ্যত্বের জন্য পরামর্শ দেবেন, যাতে তারাও শক্তি(শালী শিষ্যা-তৈরীকারিণীতে পরিণত হতে পারে।*

২। *সারা সপ্তাহব্যাপী তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা ক(ন যাতে অর্থপূর্ণ শিষ্যত্বের জন্য ঈশ্বর তাদের হৃদয়গুলো প্রস্তুত করেন।*

৩। *তাদের সঙ্গে ব্যক্তি(গতভাবে মিলিত হন যাতে আপনি ধার্মিকা চিন্তাসহ এবং পবিত্র নির্ভীকতাসহ, তাদের কাছে শিষ্যত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারেন।*

৪। *প্রত্যেকের সঙ্গে প্রার্থনা ক(ন এবং আপনার সঙ্গে এবং আরও দুজনের সঙ্গে শিষ্যত্ব সহায়িকা থেকে শি(া গ্রহণ করার বিষয় তাদের সঙ্গে চুক্তি(ক(ন।*

৫। *আপনার WIN- দলের মধ্যে সাপ্তাহিক শিষ্যত্বের জন্য প্রার্থনা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সময়ের জন্য তিন জনকে একসঙ্গে ডাকুন।*

৬। *WIN- শিষ্যত্ব সহায়িকা থেকে শি(াটি প্রার্থনা সহকারে সম্পূর্ণ ক(ন যাতে ঐ তিন জনও সমর্পিত শিষ্যা হতে পারে, এবং তারা প্রত্যেকে অন্য তিন জনের সঙ্গে WIN- শিষ্যত্ব দল শু(করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।*

প্রভু, আমি প্রত্যয়ী হয়েছি ...

১। **যে তুমি আমার সমস্ত পাপের জন্য এবং আমার সমস্ত প্রতিবাসীদের পাপের জন্য ক্রু(শের ওপর মৃত্যুবরণ করেছিলে** *(''কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন'' রোমীয় ৫ ৮)।*

২। যে আমি যখন বি(াসে তোমার কাছে ফিরেছিলাম তখন তুমি আমাকে র(া করেছিলে, এবং আমার প্রতিবাসীরা যখন তোমার প্রতি ফিরে আসবে তখন তুমি তাদেরও র(া করবে *(''দেখ, আমি দাঁড়াইয়া আছি, ও আঘাত করিতেছি(কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাঁহার কাছে প্রবেশ করিব।'' প্রকা ৩ ২০)।*

৩। যে যেহেতু তুমি আমাকে র(া করেছো, আমি অবশ্যই পরিত্রাণের জন্য আমার প্রতিবাসীদের তোমার কাছে আনার জন্য তোমার সা(ী হবো *(''আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি এবং নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান্ হও।'' (যোহন ১৫ ১৬)।*

৪। যে আমি তোমার প্রকৃত শিষ্যা হবো যদি আমি অবিরত তোমার বাক্যের মধ্যে থাকি (''তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য।'' যোহন ৮ ১১)।

৫। যে আমার জন্য তোমার মহান আদেশ হল শিষ্যা তৈরী করা (''...যাও এবং সমুদয় জাতিকে শিষ্যা কর...'' (মথি ২৮ ১৯)।

৬। যে তুমি চাও আমি যেন আত্মিক ভাবে গড়ে তোলার জন্য আরও তিনজন মহিলার দায়িত্ব গ্রহণ করি যারা পরে সমর্পিত শিষ্যা-প্রস্তুতকারিণীতে পরিণত হবে এবং অন্য তিনজন মহিলার সঙ্গে WIN-দল গঠন করবে। *(তোমরা পরস্পরকে আ(াস দাও এবং এক জন অন্যকে গাঁথিয়া তুল'' (১ থিষ ৫ ১১)।*

৭। যে আমাকে অবশ্যই প্রার্থনা শু(করতে হবে এবং মহান আদেশের উভয় দায়িত্ব পালন করতে হবে পতিত লোকদের জয় করা এবং তাদের শিষ্য/শিষ্যা করা *(''রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না।'' যোহন ৯ ৪)।*

৮। যে আমাকে এখনই শ্রদ্ধার সঙ্গে পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভর করে একটি চুক্তি(তৈরী করতে হবে যে আমি একজন বি(স্ত সদস্যা হব, তোমার কাছে এবং এই পরিচর্য্যা কাজের কাছে বি(স্ত থাকবো। এটা করার মাধ্যমে আমি আমার হস্তকে অভিপ্রায়ের একটি কাজ হিসাবে বিন্যস্থ করছি।

স্বা(র _____

তারিখ _____

আমি খ্রীষ্টের শিষ্যা করার জন্য যে তিন জন মহিলাকে পরামর্শ দিতে চাই

১। _____

২। _____

৩। _____

Appendix

Helpful Websites

http://coregroups.org.
Core Discipleship. Resources for discipleship groups.

http://www.telintl.org.
Training Evangelistic Leadership. Books and resources for sale.

http://www.navigators.org.
Navigators. Resources for discipleship and Bible studies.

http://www.gospelcentereddiscipleship.com.
Articles and resources on discipleship.

http://www.discipleshiplibrary.com.
Audio and pdf articles and curriculum on d

http://www.disciplers.org.
Free discipleship lessons.

Promising Ministries

If you are seeking the Lord for guidance about a particular ministry you can do to be a woman who is an effective soul-winner, contact the WIN/AIDA offi ce for the AIDA Package of Promising Ministries for women. The contact information is:

Address : AIDA
C-1/1493, Vasant Kunj,
New Delhi-110 070, INDIA

E-mail : ***shantarawate@yahoo.in***

Phone : ***01126122930, or 9871639100***